লা-মাযহাবীদের প্রতারণা

ফক্বীহে মিল্লাত মুফতী জালালুদ্দীন আহমদ আমজাদী (রাহঃ)

সনজরী পাবলিকেশন

প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

- ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম বুখারী
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- ইমাম আবূ হানিফা আহলে বায়ত থেকে হাদীস গ্রহণ
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- তাসাউফের আসল রূপ
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- এশ্‌কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- আত্মার বিপর্যয় ও তার প্রতিকার
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- ইসলাম ও নারী
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- দোয়া ও দোয়ার নিয়মাবলী
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- হাসনাঈনে কারীমের পদমর্যাদা
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- কিতাবুত তাওহীদ (১ম খন্ড)
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- কিতাবুত তাওহীদ (২য় খন্ড)
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- ইসলামী দর্শনে জীবন
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- হাদীসের আলোকে সাহাবীদের মর্যাদা
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- সূফীদের পথচলার কার্যপদ্ধতি
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- মা'মূলাতে মীলাদ
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- রোজার দর্শন ও বিধান
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- নবী আকরাম (দ.) এর নামাযের পদ্ধতি
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- উম্মতের আলোক দিশা (হিদায়াতুল উম্মাহ)
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- খতমে নবুয়্যাত
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- নবীগণের চরিত্র
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- হায়াতুন্নাবী (প্রিয় নবীর পরকালীন জীবন)
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- নেযামে মুস্তাফা
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- হাদিসের আলোকে প্রিয় নবীর পরকালীন জীবন
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী
- হাদিসের আলোকে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

সন
প্রক

- ইমাম আবূ হানিফ
শায়খুল ইসলাম ড.
- ইমাম আবূ হানিফ
শায়খুল ইসলাম ড.
- তাসাউফের আস
শায়খুল ইসলাম ড.
- এশ্‌কে রাসূল স
শায়খুল ইসলাম ড.
- আত্মার বিপর্যয়
শায়খুল ইসলাম ড.
- ইসলাম ও নারী
শায়খুল ইসলাম ড.
- দোয়া ও দোয়া

SahihAqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

- উম্মতের আ
শায়খুল ইসলা
- খতমে নবুয়
শায়খুল ইসলা
- নবীগণের
শায়খুল ইসলা
- হায়াতুন্নাবী
শায়খুল ইসল
- নেযামে মু
শায়খুল ইস
- হাদিসের
শায়খুল ইস
- হাদিসের
শায়খুল ইস

غیر مقلدوں کے فریب

লা-মাযহাবীদের প্রতারণা

মূল
ফক্বীহে মিল্লাত মুফতি জালালুদ্দীন আহমদ আমজাদী

অনুবাদক
মুহাম্মদ আবদুল মজিদ

সম্পাদক
আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী আশ্‌রাফী

সন্‌জরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

লা-মাযহাবীদের প্রতারণা
মূল: ফক্বীহে মিল্লাত মুফতি জালালুদ্দীন আহমদ আমজাদী

অনুবাদক
মুহাম্মদ আবদুল মজিদ

সম্পাদনায়
আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী আশরাফী

প্রকাশক
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত
© সন্জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে জান্নাত তৃষা

প্রকাশকাল
১৩ ডিসেম্বর ২০১৬, ১২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ সাল।

প্রকাশনায় :
সন্জরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা- ১২০৫, মোবাইল : ০১৯২৫-১৩২০৩১
৮১, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১
E-mail : Sanjarypublication@gmail.com

পরিবেশনায় : সনজরী বুক ডিপো

মূল্য : ১৪২ [একশত বিয়াল্লিশ] টাকা মাত্র

Laa Majhabider Protarona, By: Faqihe Millat Mufti Jalaluddin Ahamad Amzadi, Translated By: Mohammad Abdul Mazid, Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 142/-

بسم الله الرحمن الرحيم

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَّمِنْ عَجَمِ

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلَّمَ﴾

প্রকাশকের কথা

কুরআন-হাদিসের যথার্থহীন দাবি হচ্ছে দ্বীন-ধর্মরে ক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক অথবা মতবিরোধরে প্রয়োজন হলে তা করতে হবে উত্তম পন্থায়-শালীনতার আলোকে। মতবিরোধ ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই চলে আসছে। সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আহ্ম-এর মধ্যে ছিল। কিন্তু তা হতে হবে কুরআন-সুন্নাহর সীমারেখা অনুসারে। ক্রোধ-ক্ষোভ, হিংসা-নিন্দা, গীবত-সমালোচনা, গালমন্দ-অশ্লীলতা ইত্যাদি পরিহার করতঃ সুন্দর ও শুভেচ্ছামূলক উপস্থাপনা, উত্তমপন্থা এবং শালীনতার সাথে তর্ক-বিতর্ক বা মতবিরোধ করা কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমগণের আদর্শ।

কিন্তু সাম্প্রতিক কালে কিছু এমন মতাদর্শীর আবির্ভাব ঘটেছে শুধু হিংসা-গীবত, অকথ্য গালমন্দ, অশালীন আচরণ, কুৎসা রটানো, আর অপবাদ দেয়াই এদের নিকট প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার অন্যতম হাতিয়ার। বিশেষ করে 'আহলে হাদীস' নামক এ উপাধির দাবিদাররা আজ সমগ্র মুসলমি বিশ্বের সকল শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, মাযহাব অবলম্বী সাধারণ মুসলমান বিশেষতঃ ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হানাফী মাযহাব এবং পাক ভারতের প্রথিতযশা আলেম-উলামাগণকে বিদ্বেষী আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। সালফে সালেহীন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দেয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে অকথ্য ভাষা ব্যবহার করা এদের মজ্জাগত অভ্যাসে রূপ নিয়েছে। ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নাম শুনলে তারা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে। বে-আদব এবং অভদ্র-অশালীন হওয়া তাদের নিকট বীর হওয়ার সমতুল্য। প্রবাদ বাক্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, কারো কুফরী কথা বা অশালীন বচন বর্ণনা করা কুফরী বা অশালীন নয়। তাই, তাদের দাতভাঙ্গা জবাব দেয়ার উদ্দেশ্যে 'লা-মাযহাবীদের প্রতারণা' নামক পুস্তকটি প্রকাশ করার ইচ্ছা করেছি। যাতে করে মুসলমানগণ তাদের ধ্যান-ধারণা, অশুভ চক্রান্ত ও দুরভিসন্ধি উপলব্ধি করতঃ এদের ষড়যন্ত্রের জাল থেকে অনুসন্ধিৎসু মুসলমানগণ আত্মরক্ষা ও পরিত্রাণের সুযোগ পায়। আর আগত প্রজন্ম সতর্ক হতে পারে তাদের বিষাক্ত মতবাদ ও হীন চক্রান্ত থেকে।

মাযহাব না মানা বা তাকলীদ না করা এবং মাযহাব-অবলম্বীদের প্রতি বিরাগ-বিদ্বেষ ও বিদ্রূপ প্রতিক্রিয়া নিয়েই রচিত "আহলে হাদীস" মতবাদরে আত্মপ্রকাশ। তাই, মাযহাব ও মাযহাবপন্থীদের প্রতি ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে অশ্লীলতিপূর্ণ, অকথ্যতম ও ন্যক্কারজনক কটূক্তিপূর্ণ বই-পুস্তক তারা বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে বিতরণ করে যাচ্ছে।

সম্মানিত পাঠক! শি'য়া সম্প্রদায় ও লা-মাযহাবীদের গুটিকয়েক ব্যতীত মুসলমি উম্মাহর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ, সকল মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, হাদিস সংকলক, ব্যাখ্যাকারক প্রায় সবাই কোনো না কোনো মাযহাবরে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ইমাম বুখারী, মুসলমি, আবু-দাউদ, তাহাবী, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে-মাজাহ, মোল্লা আলী ক্বারী এবং ইবনে হাজার আসকালানী প্রমূখ সকলেই তো এ পথের পথিক।

'লা-মাযহাবীদের প্রতারণা' নামক গুরুত্বপূর্ণ এ পুস্তকটি অনুবাদ করতঃ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যারা সহযোগীতা করেছেন প্রত্যেকের শুকরিয়া আদায় করছি। কোথাও ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে বিজ্ঞ পাঠক আমাদেরকে অবহিত করলে আগামী সংস্করণে সংশোধনে সচেষ্ট থাকব, ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সনজরি পাবলিকেশন

SahihAqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

উৎসর্গ

সে সকল মুসলমানের নামে, যারা সংখ্যা গরিষ্ট আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভূক্ত। বিশেষ করে যারা ইমাম চতুষ্ঠয় তথা সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানীফা নু'মান ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, ইমামে আলে বাইত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফেয়ী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, ইমামে দারে হিজরত সায়্যিদুনা মালেক ইবনে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও ইমামে আহলে সুন্নাত সায়্যিদুনা আহমদ ইবনে হাম্বল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে তাঁদের তাকলীদ করেন, আর গাইরে মুকাল্লিদ লা-মাযহাবীদের ফেতনা থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলেন।

এবং

শুআইবুল আউলিয়া হুযুর সায়্যিদুনা শাহ মুহাম্মদ ইয়ার আলী সাহেব কেবলা আলাইহি রাহমাতুল্লাহ ওয়ার্-রিদোয়ান (ওফাতঃ ১৩৮৭ হি.) -এর এর নামে, যিনি স্বীয় হেদায়ত, দিকনির্দেশনা ও মহান দ্বীনী এদারা দারুল উলুম ফয়যুর রাসূল প্রতিষ্ঠা করে উত্তর প্রদেশ থেকে লা-মাযহাবীদের প্রবহমান বন্যা থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করেছেন।

জালালুদ্দীন আহমদ আমজাদী

সূচীপত্র

- প্রারম্ভিকা/ ০১
- এ উম্মাত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে, যাদের একটি মাত্র দল জান্নাতী হবে/ ০২
- রাসূলুল্লাহর অধিকার ও ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর নিজের এবং সাহাবায়ে কিরামের আক্বীদা/ ০৩
- ক্ষমতা ও ইখতিয়ার সম্পর্কে লা-মাযহাবীদের আক্বীদা/ ০৮
- রাসূলুল্লাহর মর্যাদা এবং ইলমে গাইব ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর ও সাহাবায়ে কেরামের আক্বীদা/ ০৯
- রাসূলুল্লাহর সম্মান মর্যাদা ও ইলমে গায়ব সম্পর্কে লা-মাযহাবীদের আক্বীদা/১৫
- সাহাবায়ে কেরাম ও তাক্বলীদ/ ১৮
- তাকলীদ কাকে বলে?/ ১৯
- গাইরে মুকাল্লিদদের তাকলীদ/ ২১
- লা-মাযহাবীদের কাছে প্রশ্ন/ ২২
- লা-মাযহাবীদের ভ্রষ্টতার আরেক উজ্জল প্রমাণ/ ২৬
- লা-মাযহাবীদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস/ ২৮
- ভারতীয় উপমহাদেশে ওহাবী ফেতনা/ ৩২
- দেওবন্দী আলেমদের দৃষ্টিতে লা-মাযহাবীগণ/ ৩৪
- লা-মাযহাবীদের কয়েকটি মূলনীতি/৩৯
- লামাযহাবীদের তারাবীহর নামায/ ৪৩
- গাইরে মুকাল্লিদ ও কুরবানী/ ৪৬
- লা-মাযহাবী ও তালাক/ ৪৮
- কে সেই ইবনে তাইমিয়া/ ৫৬
- লা-মাযহাবীদের কিছু গোপন রহস্য/ ৬০
- লা-মাযহাবীদের চল্লিশ প্রতারণা/ ৬৫
- ইমাম আযম আবু হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সংক্ষিপ্ত জীবনী/ ৭৬

প্রারম্ভিকা

গাইরে মুকাল্লিদ (লা-মাযহাবী) যারা নিজেদেরকে আহলে হাদিস ও সালাফী বলে থাকে, তারা তাদের নতুন মাযহাবকে প্রসারের জন্য আরব রাষ্টসমূহ থেকে টাকা-পয়সা এনে বিভিন্ন নিত্য-নতুন ফেতনা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে যাচ্ছে। তাদের ওই ফেতনাসমূহের মধ্যে হাতিয়ারস্বরূপ 'হাকীকাতুল ফিক্‌হ' নামক একটি পুস্তকও রয়েছে, যা লা-মাযহাবী মৌলভী ইউসুফ জয়পুরী কর্তৃক লিখিত এবং অপর লা-মাযহাবী মৌলভী দাউদ কর্তৃক সংশোধন ও সংযোজনের পর ভারতের মুম্বাই থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মিথ্যাচার, ধোঁকা ও প্রতারণায় পরিপূর্ণ।

কয়েক বছর পূর্বে ওই পুস্তকের প্রতারণাসমূহকে জনসম্মুখে প্রকাশ করার জন্য আমাকে বলা হয়েছিল। কিন্তু আমি ব্যস্ততার কারণে সেদিকে মনোযোগ দিতে পারিনি। তবে এখন যখন লা-মাযহাবী গাইরে মুকাল্লিদরা "স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে এক সাথে তিন তালাক দিলেও এক তালাক কার্যকর হবে" বলে নতুন আরেক ফেতনার অবতারণা করলো, তখন আমি সময়ের প্রয়োজনে বিষয়টির প্রতি মনোযোগী হই। আমি এ পুস্তকে তাদের কুফরী ও ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহ আলোচনা করে তাদের প্রতারণার স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়েছি এবং তাদের গোপন রহস্য ফাঁস করে দিয়েছি।

এ পুস্তকের শেষে তাদের সেই 'হাকীকাতুল ফিক্‌হ' পুস্তকের চল্লিশটি প্রতারণাও সন্নিবেশিত করে দিয়েছি, যাতে মুসলমানগণ এ ভ্রান্ত দল থেকে সতর্ক হয়ে যান এবং তাদের ফাঁদে জড়িয়ে না পড়েন। আর এ নতুন মাযহাবের অতি সহজবোধ্যতা ও সুবিধা প্রদান দেখে যেন সেদিকে ঝুঁকে না পড়েন।

আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করছি, তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর ও উপকারী করেন। তাঁদেরকে লা-মাযহাবী গাইরে মুকাল্লিদদের ফেতনা থেকে নিরাপদ ও সংরক্ষিত রাখেন। আর আমার জন্য যেন এ পুস্তককে আখেরাতের পাথেয় করে দেন।

জালালুদ্দীন আহমদ আমজাদী
২৫ মুহাররাম ১৪১৫ হি., ৬ জুলাই ১৯৯৪ খ্রি.।

بسم الله الرحمن الرحيم

لَكَ الْحَمْدُ يَا اَللهُ! وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ!

এ উম্মাত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে, যাদের একটি মাত্র দল জান্নাতী

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ بني إسرائيل تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي.

–নিশ্চয় বনি ইসরাঈল (ইহুদী-নাসারা) বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মাত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। একটি মাত্র দল ছাড়া সব দলই জাহান্নামী। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই একটি দল কারা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তারা ওইসব লোক যারা সেই মাযহাবের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে যাতে আমি এবং আমার সাহাবীগণ রয়েছি।[১]

উল্লিখিত হাদিস শরীফ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ উম্মাত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। কিন্তু সেগুলোর মধ্য থেকে শুধু একটি দল জান্নাতী হবে, আর অবশিষ্ট সবগুলো জাহান্নামী হবে। আর জান্নাতী দলের পরিচয় হল, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন-এর পদাঙ্ক অনুসরণে জীবন পরিচালিত করবে এবং তাঁদের আক্বীদা-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

রাসূলুল্লাহর অধিকার, ক্ষমতা সম্পর্কে নিজের এবং সাহাবায়ে কিরামের আক্বীদা

১. হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ، حَتَّى رَأَوْا حِرَاءً بَيْنَهُمَا.

---

[১]. ক) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফীল কুরআনে হাবিহিল উম্মাতু, ৯:২৩৫, হাদিস নং : ২৫৬৫।
খ) হাকেম : মুসতাদরাক আলাস্ সহীহাইন, বাবু আশ্ব হাদিসী আবদিল্লাহ ইবনে উমর, ১:৪৩০, হাদিস : ৪০৯।
গ) তাবরানী : আল-মু'জামুল কবীর, ৬২;
ঘ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৩০, হাদিস নং : ১৭১।

–মক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আপনি আমাদেরকে একটা মু'জিযা (অলৌকিক নিদর্শন) দেখান, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আকাশের চাঁদকে দুই টুকরা করে দেখালেন। এমনকি মক্কাবাসীরা হেরা পাহাড়কে দুই টুকরা চাঁদের মধ্যখানে দেখেছেন।[২]

২. হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ رِكْوَةٌ فَتَوَضَّأَ، فَجَهِشَ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ: ﴿مَا لَكُمْ؟﴾ قَالُوا: لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ وَلاَ نَشْرَبُ إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيْكَ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ، فَجَعَلَ المَاءُ يَثُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، كَأَمْثَالِ العُيُونِ، فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا قُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً.

–হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন তৃষ্ণার্ত হন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে একটি পাত্র ছিল, যা থেকে তিনি ওযু করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন তাঁর কাছে এগিয়ে এলে তিনি তাঁদেরকে বললেন, "তোমাদের কি সমস্যা?" তাঁরা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার এই পাত্র ছাড়া আমাদের কাছে ওযু করার বা পান করার কোন পানি নাই। এতদশ্রবণে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাত মুবারক সেই পাত্রে রাখলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র আঙ্গুল মুবারকের পার্শ্ব দিয়ে ঝর্ণাধারার মত পানি প্রবাহিত হতে লাগল। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, তখন আমরা সেই পাত্র থেকে পান করলাম এবং ওযু করলাম। বর্ণনাকারী জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা তখন সংখ্যায় কত ছিলেন? হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমাদের সংখ্যা এক লাখ হলেও পানির সমস্যা হতোনা, তবে তখন আমাদের সংখ্যা ছিল পনের শত জন।[৩]

[২]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু আলামাতিন্ নবুয়্যাতি ফীল ইসলাম, ১১:৪১২, হাদিস নং : ৩৩১১।
খ) তাবরিযী ; মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফাজায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন,পৃ. ২৭৯, হাদিস নং : ৫৮৮২।

[৩]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু আলামাতিন্ নবুয়্যাতি ফীল ইসলাম, ১১;৪১২, হাদিস নং : ৩৩১১।

৩. হযরত সাহাল ইবনে সা'দ আস-সাঈদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ» ، قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ» . فَقَالُوا: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأْتُونِي بِهِ» . فَلَمَّا جَاءَ بَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ،

–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি আগামীকাল এ ঝাণ্ডা এমন এক ব্যক্তিকে দেবো যার হাতে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করবেন। সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন পুরো রাত এই চিন্তায় কেটে দেন যে, না জানি এই ঝাণ্ডা কোন সৌভাগ্যবানের নসীব হয়। সকাল হলে সকল সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন সেই ঝাণ্ডা পাওয়ার পরম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, "আলী ইবনু আবি তালিব কোথায় ?" তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাঁর তো চোখ ব্যথা করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, "তাকে আমার নিকট ডেকে নিয়ে আসো।" যখন হযরত আলী ইবনু আবি তালিব আসলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উভয় চোখে স্বীয় থু থু মোবারক লাগিয়ে দেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান, যেন তাঁর কোন ব্যথাই ছিলনা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতে ঝাণ্ডা দিলেন।[৪]

৪. হযরত বারা ইবনু আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারীগণের একটি

খ) ইবনে আবী শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৮:৫১২।

[৪]. বুখারী : আস সহীহ, বাবু মানাক্বিবি আলী ইবনে আবী তালেব, ১২:৩৭, হাদিস নং : ৩৪২৫।

দলকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আতীকের নেতৃত্বে আবু রাফে নামক এক ইয়াহুদীকে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করেন। যেহেতু সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিভিন্ন ধরণের কষ্ট দিত, কুৎসা রটাত, আর তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত। তারা ইয়াহুদী দূর্গে ঢুকে তাকে হত্যা করার পর দূর্গ থেকে নামার সময় সিড়ি থেকে পড়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আতীক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পায়ে আঘাত পান। সাথে সাথে তিনি পাগড়ী দিয়ে ক্ষতস্থানকে বেঁধে নেন। এর পরে দরবারে রেসালতে এসে সব ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন–

اُبْسُطْ رِجْلَكَ فَبَسَطْتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا، فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ.

–তোমার পা ছড়িয়ে দাও। আমি পা ছড়িয়ে দিলে তিনি তাতে পবিত্র হাত মুবারক বুলিয়ে দেন। তখন আমার পায়ের এমন অবস্থা হল যে, যেন তাতে কখনো কোন ব্যথাই ছিলনা।[৫]

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আযাদকৃত গোলাম হযরত আবু রাফে রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أُهْدِيَتْ لَهُ شَاةٌ فَجَعَلَهَا فِي الْقِدْرِ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا هَذَا يَا أَبَا رَافِعٍ ؟ فَقَالَ : شَاةٌ أُهْدِيَتْ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، فَطَبَخْتُهَا فِي الْقِدْرِ ، فَقَالَ : نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ يَا أَبَا رَافِعٍ ، فَنَاوَلْتُهُ الذِّرَاعَ ثُمَّ قَالَ : نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ الآخَرَ ، فَنَاوَلْتُهُ الذِّرَاعَ الآخَرَ ، ثُمَّ قَالَ : نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ الآخَرَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَكَتَّ لَنَاوَلْتَنِي ذِرَاعًا ، فَذِرَاعًا مَا سَكَتَّ،

–আমার কাছে একটি ছাগল হাদিয়া দেয়া হলে আমি তা পাকানোর জন্য পাতিলে উঠাই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করে জিজ্ঞেস করে বললেন, হে আবু রাফে! এটা কি? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে একটি ছাগল উপহার দেয়া হয়েছে, আমি তা পাকানোর জন্য পাতিলে উঠিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ

[৫]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু কতলি আবী রা'কে, ১২:৪৩২, হাদিস নং : ৩৭৩৩।
খ) তাবরিযী ; মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু কাযায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন, পৃ. ২৭৮, হাদিস নং : ৩৭৩৩।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে আবু রাফে! আমাকে একটা বাহু খাওয়াও। আমি তাঁকে একটি বাহু খাওয়ালাম। অতঃপর ইরশাদ করলেন, আমাকে অপর বাহুটিও খাওয়ানও। আমি অপর বাহুটিও খাওয়ালাম। এরপর ইরশাদ করলেন, আরো একটি বাহু খাওয়ান। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একটি ছাগলের তো দুটি বাহুই থাকে। প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হায়! তুমি যদি চুপ থাকতে তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি চুপ থাকতে, আমাকে একের পর এক বাহু খাওয়াতে পারতে।[৬]

৬. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন–

قَالَ يَا عَائِشَةُ لَوْشِئْتُ لَسَارَتْ مَعِي جِبَالُ الذَّهَبِ.

–হে আয়িশা! আমি যদি ইচ্ছা করি, তাহলে আমার সাথে স্বর্ণের পাহাড়ও চলবে।[৭]

৭. হযরত আব্দুল্লাহ আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، كُتِبَ عَلَيْكُمِ الْحَجُّ . قَالَ : فَقَامَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ ، فَقَالَ : أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ : لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا ، وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا ، الْحَجُّ مَرَّةٌ ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ.

–একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবায় ইরশাদ করেছেন যে, হে লোকসকল! তোমাদের উপর হজ্ব ফরয

[৬]. ক) আহমদ : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসী আবী রা'কে, ৫৫:১৭৬, হাদিস নং : ২৫৯৬০।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু মা ইউফিবুল ওযু, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৭০, হাদিস নং : ৩২৭।
[৭]. ক) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু কাযায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন, পৃ. ২৬৮, হাদিস নং : ৫৮৩৫।
খ) বায়হাকী : দালায়িলুন্ নবুয়্যাত, বাবু কিরামি রাসূল, ১:৩৩৮, হাদিস নং : ৩০৫।
গ) বায়হাকী : ত'আবুল ঈমান, বাবু রাদিহি ইয়া আয়শা, ৪:৬, হাদিস নং : ১৪৪৯।
ঘ) আবু ইয়ালা : আল মুসনাদ, বাবু ইয়া আয়শা লা শি'তু লি সারাত মায়ী জিবালুব যাহাব, ১০:১৮০, হাদিস নং : ৪৭৯৫।

করা হয়েছে। হযরত আকরা' ইবনে হাবিস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হজ্ব কি প্রতি বছর ফরয? প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন; যদি আমি 'হ্যাঁ' বলি, তাহলে প্রতি বছর ফরয হয়ে যাবে। আর যদি প্রতি বছর হজ্ব করা ফরয হয়ে যায়, তোমরা তা পালন করবেনা, আর পালন করতে সক্ষমও হবে না। হজ্ব জীবনে একবারই ফরয, কেউ অতিরিক্ত করলে তা নফল হবে।[৮]

কোন বিষয়কে সত্য হিসেবে গ্রহণ করে অন্তরে জমানো বিশ্বাসকেই ঈমান ও আক্বীদা বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও স্বীয় রিসালতের উপর সুদৃঢ় ঈমান ও বিশ্বাস রাখতেন। অনুরূপভাবে এ আক্বীদা-বিশ্বাসও রাখতেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সৃষ্টিজগতের মধ্যে যথেচ্ছা ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার ও শক্তি প্রদান করেছেন। এ কারণেই তিনি মক্কাবাসীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আকাশের চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখিয়েছেন। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এরূপ আক্বীদা-বিশ্বাস না থাকতো, তাহলে তিনি চাঁদকে ইশারা করা তো দূরের কথা, এক মুহূর্তের জন্য তিনি তা ভাবতেনও না। নিজের আঙ্গুলী মুবারকের ফাঁক দিয়ে ঝর্ণাধারার মত পানি প্রবাহিত করে কার্যকরীভাবে তিনি নিজের এ আক্বীদা-বিশ্বাসই প্রমাণিত করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ ক্ষমতা ও শক্তি প্রদান করেছেন।

হযরত আলী ইবনু আবি তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর চোখে তাঁর থু থু মুবারক লাগিয়ে দিয়ে আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আতীক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর আহত পায়ে তাঁর হাত মুবারক বুলিয়ে দিয়ে সুস্পষ্টভাবে তিনি তাঁর এ আক্বীদা-বিশ্বাসই প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ ক্ষমতা দান করেছেন যে, আমি আমার থু থু মুবারক দিয়ে রোগ মুক্ত করতে পারি, আর ভাঙ্গা হাড়ের উপর হাত মুবারক বুলিয়ে দিয়ে প্লাস্টার ব্যতিরেকে তাৎক্ষণিক ভাল করে দিতে পারি। অনুরূপভাবে হযরত আবু রাফে রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে পরিস্কার ভাষায় নিজের এ আক্বীদাই প্রকাশ করেছেন যে, একটি ছাগলের কেবল মাত্র দু'টি বাহু হলেও আমি চাইলে আর পরিবেশনকারী দিতে থাকলে একটি ছাগল থেকে হাজারো বাহু বের হতে থাকবে।

---

৮. (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসিল আব্বাস, ১:২৯০, হাদিস : ২৬৪২।
(খ) নাসায়ী : সুনানুল কুবরা, বাবু উজুবিল হজ্ব, ৪:৫, হাদিস : ৩৫৮৬।
(গ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু উজুবিল হজ্ব, ৫:১১১, হাদিস : ২৬২০।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে স্পষ্ট ভাষায় নিজের এ আক্বীদা প্রকাশ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন ক্ষমতা দান করেছেন যে, আমি ইচ্ছা করলে আমার সাথে স্বর্ণের পাহাড় চলতে থাকবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তা'আলা আনহুম আজমাঈন-এর কাছে নিজের এ আক্বীদাই প্রকাশ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সেই সুমহান মর্যাদা দান করেছেন যে, যদিও হজ্ব জীবনে শুধুমাত্র একবার ফরয করা হয়েছে, কিন্তু প্রশ্নকারীর উত্তরে আমি হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলে প্রতি বছরই হজ্ব ফরয হয়ে যেতো।

হযরত আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রমুখ সাহাবীগণ যাঁরা উল্লেখিত হাদিসসমূহ বর্ণনা করেছেন, তাঁদের সকলের আক্বীদাও তাই ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টিজগতের মধ্যে যথেচ্ছা ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দান করেছেন। যদি সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন-এর এ রকম আক্বীদা বিশ্বাস না থাকতো, তাহলে তাঁরা উল্লেখিত হাদিসসমূহ বর্ণনা করতেন না।

ক্ষমতা ও ইখতিয়ার সম্পর্কে লা-মাযহাবীদের আক্বীদা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষমতা ও অধিকার সম্পর্কে লা-মাযহাবী গাইরে মুকাল্লিদদের আক্বীদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন-এর আক্বীদার বিপরীত। যেমন তাদের নেতা মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী 'তাকভীয়াতুল ঈমান' নামক কানপুরের কায়উমী প্রেস থেকে প্রকাশিত পুস্তকের ৫নং পৃষ্ঠায় লিখেছে–

–আল্লাহ সাহেব সৃষ্টিজগতে তসার্‌রুফ বা ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার কাউকে দেননি।

উক্ত পুস্তকের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় লিখেছে–

–ছোট বড় সকলে তাঁর বান্দা ও অক্ষম, অক্ষমতার মধ্যে সকলে সমান।

একই পুস্তকের ১৭ তম পৃষ্ঠায় আরো লিখেছে–

–আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও আউলিয়ায়ে কেরাম যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সকলের চেয়ে মর্যাদাশীল করেছেন, তাঁদের মহানত্ব কেবল মাত্র

এই যে, তাঁরা আল্লাহ তা'আলার পথ প্রদর্শন করেন, আর ভাল ও খারাপ কাজ সম্পর্কে অবগত আছেন। এসব কথায় এমন কোন বিশেষত্ব নেই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টিজগতে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের শক্তি ও অধিকার দিয়েছেন।

একই পুস্তকের ১৭ তম পৃষ্ঠায় আরো লিখেছে–

–ছোট বড় সকল বান্দা অক্ষম ও ক্ষমতাহীন।

একই পুস্তকের ১৯ তম পৃষ্ঠায় আরো লিখেছে–

–যে কেউ কারো জন্য সৃষ্টিজগতের মধ্যে হস্তক্ষেপ করার অধিকার আছে বলে বিশ্বাস করলে সে শিরক করে বলে প্রমাণিত হবে। চাই সে আল্লাহ তা'আলার সমান মনে না করুক।

একই পুস্তকের ২৮ তম পৃষ্ঠায় আরো লিখেছে–

–যার নাম 'মুহাম্মদ' অথবা 'আলী', কোন বিষয়ে তার কোন ক্ষমতা ও অধিকার নেই।

একই পুস্তকের ৪০ তম পৃষ্ঠায় আরো লিখেছে–

–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইচ্ছাতে কিছু হয়না।

একই পুস্তকের ৪২তম পৃষ্ঠায় আরো লিখেছে–

–আউলিয়া ও আম্বিয়া যত আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা আছেন, তাঁরা সকলেই মানুষ এবং আল্লাহ তা'আলার অক্ষম বান্দা।

লা-মাযহাবী গাইরে মুকাল্লিদদের 'তাকভিয়াতুল ঈমান' নামক পুস্তকের উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহ দ্বারা উত্তমরূপে প্রতীয়মান হল যে, ক্ষমতা প্রয়োগ ও অধিকার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন-এর যে আক্বীদা-বিশ্বাস রয়েছে, লা-মাযহাবীদের আক্বীদা-বিশ্বাস এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আর এটাই তাদের জাহান্নামী দল হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

রাসূলুল্লাহ-এর মর্যাদা এবং ইলমে গাইব ইত্যাদি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ও সাহাবায়ে কেরামের আক্বীদা

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন করীমে ইরশাদ করেছেন–

وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

–আর সম্মান ও মর্যাদা তো কেবলমাত্র আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণের জন্য।[৯]

আল্লাহ তা'আলা অপর আয়াতে ইরশাদ করেছেন–

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝

–আর আমি আপনার জন্য আপনার খ্যাতিকে সমুন্নত করে দিয়েছি।[১০]

অপর আয়াতে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا

–এবং তিনি (হযরত ঈসা) আল্লাহ তা'আলার কাছে সম্মানিত।[১১]

আরেক আয়াতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন–

وَجِيهًا فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ

–এবং তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত।[১২]

১. হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ، وَفِي مُؤَخَّرِ الصُّفُوفِ رَجُلٌ ، فَأَسَاءَ الصَّلاَةَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا فُلاَنُ ، أَلاَ تَتَّقِي اللهَ ؟ أَلاَ تَرَى كَيْفَ تُصَلِّي ؟ إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ يَخْفَى عَلَيَّ شَيْءٌ مِمَّا تَصْنَعُونَ ، وَاللهِ ، إِنِّي لأَرَى مِنْ خَلْفِي ، كَمَا أَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ.

–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যোহরের নামায পড়ালেন। নামাযের কাতারসমূহের একেবারে পিছনে একজন লোক ছিলেন, যিনি অলসভাবে নামায পড়েছেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফেরালেন, লোকটিকে ডাক দিলেন, হে অমুক! তুমি কি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করোনা? তুমি কি

---

৯. আল কুরআন : সূরা আল-মুনাফিকূন, ৬৩:৮।
১০. আল কুরআন : সূরা আল-ইনশিরাহ, ৯৪:৪।
১১. আল কুরআন : সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৬৯।
১২. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:৪৫।

দেখোনা যে, তুমি কিভাবে নামায আদায় কর? তোমরা মনে কর যে, তোমাদের কর্মসমূহ আমার কাছে গোপন থাকে। আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আমি পেছনেও সেরকম দেখি, যেরকম সামনে দেখি।[১৩]

ভেবে দেখুন, হাদিস শরীফে 'কাতারের পেছনে' বলা হয়নি। যাতে করে লোকটি প্রথম কাতারের মাথায় ছিলেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখের কোনায় তাকে দেখে নিয়েছেন। বরং হাদিস শরীফে فِي مُؤَخَّرِ الصُّفُوفِ 'কাতারসমূহের পেছনে' বলা হয়েছে। অর্থাৎ লোকটি একেবারে পেছনের কাতারে ছিলেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পিঠের পেছন থেকে লোকটিকে দেখেছেন।

২. হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا، وَاللهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلاَ خُشُوعُكُمْ، وَإِنِّي لأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي﴾.

–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা কি মনে কর যে, আমার কিবলা শুধু এ দিকে? আল্লাহর শপথ, তোমাদের একাগ্রতা, তোমাদের রুকূ কোন কিছুই আমার কাছে গোপন থাকেনা। নিঃসন্দেহে আমি তোমাদেরকে আমার পেছন দিক থেকেও দেখি।'[১৪]

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ﴾. ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ، فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ،

১৩. ক) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবী হুরাইরা, ১৯:৪৬৩, হাদিস নং : ৯৪২০।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু সিফাতিস্ সালাত, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৭৯, হাদিস নং : ৮১১।
১৪. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু মিনাল কাবায়িরী আল্লা লা ইউস্‌তাতিরা, ১:৩৬২, হাদিস নং : ২০৯।
খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু বিদ'আতি মুসনাদি আবিদল্লাহ, ৪:৪০৯, হাদিস : ১৮৭৭।

فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: ﴿لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا﴾ أَوْ: ﴿إِلَى أَنْ يَيْبَسَا﴾.

–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মদীনা বা মক্কার বাগানগুলোর মধ্য হতে কোন এক বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এমন দু'ব্যক্তির আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, তাদেরকে কবরে আযাব দেয়া হচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এদের দু'জনকে আযাব দেয়া হচ্ছে, অথচ কোন গুরুতর অপরাধে তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছেনা। তারপর তিনি ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ, এদের একজন প্রশ্রাব করতে গিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতোনা। অপর ব্যক্তি চোগলখোরী করতো। অতঃপর তিনি একটি খেজুরের ডাল আনতে বললেন, তা ভেঙ্গে দু' টুকরা করে প্রত্যেকের কবরের উপর এক টুকরা করে রাখলেন। বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কেন এমন করলেন ? তিনি উত্তরে ইরশাদ করলেন, আশা করা যায় যতক্ষণ পর্যন্ত এ দু'টি শুকিয়ে না যায় তাদের আযাব কিছুটা শীতল থাকবে।[১৫]

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

«إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ رَفَعَ لِيَ الدُّنْيَا، فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّي هَذِهِ؛

–আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য দুনিয়ার পর্দা উঠিয়ে দিয়েছেন। ফলে আমি দুনিয়াকে এবং দুনিয়াতে কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সব কিছুই এমনভাবে দেখি, যেমনিভাবে আমার হাতের তালুকে দেখি।[১৬]

৫. হযরত আবুদ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

১৫. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু মিনাল কাবায়িরী আল্লা লা ইউস্‌তাতিরা, ১:৩৬২, হাদিস নং : ২০৯।
খ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু ওয়াদ্‌য়িল জারিদা আলাল কবরি, ৭:২০৭, হাদিস নং : ২০৪১।
গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসী ইয়ালা ইবনে মুররা, ৩৫:৪৩৯, হাদিস : ১৬০৯২।
১৬. ক) তাবরানী : আল-মু'জামুল কবীর, হাদিস নং : ১৪১১২।
খ) আবু নুয়ায়িম : হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/১০১।

﴿أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ، إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ، حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا﴾ قَالَ: قُلْتُ: وَبَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: ﴿وَبَعْدَ الْمَوْتِ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ، فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُرْزَقُ﴾.

–তোমরা জুমাবারে আমার প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ পড়ো। কেননা উহা পেশকৃত হবে। ফেরেশতাগণ উহার সাক্ষী হবেন। কেউ আমার প্রতি দরূদ পড়লে সে যতক্ষণ দরূদ পড়বে, তা আমার কাছে পেশ করা হবে। বর্ণনাকারী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনার ওফাতের পরেও কি আপনার কাছে দরূদ পেশ করা হবে ? ইরশাদ করলেন, আমার ওফাতের পরেও আমার কাছে দরূদ পেশ করা হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম-এর দেহ মুবারক ভক্ষণ করা ভূ-পৃষ্ঠের জন্য হারাম করেছেন। অতএব, আল্লাহর নবীগণ জীবিত, তাঁদেরকে জীবিকা প্রদান করা হয়।[১৭]

৬. হযরত আউস ইবনু আউস রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

﴿إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ﴾ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ – يَعْنِي – بَلِيتَ، قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ﴾.

–নিঃসন্দেহে তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হল জুমার দিন। সেদিনেই হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে দিনেই তিনি ওফাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। সে দিনেই শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। সে দিনেই বিকট শব্দ ধ্বনিত হবে। সুতরাং তোমরা জুমাবারে আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ পড়। কেননা, তোদের দরূদ সমূহ আমার কাছে

[১৭]. ক) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু মিকদি ওয়াফাতিহি ওয়া দাফনিহি, ৫:১৩০, হাদিস নং : ১৬২৭।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল জুমু'আহ, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩০৫।

পেশ করা হবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ওফাতের পরে আমাদের দরূদসমূহ কিভাবে পেশ করা হবে, আপনি তো মাটি হয়ে যাবেন? প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় মহান আল্লাহ তা'আলা নবীগণের দেহ মুবারক ভক্ষণ করা জমিনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।[১৮]

আল্লাহ তা'আলার ঘোষণায় হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন-এর আক্বীদা অন্যান্য অপরাপর মুসলমানগণের আক্বীদার চেয়ে অনেক উঁচু ও সুদৃঢ় ছিল। পবিত্র কুরআন মজীদ এর উল্লেখিত আয়াতে করীমাসমূহ দ্বারা জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ আক্বীদাই ছিল যে, মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমার সুমহান মর্যাদা রয়েছে এবং আমার কারণে মুসলমানগণও আল্লাহ তা'আলার নিকট সম্মানিত ও মর্যাদাবান। আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমার এ সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে যে, আমার সন্তুষ্টির জন্য তিনি আমার স্মরণকে বুলন্দ করেছেন। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামসহ অন্যান্য সকল আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামও আল্লাহ তা'আলার দরবারে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে সম্মানিত ও মর্যাদাবান। সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন-এর আক্বীদাও অনুরূপ ছিল।

উপরোল্লেখিত হাদিসে নববীসমূহ দ্বারাও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈনের কাছে নিজের এ আক্বীদাই প্রকাশ করেছেন যে, আমি যে রকম সামনে দেখি, তেমনি পেছনেও দেখি। আমার দেখার ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী কোন বস্তু প্রতিবন্ধক হতে পারেনা। এমন কি নামাযে একাগ্রতা যেটি অন্তরের একটি বিষয়, তাও আমার কাছে অস্পষ্ট থাকতে পারেনা। আর মাটির নিচে মানুষের উপর ঘটমান আযাবও আমি দেখতে পাই। শুধু তাই নয়, বরং কি কারণে আযাব হচ্ছে তাও আমি জানি।

[১৮]. ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু ফযলি ইয়াওমিল জুমু'আহ, ৩:২৩৯, হাদিস নং : ৮৮৩।
খ) ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ফী ফযলিল জুমু'আহ, ৩:৩৮৩, হাদিস নং : ১০৭৫।
গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু হাদিসী আওস ইবনে আবী আওস, ৩২:৩৮৯, হাদিস নং : ১৫৫৭৫।

চতুর্থ নাম্বারে উল্লেখকৃত হাদিস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের এ আক্বীদাও স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন যে, কেয়ামত অবধি সংঘটিতব্য সকল ঘটনা আমি সেভাবে দেখি, যেভাবে আমি আমার হাতের তালুকে দেখি। অর্থাৎ আমি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখি। আর নিঃসন্দেহে উল্লেখিত হাদিসমূহের বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈনও অনুরূপ আক্বীদা অবশ্যই পোষণ করতেন। অন্যথায় তাঁরা এ সকল হাদিস বর্ণনা করতেন না।

আর যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ আমাদেরকে না দিয়ে থাকেন তাহলে হয়তো এ কারণে যে, বিষয়টি আমাদের সামনে প্রকাশ করার উপযোগী নয় কিংবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে বিষয়ে মনোযোগী হননি। যেমনিভাবে রেলওয়ে ষ্টেশনে রেলের আগমন প্রস্থানের সম্পূর্ণ চার্ট চোখের সামনেই থাকে। কিন্তু যাত্রী যে ট্রেনের সময় সম্পর্কে জানতে চায় সেদিকে মনোযোগ না দিলে সে জানতে পারেনা।

সর্বশেষ পাঁচ ও ছয় নম্বর হাদিস দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈনের এ আক্বীদাই স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস্ সালাম তাঁদের কবরসমূহে জীবিত রয়েছেন। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা জমিনের উপর তাঁদের দেহ মোবারক ভক্ষণ হারাম করে দিয়েছেন। এক উর্দু কবি কতইনা সুন্দর বলেছেন–

انبیاء کو بھی موت آنی ہے　　مگر ایسی کہ فقط آنی ہے

بس اسی آن کے نعدان کی حیات　　مثل سابق وہی جسمانی ہے

–আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস্ সালাম এরও মৃত্যু আসে সত্য, কিন্তু তা এমন যে, শুধু একটি মুহূর্তের জন্য। সেই মুহূর্তের পর তাঁদের জীবন অতীতের মত সেই শারীরিক জীবনই।

রাসূলুল্লাহর সম্মান মর্যাদা ও ইলমে গায়ব সম্পর্কে লা-মাযহাবীদের আক্বীদা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে লা-মাযহাবীদের আক্বীদা দেখুন–

লা-মাযহাবীদের নেতা মৌ ইসমাঈল দেহলভী 'তাকভিয়াতুল ঈমান' পুস্তকের ১০ম পৃষ্ঠায় লিখেছে–

–নিশ্চিত জানতে হবে যে, প্রত্যেক সৃষ্টি চায় বড় হোক কিংবা ছোট আল্লাহ তা'আলার সামনে চামারের চেয়েও নিকৃষ্ট।

আমরা বলি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। যে বা যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করবেনা তারা মুসলমান নয়। আন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম ও আউলিয়ায়ে কেরাম-এর মর্যাদা ও সম্মানের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে ছোট। তাই 'তাকভিয়াতুল ঈমান' নামক পুস্তক যা আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম ও আউলিয়ায়ে সালেহীন-এর সম্মানহানির জন্য রচনা করা হয়েছে, এর উল্লেখিত উদ্ধৃতি দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও আউলিয়ায়ে কেরাম-এর প্রত্যেকেই আল্লাহ তা'আলার সম্মানের সামনে চামারের চেয়েও নিকৃষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সামনে কমবেশী চামারেরও কিছুনা কিছু সম্মান রয়েছে। কিন্তু রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে সালেহীন-এর আল্লাহ তা'আলার সামনে এতটুকু ইজ্জত-সম্মান নেই যতটুকু একজন চামারের রয়েছে। (নাউযু বিল্লাহি মিন যালিকা)।

উক্ত পুস্তকের ৩৮ তম পৃষ্ঠায় স্পষ্ট ভাষায় লেখা হয়েছে–

–সকল আম্বিয়া ও আউলিয়া আল্লাহ তা'আলার সামনে ধূলিকণার চেয়েও হীন। (নাউযু বিল্লাহি মিন যালিকা)।

আর ইলমে গায়ব সম্পর্কে উক্ত পুস্তকের ১৭ নং পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে–

–সকল বান্দা বড় হোক বা ছোট (নবী হোক কিংবা অলি কিংবা অন্য কেউ) সবাই সমান বেখবর ও মূর্খ।

উক্ত পুস্তকের ৪০ নং পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে–

–অদৃশ্যের বিষয়াবলী কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলা-ই জানেন, নবী-রাসূল কি জানবেন?

উক্ত পুস্তকের ৪২ নং পৃষ্ঠায় একটি হাদিসে নববী লিখার পর ফেতনা ফাসাদের 'ফা' রচনা করেছে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামে অপবাদ দিয়ে এটাই বলা হয়েছে–

–আমিও একদিন মৃত্যুবরণ করে মাটির সাথে মিশে যাব।

'তাকভিয়াতুল ঈমান' পুস্তকের সেই উদ্ধৃতির উপর ভিত্তি করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে লা-মাযহাবীরা এ আক্বীদাই পোষণ করে যে, তিনি মৃত্যু বরণ করে মাটির সাথে মিশে গেছেন। (আল-ইয়াযু বিল্লাহ)। তাদের এ সমস্ত আক্বীদা-বিশ্বাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন-এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আর এটাই তাদের জাহান্নামী হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

সাহাবায়ে কেরাম ও তাক্বলীদ

প্রায় এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন এর মধ্যে কেবল মাত্র দশ জন যথা চার খুলাফায়ে রাশেদীন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত আবু মূসা আল-আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত উবাই ইবনে কা'আব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত যায়েদ ইবনু সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এ দশজন ছিলেন মুজতাহিদ সাহাবী। আর অবশিষ্ট সকল সাহাবী তাঁদের মুকাল্লিদ বা অনুসারী ছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ

–হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ তা'আলার এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের মধ্যে 'উলুল আমর" এর।[১৯]

উল্লেখিত আয়াতে করীমায় 'উলুল আমর' দ্বারা বিশুদ্ধ মতে ওলামায়ে কেরাম। কেননা রাজা-বাদশাহদের উপর ওলামায়ে কেরামের আনুগত্য করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে ওলামায়ে কেরামগণের উপর রাজা-বাদশাহদের আনুগত্য করা ওয়াজিব নয়।[২০]

আর উল্লেখিত আয়াতে করীমার বড় লক্ষ্য হল চার খুলাফায়ে রাশেদীন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রকাশ্য জীবনকালে তাঁরা হাকেম বা শাসক ছিলেন না।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে করীমে আরো ইরশাদ করেছেন–

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ

---

১৯. সূরা আন-নিসা-৫৯।
২০. তাফসীরে কবীর ১ম খণ্ড, ২৭৪ পৃষ্ঠা।

–আর তারা যদি উদ্ভুত বিষয়কে রাসূল আর তাদের উলুল আমর (আলিমগণ) এর নিকট সোপর্দ করত, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার বিধান অবগত হতো, যারা গভীর চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে সুক্ষ্ম বিষয়ের বিধান বের করতে পারেন।[২১]

এ আয়াতে করীমা দ্বারা স্পষ্ট যে, ইস্তিম্বাদ তথা কুরআন-হাদিসে থেকে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিধান বের করা কেবল ওলামায়ে কেরামের পক্ষেই সম্ভব। আর মুসলমানদেরকে তাঁদের দিকে প্রত্যাবর্তন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কুরআন মজীদে আরো ইরশাদ হয়েছে–

فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

–সুতরাং আলেমগণকে জিজ্ঞেস কর যদি তোমরা না জানো।[২২]

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যারা জানেনা তাদেরকে আবশ্যক করে দিয়েছেন, যারা জানেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে। আর এ কারণে ঐ সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম যাঁরা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দূরে অবস্থান করতেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জাহেরী জীবনকালেও নিজেদের এলাকার সবার চেয়ে বড় জ্ঞানী সাহাবীকে মাসআলা জিজ্ঞেস করে তাঁর তাকলীদ বা অনুসরণ করতেন।

তাকলীদ কাকে বলে?

প্রচলিত, আভিধানিক ও পরিভাষায় বিনা বাক্য ব্যয়ে কারো কথাকে মেনে নেয়াকেই তাকলীদ বলে। যেমন বলা হয় যায়িদ অমুকের তাকলীদ করে। এর মানে হল সে বিনা প্রশ্নে অমুকের কথাকে মেনে নিয়েছে।

আর 'আল-মুনজিদ' নামক রয়েছে–

يُقَالُ: قَلَّدَهُ فِيْ كَذَا أَيْ تَبِعَهُ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ وَ لَا نَظَرٍ.

–চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সে তার আনুগত্য করেছে।

'গিয়াসুল লুগাত' এ বলা হয়েছে–

–কোন বিষয়ের হাকীকত জিজ্ঞেস করা ছাড়া কারো আনুগত্য করাকে রূপক অর্থে তাকলীদ বলা হয়।

---

২১. আল কুরআন : সূরা আন-নিসা, ৪:৮৩।
২২. আল কুরআন : সূরা আন-নাহাল, ১৬:৪৩।

'মিসবাহুল লুগাত' এ বলা হয়েছে–

قَلَّدَهُ فِيْ كَذَا.

–সে তার অমুক কথায় চিন্তাভাবনা ছাড়াই আনুগত্য করেছে।

আল্লামা সাইয়েদ শরীফ জুরজানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন–

اَلتَّقْلِيْدُ عِبَارَةٌ عَنْ قَبُوْلِ قَوْلِ الْغَيْرِ بِلَا حُجَّةٍ وَ لَا دَلِيْلٍ.

–দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকে কারো কথা মেনে নেয়ার নামই হল তাকলীদ।[২৩]

আর এ কারণেই ঐ সকল সাহাবী যাঁরা দূরের কোন বস্তি বা এলাকায় বসবাস করতেন, তাঁদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন আলেম সাহাবীকে তাঁদের কাছে প্রেরণ করতেন। আর তাঁরা কোন দলীল প্রমাণ কিংবা শরীয়তের বিধানের প্রকৃত কারণ অবগত হওয়া ছাড়াই সেই আলেম সাহাবীর কথাকে মেনে নিতেন। আর সেটাকেই তো তাকলীদ বলা হয়।

আর যে সকল সাহাবী মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাস করতেন, কিন্তু উট চরানো, ক্ষেত খামারের কাজ অথবা ব্যবসায়িক কাজের ব্যস্ততার কারণে দরবারে নববীতে অধিক সময় অবস্থান করতে পারতেন না, তাঁরা দরবারে নববীর সংশ্রবে থাকা সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করার মাধ্যমে তাঁদের তাকলীদ বা অনুসরণ করতেন।

আর যাঁরা সহজে দরবারে নববীতে উপস্থিত হতে পারতেন, তাঁরা প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পার্থিব জাহেরী জীবন থেকে চলে গেলেন, তখন সকল সাহাবী আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক মুজতাহিদ সাহাবীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর তাকলীদ করেছেন। এভাবে লক্ষাধিক সাহাবী মুকাল্লিদ হয়েছেন।

চার বরহক মাযহাব অনুসারী তথা হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী সকলেই সাহাবায়ে কেরামের পথ অনুযায়ী মহান মহান আলেমদের অনুসরণ করেন। কুরআন-হাদিস থেকে বের করা মাসআলা মাসায়িলে তাঁদের তাকলীদ করেন। ফলে মাযহাবের মূল হল সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন।

---

২৩. জুরজানী : কিতাবুত তা'রীফাত।

আর সাহাবায়ে কেরামের মূল হল হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর হাদিসের মূল হল্ কুরআন। আর এভাবে ইমামগণের তাকলীদ করা মূলত সাহাবায়ে কেরামেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করা। যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রকাশ্য জীবনকাল থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে।

পক্ষান্তরে লা-মাযহাবী গাইরে মুকাল্লিদরা চার ইমামগণের তাকলীদ করাকে অস্বীকার করে থাকে। শুধু তাই নয়, তারা তাকলীদকে ভ্রষ্টতা বলে উল্লেখ করে থাকে। এমনকি তাদের কেউ কেউ তাকলীদকে শিরকও বলে থাকে অথচ মূর্খ সাধারণ মানুষ আর পড়ালেখা করা সকল গাইরে মুকাল্লিদ নিজেদের মৌওলভীদের তাকলীদ করে থাকে।

গাইরে মুকাল্লিদদের তাকলীদ

যদিও লা-মাযহাবী গাইরে মুকাল্লিদরা চার ইমামের তাকলীদকে অস্বীকার করে থাকে কিন্তু তাদের ছোট বড় সকলে কারো না কারো তাকলীদ অবশ্যই করে থাকে। যেহেতু ব্যবসায়ী, কৃষক, রাখাল, চামার ইত্যাদি সকল লামাযহাবী তো আর কুরআন-হাদিস থেকে মাসআলা বের করতে সক্ষম নয়, সেহেতু তারা তাদের মোল্লামৌলভীদের দ্বারস্থ হয়ে তারা যেসব মাসআলা বলেন তদানুযায়ী আমল করে। সেভাবে তারা তাদের মৌলভীদের তাকলীদ করে থাকে।

উদাহরণ স্বরূপ একজন লা-মাযহাবী লোক তামাকে ব্রোঞ্জের বিনিময়ে বিক্রি করতে চায় তাহলে সমান সমান নাকি বেশ কম, আর নগদ নাকি বাকিতে এটা ক্রয়-বিক্রয় জায়েয কিনা? তাকে সে বিষয়ে ধারণা নিতে তাদের লা-মাযহাবী মৌলভীদের শরণাপন্ন হতে হবে। কেননা উক্ত বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা কুরআন হাদিসে পাওয়া যায়না। লা-মাযহাবী মৌলভী চিন্তা ভাবনা করে তাদেরকে মাসআলা বলবে, আর তারা সে অনুযায়ী আমল করবে। আর মুকাল্লিদ আলেমগণ কুরআন-হাদিসের আলোকে নিজেদের মহান ইমামের স্থির করা মূলনীতির উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ের বৈধতা অবৈধতা নির্ধারণ ও স্পষ্ট করবেন। এভাবেই লা-মাযহাবীরা নিজ এলাকার মৌলভীদের তাকলীদ করেন আর মুকাল্লিদরা সারা দুনিয়ায় স্বীকৃত মহান মুজতাহিদ ইমামগণের তাকলীদ করেন।

যদি বলা হয় যে, সাধারণ লা-মাযহাবীরা তাদের মৌলভীদের তাকলীদ করেনা বরং তাদের কথা মেনে চলেন শুধু, তাহলে সেটা হবে সম্পূর্ণ অসত্য ও অবাস্তব কথা। কেননা সাধারণ লা-মাযহাবী লোকেরা তো দলীল প্রমাণের যোগ্যতা রাখেনা। ফলে তাদেরকে দলীল প্রমাণ ছাড়া তাদের মৌলভীদের কথাকেই মেনে

নিতে হয়। আর এভাবে কারো কথাকে মেনে নেয়াকেই তাকলীদ বলা হয়। যা ইতিপূর্বে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীর রেফারেন্স সহ উল্লেখ করা হয়েছে।

বাকি রইল লা-মাযহাবী মৌলভীরা। তারাও দলীল প্রমাণ ছাড়াই তাদের বড়দের কথাই গ্রহণ করে থাকেন। তারা এভাবেই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়িম ও কাযী শাওকানীর তাকলীদ করে থাকেন। যেমন প্রখ্যাত লা-মাযহাবী আলেম নওয়াব ওয়াহিদুজ্জামান সাহেব অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলেছেন–

> –আমাদের আহলে হাদিস ভাইয়েরা ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়িম, কাযী শাওকানী, শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ ও মৌলভী ইসমাঈল দেহলভীকে দ্বীনের ঠিকাদার নির্ধারণ করে রেখেছেন। যেখানেই কোন মুসলমান উল্লেখিত মহান ব্যক্তিগণের বিপরীতে কোন কথা গ্রহণ করলে তার পেছনে পড়ে যায়। তার সমালোচনা ও নিন্দা করতে থাকেন। ভাইগণ ! একটু ভেবে দেখুন, ইনসাফ করুন যে, তোমরা আবু হানীফা ও শাফেয়ীর তাকলীদ ছেড়ে দিয়েছ, অথচ তাদের পরবর্তী জন্মগ্রহণকারী ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়িম ও কাযী শাওকানীর তাকলীদ করার প্রয়োজনটা কি?[২৪]

নওয়াব ওয়াহীদুজ্জামান সাহেবের উক্ত বক্তব্য দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, লা-মাযহাবীরা ইমাম আবু হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও ইমাম শাফিয়ী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সহ চার বরহক ইমামগণের তাকলীদ করাকে অস্বীকার করে থাকেন, কিন্তু তাঁদের চেয়ে সব দিক দিয়ে নিম্নতর ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়িম ও কাযী শাওকানীর তাকলীদ করে থাকেন।

লা-মাযহাবীদের কাছে প্রশ্ন

সাধারণ লা-মাযহাবীরা যে তাদের মৌলভীদের তাকলীদ করে থাকেন আমাদের এ দাবিকে প্রমাণ করার জন্য মৌলভী আনওয়ারুল্লাহ সাহেব সূফী ইশরত আলী সিদ্দীকী মসজিদ, ইমামবাড়া, নরকাঠাবাগী, জেলা সিদ্ধার্থনগর, আর মালিক মুহাম্মদ আজহার শাদাব বাইদুলা চুরাহা দাওয়াখানা, ডুমুরিয়াগঞ্জ, জেলা সিদ্ধার্থনগরের পক্ষ থেকে লা-মাযহাবী মৌলভীদের প্রতি নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহ করা হয়ঃ

১. তামাকে পিতলের বিনিময়ে সমান সমান করে নগদে ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ কি না?
২. তামাকে পিতলের বিনিময়ে সমান সমান করে বাকিতে কেনা বেচা বৈধ কি না?
৩. তামাকে পিতলের বিনিময়ে বেশ কম করে নগদে বেচা কেনা বৈধ কি না?
৪. তামাকে পিতলের বিনিময়ে বেশ কম করে বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ কি না?

---

[২৪]. হায়াতে ওয়াহিদুজ্জামান, পৃষ্টা নং-১০২ (সূত্রঃ শীষে কা ঘর-পৃষ্টা নং-২০)।

এছাড়া আর কিছু লা-মাযহাবীকে এভাবে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করে করা হয় যে, তামাকে পিতলের বিনিময়ে সমান সমান অথবা বেশ কম করে নগদে বা বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ কি না? যেহেতু লা-মাযহাবীদের দাবি হল, তারা শুধু কুরআন-হাদিসই অনুসরণ করে থাকেন। ইজমা ও কিয়াস মানেন না। সেহেতু তাদের প্রত্যেক মৌলভীর কাছে এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, মাসআলার প্রত্যেক ক্ষেত্রে কুরআন-হাদিসের রেফারেন্সও যেন উল্লেখ করা হয়।

উল্লেখিত প্রশ্নসমূহ নিম্নোক্ত লা-মাযহাবী মৌলভী ও তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে প্রেরণ করা হয়–

১। সভাপতি, অল ইণ্ডিয়া আহলে হাদিস জামে মসজিদ, দিল্লী, ভারত।
২। জামেয়া সালাফিয়া বেনারস, উত্তর প্রদেশ, ভারত।
৩। ওবাইদুল্লাহ রহমানী সাহেব, পোরারাণী, মুবারকপুর, জেলা- আজমগড়, উত্তর প্রদেশ, ভারত।
৪। পরিচালক, মা'হাদুত তা'লিমিল ইসলামী, জাকিরনগর, নতুন দিল্লী, ভারত।
৫। মাদরাসায়ে আহলে হাদিস সিরাজুল উলুম, কৃষ্ণনগর, নেপাল।
৬। মাদরাসায়ে আহলে হাদিস খাইরুল উলুম, ডুমরিয়াগঞ্জ, জেলা- সিদ্ধার্থ নগর, উত্তর প্রদেশ, ভারত।
৭। মাদরাসায়ে আহলে হাদিস সিরাজুল উলুম, বুণ্ডিহার, জেলা- গোণ্ডা, উত্তর প্রদেশ, ভারত।
৮। মাদরাসা আহলে হাদিস, রীভান, ডাক- মালাভার, হিললুর, উত্তর প্রদেশ, ভারত।
৯। মাদরাসায়ে আহলে হাদিস, নারকাঠা, বাস্গী, জেলা- সিদ্ধার্থ নগর, উত্তর প্রদেশ, ভারত।
১০। মাদরাসায়ে আহলে হাদিস, বানসীখাস, জেলা- সিদ্ধার্থনগর, উত্তর প্রদেশ, ভারত।
১১। আল-জামেয়াতুল মুহাম্মদিয়া মনসুর, মালিগাঁও, জেলা- নাসিক, মহারাষ্ট্র, ভারত।
১২। মাদরাসা আহলে হাদিস অটোয়াবাজার, জেলা- সিদ্ধার্থনগর, উত্তর প্রদেশ, ভারত।

উল্লেখিত বারটি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগণের মধ্যে কেবল শেষের দুটি ব্যতীয় অন্য কেউ কোন উত্তর প্রদান করেনি। যাদের কাছে লোক মারফত প্রশ্ন প্রেরণ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ বলে উত্তর দানে অস্বীকৃতি জানায় যে,

আমাদের বড় হযরত বলেছেন যে, কোন কট্টরপন্থি সুন্নীর কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়া যাবেনা। আবার কেউ কেউ আপনারা জামেয়া সালাফিয়া, বেনারস থেকে ফাতওয়া নিতে পারেন বলে জবাব দানে বিরত থাকেন। আর কোন কোন মৌলভী শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে পাশ কাটিয়ে যায়। আর কেউ এ প্রশ্নের জবাব লেখিয়ে আমাদেরকে ফাঁসাতে চায় বলে উত্তর দিতে বিরত থাকে। আর যাদের কাছে ডাকযোগে প্রশ্নসমূহ প্রেরণ করা হয়েছিল তারা নিরবতা পালন ও জবাবের খাম ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দেয়াকে শ্রেয় মনে করেন।

আল-জামেয়াতুল মুহাম্মদিয়া মনসূর, মালিগাঁও এর মুফতি সাহেব এ প্রশ্নের উত্তর উত্তর দিতে গিয়ে প্রথমে এ মাসআলায় আলেমগণের মত-বিরোধের কথা উল্লেখ করেন। শেষে তিনি লিখেন–

> –আমার মতে, তামা ও পিতল যদি মুদ্রা জাতীয় হয়, তখন যেহেতু উভয় বস্তু মৌলিকভাবে একজাতীয় না হলেও কিন্তু মূল্যমানের ক্ষেত্রে এক, সেহেতু সেগুলো বেশ কম করে কেনা বেচা তো করা যাবে, তবে বাকিতে নয়। বরং নগদে ক্রয়-বিক্রয় করতে হবে। যেমনিভাবে স্বর্ণকে রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে করা হয়। আর যদি মুদ্রা না হয় তাহলে মুদ্রামান আর মূল বস্তু ভিন্ন হওয়ার কারণে বেশ কম আর নগদ বাকি সব ক্ষেত্রে কেনা বেচা বৈধ হবে।
>
> ----------লিখক ফজলুর রহমান মাদানী
> আল-জামেয়াতুল মুহাম্মদিয়া, মনসূরা, মালিগাঁও
> তারিখ ২০/১২/১৯৯৩ ইংরেজী

আর মাদ্‌রাসায়ে আহলে হাদিস অটোয়া বাজার, সিদ্ধার্থনগর এর মুফতি সাহেবও জবাবের প্রথমে এ মাসআলায় আলেমগনের মতবিরোধের কথা উল্লেখ করে পরে লেখেন–

> –যে প্রশ্ন ফাতওয়া আকারে চাওয়া হয়েছে তাতে দু'টি ভিন্ন বস্তুর বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমান সমান বা কম বেশী আর নগদ বা বাকির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে যেহেতু তাতে বস্তুর ভিন্নতা রয়েছে, সেহেতু তাতে সমান সমান হোক, কম বেশী হোক আর নগদে হোক বা বাকিতে সর্বাবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। হযরত ওবাদাহ ইবনু সামেত এর হাদিসে গম আর যবকে ভিন্ন জাতীয় বস্তু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আমি এতটুকুই বুঝি, বাকিটা আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।"
>
> ------লেখক শিহাবুদ্দীন জঙ্গ বাহাদুর
> তারিখ : ১০ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ ইংরেজী

লা-মাযহাবীদের উল্লেখিত উভয় মৌলভী তাদের ফাতওয়ায় কুরআন মজীদ অথবা এমন কোন হাদিসে নববী উপস্থাপ করেননি যাতে তামাকে পিতলের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে বৈধ বা অবৈধতার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। বরং উভয় মুফতি কিয়াসের ভিত্তিতে জবাব দিয়েছেন। মালিগাঁও এর মুফতি সাহেব সমজাতীয় বস্তু হওয়া ও মুদ্রামানের ভিত্তিতে জায়েয নাজায়েযের বিধান সাব্যস্ত করেছেন। আর অটোয়াবাজার সিদ্ধার্থনগরের মুফতি সাহেব হযরত উবাদা ইবনু সাবেত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদিসের উপর কিয়াস করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ যে, ইসলামে আরবি তারিখ বা হিজরী সন দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রবর্তন করেছেন। আর লা-মাযহাবীদের নেতা নবাব সিদ্দীক হাসান ভূপালী তার রচিত 'ইনতিকাদুর রজীহ' নামক পুস্তকের আনুমানিক ৬২ পৃষ্ঠায় হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে পথভ্রষ্ট বলে উল্লেখ করেছে। যা আ'লা হযরত রাহিমাহুল্লাহ তাঁর রচিত 'ইযহারুল হক্কিল জলী' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত এ কারণেই লা-মাযহাবী উভয় মুফতি ফাতওয়ায় ইসলামী সন-তারিখ উল্লেখ না করে ইংরেজী-সন তারিখ উল্লেখ করেছেন।

উপরের আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, লা-মাযহাবীরা কিয়াসের বিরোধিতা করে থাকেন, কিয়াস করার কারণে চার ইমামগণের সমালোচনা করে থাকেন এবং তাঁদের তাকলীদ করাকে হারাম ও ভ্রষ্টতা বলে থাকেন, সেই লা-মাযহাবীরা নিজেরাই আবার কিয়াস করে ফাতওয়া দেন। এবং নিজেদের কিয়াসের ভিত্তিতে দেয়া ফাতওয়ার উপর তাদের অনুসারীদেরকে আমল করান। আর তাদের অনুসারীরা চার মহান ইমামের তাকলীদ ছেড়ে তাদের মৌলভীদের তাকলীদ করে থাকে।

এখানে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেছে, যা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যে বা যারাই আয়িম্মায়ে আরবা'আর ছায়ায় আশ্রয় নেবেনা তারা কিয়ামত পর্যন্ত মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহ কুরআন-হাদিস দিয়ে প্রমাণ করতে পারবেন না। কেউ তা দাবি করলে আমার সামনে এসে প্রমাণ করুক। বেশী বলার প্রয়োজন নাই, তারা শুধু কুরআন-হাদিস দ্বারা এটাই প্রমাণ করুক যে, কুকুর খাওয়া হালাল অথবা হারাম। কোন হাদিসে কুকুর খাওয়াকে হারাম করা হয়েছে বলুক তো ? কুরআন মজীদের আয়াতে শুধুমাত্র চারটি বস্তু যথা– মৃত প্রাণী, রক্ত, শুকরের গোশত আর গাইরুল্লাহর নামে যবেহকৃত প্রাণী– এ চারটিই কেবল হারাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কুকুর তো দূরের কথা শুকরের

চর্বি, প্লীহা ও অন্ত্রের কথাও তো বলা হয়নি। কোনো হাদিসেও তা হারাম বলা হয়নি। আয়াতে শুধু لحم বা গোশত বলা হয়েছে, তাতে ওইসব অন্তর্ভুক্ত নেই।[২৫]

লা-মাযহাবীদের ভ্রষ্টতার আরেক উজ্জ্বল প্রমাণ

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মজিদে মুসলমানদেরকে এভাবে দোয়া করতে নির্দেশ দিয়েছেন–

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ.

–আমাদেরকে সরল সঠিক পথে চালাও। সে সমস্ত লোকদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ।[২৬]

যাঁদের উপর আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন পঞ্চম পারায় তাদের কথা আল্লাহ তা'আলা এভাবে উল্লেখ করেছেন–

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ.

আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এর আনুগত্য করবে, তাহলে সে ওইসব ব্যক্তিবর্গের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ।[২৭]

উল্লেখিত উভয় আয়াতে করীমার সমন্বয়ে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, সৎকর্মশীল (সালেহীন) তথা আউলিয়ায়ে কেরামের পথই হল সিরাতে মুসতাকীম বা সরল সঠিক পথ। তাই তো পৃথিবী বিখ্যাত আউলিয়ায়ে কেরামগণ কেউই লা-মাযহাবী ছিলেন না। তাঁরা সকলে চার বরহক মাযহাবের কোন একটির মুকাল্লিদ বা অনুবর্তী ছিলেন।

যথা– হযরত যুননূন মিসরী, হযরত মা'রূফ আল-কারখী, হযরত আবুল হাসান সিররী সাফতী, হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম বলখী, হযরত আবু ইয়াযীদ বুস্তামী, হযরত জুনাইদ বাগদাদী, হযরত আবু মুহাম্মদ সাহাল ইবনে আব্দুল্লাহ তুসতারী, হযরত আবুল হাসান খিরকানী, হযরত আবু বকর শিবলী, হযরত দাতা গঞ্জেবখশ লাহুরী, হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী, হযরত ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ আল-গাযালী, হুযূর সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী, সুলতানুল

---

২৫. ফাতাওয়ায়ে রাযবিয়া-৯/৭২।
২৬. আল কুরআন : সূরা আল-ফাতেহা, ১:৬-৭।
২৭. আল কুরআন : সূরা আন-নিসা, ৪:৬৯।

হিন্দ হযরত খাজা গরীব নাওয়ায আজমীরী, হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ, হযরত শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী, হযরত সাইয়েদ আহমদ কবীর রিফা'ঈ, হযরত মাওলানা রূমী, হযরত শায়খ ফরিদুদ্দীন আত্তার, হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী, হযরত সূফী হামীদুদ্দীন নাগূরী, হযরত বাহা উদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী, হযরত খাজা বান্দা নাওয়ায গিসুদারায, হযরত ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশখর, হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ, হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী শায়খ আহমদ সেরহিন্দী, হযরত শায়খ শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী, হযরত মাহবুবে ইলাহী নিযামুদ্দীন আউলিয়া, হযরত শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মুনীরী, হযরত মাখদূম আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী ও হযরত মাখদূম মুহায়েমী মুম্বায়ী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আলাইহিম আজমাঈনসহ মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ আল্লাহ তা'আলার অলীদের চার বরহক ইমামগণের কোন একজনের তাকলীদ করে নিজেরা মুকাল্লিদ হয়েছেন।

যেহেতু সকল আউলিয়ায়ে কেরাম মুকাল্লিদ ছিলেন, আর আউলিয়ায়ে কেরামগণের পথকেই আল্লাহ তা'আলা সিরাতে মুসতাকীম বা সরল সঠিক পথ বলে ঘোষণা করেছেন। একথা স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হলো যে, যেসব লোক ওইসব বুযুর্গ আউলিয়া কেরামগণের অনুসৃত পদাঙ্ক ও পথে তথা চার মাযহাবের যে কোন একটির তাকলীদ তথা অনুসরণ করবেনা তারা সিরাতে মুসতাকীম থেকে দূরে সরে গিয়েছে এবং পথভ্রষ্ট ও ভ্রান্তদল।

মনে রাখতে হবে যে, কিয়ামত পর্যন্ত কোন অলি লা-মাযহাবী হবেন না। আর কোন লা-মাযহাবীও আল্লাহর অলি হতে পারবেনা। কারণ, আম্বিয়ায়ে কেরামদের শানে গোস্তাখী ও কটুক্তি করা লা-মাযহাবীদের নীতি। আর আল্লাহর নবীর শানে গোস্তাখীকারী মু'মিনই হতে পারেনা, আল্লাহর অলি হওয়া তো অনেক দূরের কথা।

লা-মাযহাবীদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

হাদিস শরীফে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا﴾ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: ﴿اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا﴾ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَفِي نَجْدِنَا؟ فَأَظُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: ﴿هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ﴾.

–হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এভাবে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমাদের শাম অঞ্চলে বরকত দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের ইয়ামেন অঞ্চলে বরকত দান করুন। কেউ কেউ বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের নজদ অঞ্চলের জন্যও দোয়া করুন। তখনও রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন, ইয়া আল্লাহ! আমাদের শাম অঞ্চলে বরকত দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের ইয়ামেন অঞ্চলে বরকত দান করুন। লোকজন পুনরায় বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের নজদ অঞ্চলের জন্যও দোয়া করুন। বর্ণনাকারী হযরত ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমার মনে হয়, তৃতীয় বারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ওখানে ভূমিকম্প দেখা দেবে এবং ওখানেই ফিৎনার সূচনা হবে। আর ওখান থেকেই শয়তানের শিং উদিত হবে।[২৮]

যুল খোয়াইসিরা নামক এক গোস্তাখে রাসূলের ঘটনা হাদিস শরীফে এভাবে এসেছে–

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قِسْمًا، فَقَالَ ذُو الخُوَيْصِرَةِ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ اعْدِلْ، قَالَ: «وَيْلَكَ، مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ» فَقَالَ عُمَرُ: ائْذَنْ لِي فَلْأَضْرِبْ عُنُقَهُ،

২৮.ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু মা কীলা ফীল বালাযিল, ৪:১৪৭, হাদিস নং : ৯৭৯।
খ) তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফী ফত্বলিশ্ শাম ওয়াল ইয়ামান, ১২:৪৬৮, হাদিস নং : ৩৮৮৮।
গ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবদিল্লাহ ইবনে আমর, ১১:৪২১, হাদিস: ৫৩৮৪।

قَالَ: ﴿لاَ، إِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمُرُوقِ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الفَرْثَ وَالدَّمَ، يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ المَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ البَضْعَةِ تَدَرْدَرُ﴾.

–হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তিনি কিছু গনীমতের মাল বন্টন করছিলেন। তখন বনু তামীম গোত্রের যুলখোয়াইসিরাহ নামক এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বন্টনে ইনসাফ করুন। তিনি বললেন, তোমার দূর্ভাগ্য ! আমি যদি ইনসাফ না করি, তবে ইনসাফ করবে কে? হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে অনুমতি দিন আমি এর ঘাড় উড়িয়ে দেই। তিনি বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। তার এমন কিছু সঙ্গী সাথী রয়েছে তোমাদের যে কেউ তাদের নামাযের তুলনায় নিজের নামাযকে এবং তাদের রোযার তুলনায় নিজের রোযাকে তুচ্ছ মনে করবে। এরা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নিম্নদেশে প্রবেশ করবেনা। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। তীরের অগ্রভাগে লোহা দেখা যাবে কিন্তু (শিকারের) কোন চিহ্ন পাওয়া যাবেনা। কাঠের অংশটুকু দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবেনা। মধ্যবর্তী অংশটুকু দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবেনা। তার পালক দেখলে তাতেও কোন চিহ্ন পাওয়া যাবেনা। অথচ তীরটি শিকারী জন্তুর নাড়িভুঁড়ি ভেদ করে রক্তমাংশ অতিক্রম করে বেরিয়ে গেছে। তারা লোকদের মধ্যে বিরোধকালে আত্মপ্রকাশ করবে। এদের নিদর্শন হল এমন এক মানুষ যার একটি বাহু মেয়ে লোকের স্তনের ন্যায় অথবা মাংস টুকরার ন্যায় নড়াচড়া করবে।[২৯]

[২৯]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু আলামাতুন্ নবুয়্যাতি ফীল ইসলাম, ১১:৪৪২, হাদিস নং : ৩৩৪১।

সেই বেয়াদবের ঘটনার হাদিসটি অপর বর্ণনায় এভাবে এসেছে–

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: ﴿إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا، أَوْ: فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ القُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ﴾.

–হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকটি চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, "জমিনে এ ব্যক্তি থেকে বা তার বংশধরদের মধ্যে এরূপ এক দল লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা কুরআন মজীদ পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নীচে পৌছবে না। তারা ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তীরের মতো ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। তারা মুসলমানদের হত্যা করবে। মূর্তিপূজক কাফিরদের ব্যাপারে তাদের কোন প্রকার উচ্চ বাচ্য থাকবেনা। যদি আমি তাদেরকে পেতাম, তাহলে তাদেরকে পূর্ববর্তী আদ জাতির মতো পাইকারী হারে হত্যা করতাম।[৩০]

উপরোক্ত হাদিসসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন যে, নজদ থেকে ফেতনার উদ্ভব হবে আর যুলখোয়াইসিরা নামক সেই নজদী বেয়াদবের পৃষ্ঠ থেকে একদল সন্ত্রাসীর আবির্ভাব ঘটবে, যারা মুসলমানদেরকে হত্যা করবে আর মূর্তিপূজকদেরকে ছেড়ে দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই ভবিষ্যতবাণীর বাস্তব রূপ হলো সেই যুলখোয়াইসিরার বংশে জন্মগ্রহণকারী মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদী। যার মাধ্যমে ফেতনার গোড়াপত্তন হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভবিষ্যতবাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে। তারাই মুসলমানদেরকে কাফির মুশরিক আখ্যায়িত করে

খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু যিকরিল খাওয়ারিজ ওয়া সিফাতিহিম, ৫:২৯৯, হাদিস নং : ১৭৬৫।
গ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু কাযায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন, পৃ. ২৮২, হাদিস নং : ৫৮৯৪।
ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবী সাঈদ খুদরী, ২৩:২৪০, হাদিস : ১১১৯৫।

[৩০]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু ত্বু'রাজুল মালায়িকাতু ওয়ার রূহ ইলাইহি, ২২:৪৪১, হাদিস নং : ৬৮৮০।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু যিকরিল খাওয়ারিজ ওয়া সিফাতিহিম, ৫:২৯৬, হাদিস নং : ১৭৬২।
গ) নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবুল মুয়াল্লিফাতি কুলুবিহিম, ৮:৩৬৮, হাদিস নং : ২৫৩১।
ঘ) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু ফী ক্বিতালিল খাওয়ারিজ, ১২:৩৮১, হাদিস নং : ৪১৩৬।

পাইকারী হারে হত্যা করেছে, আর মূর্তি পূজক অমুসলিমদের সাথে বিভিন্ন সন্ধি চুক্তি ইত্যাদি করে সখ্যতা গড়ে তুলেছে।

এর বাস্তব রূপ এভাবে হয়েছে যে, ইবনে ওহাব নজদী মুসলমানদেরকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। একভাগ তাওহীদে বিশ্বাসী মুসলমান, আরেক ভাগ মুশরিক মুসলমান। যারা তার মনগড়া তাওহীদ মেনে নেয় তারাই কেবল তাওহীদবাদী মুসলমান। আর অবশিষ্ট সকল মুসলমানকে মুশরিক আখ্যায়িত করে তাদের হত্যা করা ও তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করা বৈধ বলে ফাতওয়া দিত। তারা মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করত আর মুসলমানদের ধন-সম্পদ লুটপাট করত। একারণে তাদের আন্দোলনের শুরুর দিকে অধিকাংশ লুটেরা ও লোভী লোকেরা যোগ দেয়। অতঃপর ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেক লোক তার দলে যোগ দিয়ে অসংখ্য নিরাপরাধ মুসলমানকে হত্যা করেছে এবং হাজারো মুসলিম ঘর-বাড়ী ধ্বংস করেছে।

তাদের ব্যাপারে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহিমাহুল্লাহ লিখেন–

أَتْبَاعِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ نَجْدٍ وَتَغَلَّبُوا عَلَى الْحَرَمَيْنِ وَكَانُوا يَنْتَحِلُونَ مَذْهَبَ الْحَنَابِلَةِ، لَكِنَّهُمْ اعْتَقَدُوا أَنَّهُمْ هُمْ الْمُسْلِمُونَ وَأَنَّ مَنْ خَالَفَ اعْتِقَادَهُمْ مُشْرِكُونَ، وَاسْتَبَاحُوا بِذَلِكَ قَتْلَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَقَتْلَ عُلَمَائِهِمْ.

–ইবনে ওহাবের অনুসারীরা নজদ থেকে বের হয়েছে এবং পবিত্র হারামাইন শরীফাইনের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারা নিজেদেরকে হাম্বালী মাযহাবের অনুসারী বলে দাবি করলেও তারা বিশ্বাস করে যে, কেবলমাত্র তারাই শুধু মুসলমান। তাদের আকীদা বিশ্বাসের সাথে দ্বিমত পোষণকারীরা সকলেই মুশরিক। তারা একারণে আহলে সুন্নাতের অনুসারী ও আলেমদেরকে হত্যা করা বৈধ মনে করেছে।[৩১]

দেওবন্দী মাসলকের শাইখুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ টাণ্ডভী ওরফে মাদানী সাবেক সদরুল মুদাররিসীন দারুল উলুম দেওবন্দ লিখেন–

–মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর আবির্ভাব ঘটেছে ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে আরবের নজদ থেকে। আর যেহেতু সে বাতিল

[৩১]. ইবনে আবেদীন শামী : রাদ্দুল মুহতার, ৪/২৬২।

চিন্তাধারা ও ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করত, তাই সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করেছে। তাদেরকে জোর-জবরদস্তীর মাধ্যমে নিজেদের অনুসারী হতে বাধ্য করেছে। তাদের ধন-সম্পদকে গণীমতের মাল ও বৈধ মনে করতে থাকে। তাদেরকে হত্যা করা পুণ্য ও কল্যাণকর কাজ বলে মনে করতে থাকে। সাধারণভাবে পুরো হিজাযবাসীকে আর বিশেষভাবে হারামাঈন শরীফাঈনের অধিবাসীদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন নিপীড়ন চালায়। সলফে-সালেহীন ও তাঁদের অনুসারীদের শানে চরম অবমাননাকর ও ঔদ্বত্যপূর্ণ আচরণ করেছে। তাদের জুলুম নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে অসংখ্য মানুষকে মক্কা মুকাররামা ও মদীনা মুনাওয়ারা ছেড়ে চলে যেতে হয়। হাজারো মানুষ তার বাহিনীর হাতে শাহাদাত বরণ করেন।[৩২]

তিনি আরো উল্লেখ করেন–

–মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর আকীদা ছিল যে, সমগ্র পৃথিবী এবং পুরো মুসলিম বিশ্ব মুশরিক ও কাফির হয়ে গেছে। ফলে তাদের সাথে যুদ্ধ করে হত্যা করা এবং তাদের ধন-সম্পদ কেড়ে নেয়া শুধু বৈধই নয় বরং তা ওয়াজিব।[৩৩]

দেওবন্দী চিন্তাধারার প্রখ্যাত আলেম মাওলানা খলীল আহমদ আম্বিটবী লিখে–

كَفَّرَ الْوَهَّابِيَّةُ أَتْبَاعُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْأُمَّةَ

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাবের অনুসারী ওহাবীরা পুরো মুসলিম উম্মাতকে কাফির আখ্যায়িত করেছে।[৩৪]

মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার লিখেন–

–নজদ আর নজদীদের কাজ ছিল নিজেদের হাতকে মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত করা।[৩৫]

ভারতীয় উপমহাদেশে ওহাবী চেতনা

ভারতীয় উপমহাদেশের সাধারণ জনগণ ও শাসক বাদশাহগণ সকলেই সর্বদা সুন্নী হানাফী মুকাল্লিদ ছিলেন। আর এ কারণেই ইংরেজরা ভারতীয় উপমহাদেশের সুন্নী মুসলমানদের হানাফী মাযহাব মেনে ওই মাযহাবের কিতাবসমূহ তথা হেদায়া,

[৩২]. শিহাবে সাকেব, ৪২।
[৩৩]. শিহাবে সাকেব, ৪৩।
[৩৪]. আল-মুহান্নাদ, ৩৭।
[৩৫]. মাকালাতে মুহাম্মদ আলী, ১:৩৭।

ফাতাওয়া কাযীখান, ফাতাওয়া আলমগীরী এবং দুররে মুখতার ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়েছেন এবং ওইসব কিতাব অনুযায়ী আদালতের বিচারকার্য সম্পন্ন হতে থাকে। পরবর্তীতে যেহেতু ভারতে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বংশধরদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং ভারতীয় মুসলমানগণ ওই বংশের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, সেহেতু ওই খান্দানের একজন ব্যক্তি মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী ভাবলেন যে, ইবনে ওহাব নজদীর পলিসি গ্রহণ করে স্বীয় অনুসারীদের মাধ্যমে একটি বাহিনী গঠন করতে পারলে ভারতের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা যাবে।

এ ধারণার বশবর্তী হয়ে মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী ইবনে ওহাব নজদীর লেখা পুস্তক 'কিতাবুত তাওহীদ' এর উর্দু অনুলিপি রচনা করে 'তাকভিয়াতুল ঈমান' নামে প্রকাশ করেন। এ ছাড়া আরো কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন, যাতে তাওহীদের মনগড়া ব্যাখ্যা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের শানে চরম গোস্তাখী ও বেয়াদবী মূলক উক্তি করেন।[৩৬] যেমন–

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমাজের চৌধুরীর সাথে তুলনা করেছেন।[৩৭]
২. নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্মরণকে যেনা ব্যভিচার ও গরু-গাধার খেয়ালে মগ্ন থাকার চেয়ে নিকৃষ্ট বলেছেন।[৩৮]
৩. নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেয়ালকারীকে মুশরিক আখ্যায়িত করেছেন।[৩৯]
৪. যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিয়ামত দিবসে নিজেদের সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী মনে করবে তারা আবু জাহলের সমপর্যায়ের মুশরিক।[৪০]
৫. আলী বখ্‌শ, হোসাইন বখ্‌শ, পীর বখ্‌শ, গোলাম মুহিউদ্দীন, গোলাম মুঈনুদ্দীন নাম রাখাকে শিরক আখ্যায়িত করেছেন।[৪১]

---

৩৬. তাকভিয়াতুল ঈমান, পৃ. ৩৮-৩৯।
৩৭. তাকভিয়াতুল ঈমান, পৃ. ৪৪।
৩৮. সিরাতে মুসতাকীম (ফার্সী), পৃ. ৮৬।
৩৯. সিরাতে মুসতাকীম (ফার্সী), পৃ. ৮৬।
৪০. তাকভিয়াতুল ঈমান, পৃ. ৬।
৪১. তাকভিয়াতুল ঈমান, পৃ. ৩।

৬. কোন নবী বা অলির মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা, তাঁদের মাযারে তাঁবু স্থাপন করা, আলোকসজ্জা করা, চাদর ছড়ানো, ঝাড়ু দেয়া, লোকদেরকে পানি পান করানো, তাদের ওযু গোসলের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কাজকে শিরক বলেছেন।[৪২]

মোট কথা হল, মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী মুসলমানদেরকে মুশরিক আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে ইবনে ওহাব নজদীর পুরো অনুসরণ করেছেন। তবে ইবনে ওহাব হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বলে দাবি করতেন, আর মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী এ কথার উপর জোর দিতেন যে, প্রত্যেক মানুষ কুরআন হাদিস বুঝতে পারেন। তাকলীদ করার প্রয়োজন নেই। বরং তাকলীদ করা বিদ'আত ও গোমরাহী। আ'লা হযরত রাহিমাহুল্লাহ আলাইহির মতে এভাবেই ১২৩৩ হিজরী সনে ভারতে ওহাবী লা-মাযহাবী মৌলভী ইসমাইল দেহলভীর আবির্ভাব ঘটে।[৪৩]

লা-মাযহাবীদেরকে ইবনে ওহাব নজদীর আনুগত্যের কারণে ওহাবী বলা হয়। কিন্তু সেই ওহাবী নামকে অপছন্দ মনে করে লা-মাযহাবীদের প্রখ্যাত আলেম মৌলভী মুহাম্মদ হোসাইন বাটালভী ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন করে অনেক চেষ্টা তদবীর করে ওহাবী নামের পরিবর্তে 'আহলে হাদিস' নাম মঞ্জুর করে নেন।[৪৪]

কিন্তু এখন নজদী সাউদী বিয়ালের প্রভাবে লা-মাযহাবী গাইরে মুকাল্লিদদেরকে পুরোপুরি তাদের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। ফলে তারা এখন খুব গৌরবের সাথে নিজেদেরকে ওহাবীবাদ ও ইবনে ওহাব নজদীর সাথে সম্পৃক্ত করে পার্থিব ও বৈষয়িক অনেক কিছুই অর্জন করছে।

দেওবন্দী আলেমদের দৃষ্টিতে লা-মাযহাবীগণ

প্রকাশ থাকে যে, দেওবন্দীদের আকীদাও লা-মাযহাবী গাইরে মুকাল্লিদদের আকীদার অনুরূপ। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেওবন্দীদের দৃষ্টিতে লা-মাযহাবী গাইরে মুকাল্লিদদের অবস্থান সম্পর্কে জানার জন্য নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপন করলাম।

দেওবন্দীদের প্রসিদ্ধ মুফতি মুহাম্মদ শফী লিখেন–

–মাওলানা আশরাফ আলী থানভী মুহাম্মদ হোসাইন বাটালভী সম্পর্কে বলেন, উল্লেখিত ব্যক্তি গাইরে মুকাল্লিদ ছিলেন। তবে ন্যায়নিষ্ঠ স্বভাবের

---

৪২. তাকভিয়াতুল ঈমান, পৃ. ৭-৮।
৪৩. ইযহারুল হক্কিল জলী. পৃ. ৯।
৪৪. মুকাদ্দামায়ে হায়াতে সৈয়দ আহমদ শহীদ পৃ: ২৬, সীরাতে সানায়ী- পৃ:৩৭২।

লোক ছিলেন। হযরত থানভী সাহেব বলেছেন, আমি নিজে তার রচিত 'ইশাআতুস সুন্নাহ' পুস্তকে এ উদ্ধৃতি দেখেছি যে, যার সারাংশ হল, আমার পঁচিশ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা যে, লা-মাযহাবী তথা গাইরে মুকাল্লিদ মতবাদ হল মানুষ বেদ্বীন হওয়ার প্রবেশদ্বার। হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী এ কথাটি 'সাবীলুস সাদাদ' নামক পুস্তকে বর্ণনা করেছেন।[৪৫]

তিনি আরো লিখেন–

–হযরত থানভী বলেছে যে, গাইরে মুকাল্লিদ হওয়াটা মানুষের নির্বুদ্ধিতা ও বিবেকশূণ্যতার প্রমাণ, ধর্মহীনতার পরিচায়ক নয়। তবে হ্যাঁ আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের দুর্নাম ও সমালোচনা করাটা ধর্মহীনতার পরিচায়ক।[৪৬]

আর মাওলানা আশরাফ আলী থানভী বলেছেন–

–এমন অধিকাংশ লা-মাযহাবী রয়েছে, যারা নামেই কেবল আহলে হাদিস। শুধু কিয়াসের উপর ভিত্তি করেই চলে। তারা নিজেদের তাকলীদ করে। হাদিসের তো বাতাসই তাদের গায়ে লাগেনি। এমন আরেকটি বিষয় আছে যা তাদের ধারে কাছেও নেই। সেটি হল, আদব তথা শিষ্টাচার ও ভদ্রতা। তারা খুব বেয়াদব ও অভদ্র হয়ে থাকে, যে যাকে ইচ্ছা যেমন তেমন বলে ফেলে, এ ব্যাপারে তারা খুব সাহসী। অধিকন্তু বুযুর্গদের শানে অশালীন আচরণ ও কটুক্তিকারীর মন্দমৃত্যু ও অশুভ পরিসমাপ্তির মারাত্মক সম্ভাবনা রয়েছে।[৪৭]

আশরফ আলী থানভী আরো বলেন–

–হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রায়শ বলতেন, অধিকাংশ লা-মাযহাবীদের নীতি হল সুবিধাবাদ অবলম্বন। যার অনিবার্য পরিণতিই হল পথভ্রষ্টতা ও ধর্মহীনতা।[৪৮]

থানভী সাহেব আরো বলেছেন–

–গাইরে মুকাল্লিদ তথা লা-মাযহাবী হওয়া অত্যন্ত সহজ। পক্ষান্তরে মুকাল্লিদ তথা ইমাম চতুষ্ঠয়ের কোন একজনের তাকলীদে জীবন

৪৫. মাজালিসে হাকীমুল উম্মাত, পৃ. ২৪২।
৪৬. মাজালিসে হাকীমুল উম্মাত, পৃ. ২৪২।
৪৭. ইফাযাতে ইয়াওমিয়া, ৪:২৪।
৪৮. ইফাযাতে ইয়াওমিয়া, খ: ৪, পৃ: ২৬৯।

পরিচালনা করা খুবই কঠিন কাজ। কেননা লা-মাযহাবী মতবাদের অর্থই হল, মন যা চায় তা করা, যা ইচ্ছা বিদ'আত বলা, আর যা ইচ্ছা সুন্নাত বলা। এর কোন মাপকাঠি নেই। অন্যদিকে মুকাল্লিদগণ তা করতে পারেন না। তাদেরকে পদে পদে নিজ ইমামগণের মূলনীতির ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয়। কতেক গাইরে মুকাল্লিদের দৃষ্টান্ত তো সেই ষাঁড়ের মত, যে অমুকের ক্ষেতে মুখ ঢুকিয়ে দেয়, আবার তমুকের ক্ষেতে মুখ ঢুকায়। না আছে কোন খুঁটি, আর না আছে লাগাম।[৪৯]

থানভী সাহেব আরো বলেছেন–

–লা-মাযহাবীদের অধিকাংশই নির্ভেজাল দুনিয়াবাজ। বুযুর্গ আওলিয়ায়ে কেরামগণের ব্যাপারে তাদের গোস্তাখী এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এর কোন সীমা-রেখা নেই। এ ক্ষেত্রে তারা এত অগ্রসর হয়েছে যে, সালফে-সালেহীন ও ফুক্বাহায়ে কেরামকে গালমন্দ পর্যন্ত করা শুরু করেছে। আদব শিষ্টাচার ও সভ্যতা ভদ্রতার লেশ মাত্রও তাদের স্পর্শ করেনি। তবে তাদের কিছু কিছু লোক এ ক্ষেত্রে অনেকটা সতর্কতা অবলম্বন করে। তবে তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য।[৫০]

তিনি আরো উল্লেখ করেছেন–

–কতেক গাইরে মুকাল্লিদ অত্যন্ত কঠোর মনোভাবের হয়ে থাকে। তাদের স্বভাবের মধ্যেই হিংসা-বিদ্বেষ দানা বেঁধেছে। তাদের কারো কারো নিয়্যাতেও আমার সন্দেহ হয় যে, তারা কোন আমল করলে তা আসলে সুন্নাত মনে করে কিনা বুঝা কঠিন।[৫১]

অতঃপর থানভী আরো বলেন–

–আজকাল অধিকাংশ গাইরে মুকাল্লিদদের যে কারো ব্যাপারে খারাপ ধারণা করার বিশেষ এক রোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। কারো ব্যাপারেই তারা সুধারণা পোষণ করতে পারেনা। তারা চরম দুঃসাহসী, যার ব্যাপারেই হোক না কেন, তাদের মনে যা চায়, যেভাবে চাই লাগামহীনভাবে বলে ফেলে। তারা একটি সুন্নাতের সমর্থন করতে গিয়ে অপর সুন্নাতকে বাতিল করে দেয়।[৫২]

৪৯. ইফাযাতে ইয়াওমিয়া, খ: ৪, পৃ: ২৯৪।
৫০. ইফাযাতে ইয়াওমিয়া, খ: ১, পৃ: ২২২।
৫১. ইফাযাতে ইয়াওমিয়া, খ: ১, পৃ: ৩০৯।
৫২. ইফাযাতে ইয়াওমিয়া, খ: ১, পৃ: ৩০৯।

পাকিস্তানের লাহোর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'খুদ্দামুদ্দীন' নামক পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক মুহাম্মদ সাঈদুর রহমান আলভী লিখেন–

–তাদের দাবি হল তারা 'আহলে হাদিস'। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হল যে, প্রকৃতবাদী, ইনকারে হাদিস ও কাদিয়ানীসহ প্রায় সব ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা গাইরে মুকাল্লিদদের পেট থেকে সৃষ্টি হয়েছে।[৫৩]

পাকিস্তানের ফকীরওয়ালী কাসেমুল উলুম মাদরাসার মৌলভী বশীর আহমদ কাদেরী দেওবন্দী লিখেন–

–ভারতীয় উপমহাদেশে গাইরে মুকাল্লিদ ফেরকাটির আবির্ভাব ও অস্তিত্ব ইংরেজদের কৃপাদৃষ্টি ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ঋণী। ভারতীয় উপমহাদেশে যখন ইংরেজরা তাদের অশুভ পা রাখে, তখন তারা মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য, দলাদলি, মতবিরোধ, মতপার্থক্য ও দ্বিধা বিভক্ত করার জন্য তাদের (divide and rule) 'ভাগ কর আর শাসন কর' শয়তানী নীতির আওতায় জনসাধারণকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করে। যেহেতু ইংরেজরা রাজনীতির ইবলিস ছিল। তারা খুব ভাল করেই জানত যে, ধর্মীয় স্বাধীনতার খোলসই হচ্ছে যাবতীয় অনৈক্য ও দলাদলির উৎপত্তিস্থল ও মূল উৎস। সেই ধর্মীয় স্বাধীনতার ফলাফল স্বরূপ 'গাইরে মুকাল্লিদীন' ফেরকার উদ্ভব।[৫৪]

তিনি আলোচনার শেষে উপসংহারে লিখেন–

–যে ফেরকার প্রতিষ্ঠাতার চরিত্র এত বিভৎস ও নোংরা যে, সে সারা জীবন ইংরেজদের তোষামোদ ও ইসলাম বিরোধিতায় কাটিয়েছে। তার জীবনের একমাত্র মিশন ও লক্ষ্যই ছিল ইংরেজদের পদলেহন করা ও ইংরেজদের স্বার্থ রক্ষায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়া। এমন ব্যক্তি কি দেশ প্রেমিক এবং রাষ্ট্র ও জাতির হিতাকাঙ্খী হতে পারে? এমন লোকের প্রতিষ্ঠিত দল কি সঠিক ইসলামের ঝাণ্ডাবাহী হতে পারে? কখনো না। যে দলের পূর্বসূরীদের এই অবস্থা, সেই দলের উত্তরসূরীদের অবস্থা কেমন হবে পাঠক মহল সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন। কবি চমৎকার করে বলেছেন–

قیاس کن زگلستان من بہار مرا

–আমার বসন্ত দেখেই আমার বাগানের অনুমান করুন।[৫৫]

---

৫৩. তাকদীমে আহলে হাদীস অওর ইংরেজ, পৃ: ৩।
৫৪. তাকদীমে আহলে হাদীস অওর ইংরেজ, পৃ: ৩।
৫৫. আহলে হাদিস এবং ইংরেজ, পৃ. ১০৪, ১০৫।

দেওবন্দীদের প্রসিদ্ধ মাওলানা কাযী মুহাম্মদ আব্দুল কাভী মুলতানী মুনকিরীনে হাদিসের উৎপত্তি সম্পর্কে লিখেন– এই ফেতনার প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে নিম্নলিখিত স্বল্প বিদ্যার পশ্চিমা অনুগত ব্যক্তিদের নাম দেখা যায়–

১. আব্দুল্লাহ চকড়ালভী : এ লোকটি লাহোরের কোন এক মসজিদের ইমাম ছিল এবং গাইরে মুকাল্লিদ মতবাদের অনুগত ছিল। ফিকহের ইমাম চতুষ্ঠয় ও মুহাদ্দিসীনে এযামের শানে চরম বেয়াদবীমূলক উক্তি ও গালাগাল করত। পরবর্তীতে নিজের নির্বুদ্ধিতা ও গাইরে মুকাল্লিদিয়তের ফলশ্রুতিতে হাদিস গ্রন্থসমূহকে অস্বীকার করতে গিয়ে পরিশেষে পুরো হাদিসকেই দলীল হিসেবে অস্বীকার করে বসে।

২. স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং গাইরে মুকাল্লিদ আলেম মৌলভী চেরাগ আলীও এই ফেতনায় আব্দুল্লাহ চকড়ালভীর অভিন্ন চিন্তার অনুসারী হয়ে যায়। আর এ সকল দূর্ভাগা ব্যক্তিরা পবিত্র ইসলাম ধর্মে বিকৃতির ধারা আরম্ভ করে। আর নিজেদেরকে আহলে তাহাজ্জুদ বা দ্বীনের সংস্কারক ও আহলে কুরআন নামে অভিহিত করতে তাকে। বর্তমান সময়ে মৌলভী আসলাম জয়রাজপূরী পুরো ভারতে, আর আরেক গাইরে মুকাল্লিদ গোলাম আহমদ পারভেজ পাকিস্তানে তাদের আত্মিক সন্তান হিসেবে সেই অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে।

বাহরুল উলুম আল্লামা মুহাম্মদ যাহেদ কাওসারী তুর্কী লিখেন–

اَلْعَجِيْبُ أَنَّ الْأَكْثَرَ مِنْ مُنْكِرِيْ الْحَدِيْثِ كَانُوْا غَيْرَ مُقَلِّدِيْنَ وَبَعْضٌ مِنْ غَيْرِ مُقَلِّدِيْنَ صَارُوْا رَافِضِيْنَ وَبَعْضٌ مِنْهَا صَارُوْا قَادِيَانِيِّيْنَ كَنُوْرِ الدِّيْنَ النَّائِبِ الْأَوَّلِ لِمِرْزَا الْقَادِيَانِيِّ اللَّعُوْنِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ عَدَمَ التَّقْلِيْدِ هُوَا لِلَّامَذْهَبِيَّةُ وَاللَّامَذْهَبِيَّةُ قَنْطَرَةُ الْإِلْحَادِ.

–বিস্ময়ের ব্যাপারে যে, অধিকাংশ (চকড়ালভী অর্থাৎ) হাদিস অস্বীকারকারীরা প্রথমে গাইরে মুকাল্লিদ ছিল। আর কিছু গাইরে মুকাল্লিদ রাফেযী হয়ে গেছে। আর কিছু গাইরে মুকাল্লিদ কাদিয়ানী হয়ে গেছে। যেমন নূরুদ্দীন নামক ব্যক্তিটি অভিশপ্ত গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর প্রথম সহকারী। এছাড়া তার অনুসারী অন্যান্যরাও। এর কারণ হচ্ছে, তাকলীদ না করাটাই হচ্ছে লা-মাযহাবী, আর লা-মাযহাবী মতবাদ হচ্ছে কুফরী ও নাস্তিকের সেতু।[৫৬]

---

৫৬. আল-লা মাযহাবিয়্যাহ কনতারাতুল লাদিনিয়্যাহ, পৃ. ১৩। (মাওলানা শিহাবুদ্দীন নূরী অনূদিত)

গাইরে মুকাল্লিদদের এ অবস্থানের সমর্থনে যুগের ইমাম আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী বলেন–

–আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেবের এগার জন সঙ্গী-সাথী গাইরে মুকাল্লিদ আলেম গাইরে মুকাল্লিদিয়তের আবেগে নওয়াব সাহেবকে ছেড়ে পাঞ্জাবের মুসায়লামা মির্জা কাদিয়ানীর মুরীদ হয়ে যায়। এর ফলে নওয়াব সাহেব গাইরে মুকাল্লিদ মতবাদের ক্ষতিকর প্রভাব বর্ণনায় কলম ধরেন এবং অনেক নিবন্ধও লিখেন।[৫৭]

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রসিদ্ধ মুফতি মাওলানা মাহদি হাসান শাহজাহানপুরী লিখেন–

–কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে যে, মানুষ গাইরে মুকাল্লিদ হলে পরে অসভ্য, অশ্লীলভাষী ও উদ্ধত হয়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি-নীতি ও চারিত্রিক গুণাবলী থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়ে। (আল্লাহ যাদেরকে রক্ষা করেন তারা ছাড়া) মুসলমানদেরকে গাল-মন্দ করতে তাদের বিবেকে বাধেনা। সাহাবীগণকে ফাসিক বলতেও তারা দ্বিধা করেনা। নির্লজ্জভাবে তারা হাদিসের বিরোধিতা করে, যেমনিভাবে কুরআন করীমের বিরোধিতা করতে তাদের লজ্জাবোধ হয়না।[৫৮]

লা-মাযহাবীদের কয়েকটি মূলনীতি

লা-মাযহাবীরা কিছু এমন গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি প্রণয়ন করেছে যেগুলো তারা অত্যন্ত কঠোরভাবে অনুসরণের মাধ্যমে তাদের নতুন উদ্ভাবিত মাযহাবকে প্রকাশ ও প্রসারিত করতে হরদম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রথম মূলনীতি

তাদের প্রথম মূলনীতি হল, পূর্ববর্তী কোন বুযুর্গের কথা শোনা যাবেনা। চাই সেই বুযুর্গ ব্যক্তিকে সারা বিশ্ব মান্য করুক না কেন। উদাহরণ স্বরূপ, যেমন– হযরত গাউছে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। যাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, পূর্ণতা, কারামাত, ফাযায়েল ও মানাকিব সম্পর্কে হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী চারো মাযহাবের মুহাদ্দিসীনে কেরাম ও ওলামায়ে এযাম অসংখ্য গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন। যাঁর বুযুর্গী, সম্মান ও মর্যাদার ঢংকা সারা বিশ্বব্যাপী বাজছে। তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন–

৫৭. কাশফুল মু'যালাত ফী হক্কে সুওয়ালাতে তিরমিযী, পৃ. ৩৩; মুদ্রণ : দারুল কিতাব, দেওবন্দ।
৫৮. ফাতউল ওয়াতীন, ১:২১।

وَهِيَ حَالَةُ الْفَنَاءِ الَّتِيْ هِيَ غَايَةُ أَحْوَالِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَبْدَالِ ثُمَّ قَدْ يُرَدُّ إِلَى التَّكْوِيْنِ فَيَكُوْنُ جَمِيْعُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِإِذْنِ اللهِ وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا فِيْ بَعْضِ كُتُبِ يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا اللهُ الَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا أَقُوْلُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُوْنُ، أَطِعْنِيْ أَجْعَلْكَ تَقُوْلُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُوْنُ.

–আর এ হল 'ফানা' এর অবস্থা, যা আউলিয়া আবদালগণের হালতের চূড়ান্ত পর্যায়। অতঃপর তাঁদেরকে তাকভীন তথা 'কুন' বলার মর্যাদা দান করা হয়। অতঃপর তাঁদের যা কিছুর প্রয়োজন হয়, তা আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে হয়ে যায়। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিছু কিতাবে ইরশাদ করেছেন, হে বনী আদম! আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। আমি কোন বিষয়ে 'হও' বললে তা হয়ে যায়। তুমি আমার আনুগত্য কর। তাহলে তোমাকেও সেই মর্যাদা দান করব, তুমিও কোন বিষয়ে 'হও' বললে তা হয়ে যাবে।[৫৯]

তাই যে মুসলমান হযরত গাউছে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর একথা মানবে, সে কখনো গাইরে মুকাল্লিদ বা লা-মাযহাবী হতে পারবেনা। তাদের মতে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও কোন ক্ষমতা রাখেন না, অন্যদের সেই তাকভীন তথা 'কুন' বললে হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা পাওয়ার তো প্রশ্নই আসেনা। তাই লা-মাযহাবীদের একটি অন্যতম প্রধান মূলনীতি হল, পূর্ববর্তী বুযুর্গ আউলিয়ায়ে কেরামগণের কারো কোন কথা শোনা যাবেনা।

দ্বিতীয় মূলনীতি

লা-মাযহাবীদের দ্বিতীয় মূলনীতি হল, কুরআন করীমের তাফসীরকারক মহান মুফাসসিরগণ এবং কুরআন হাদিস থেকে মাসআলা উদ্ভাবনকারী ফুকাহায়ে ইযামগণের কারো কথা মানা যাবেনা। কেননা কুরআন হাদিস সকলে বুঝতে পারে। এর জন্য বড় আলেম হওয়ার প্রয়োজন নেই। উদাহরণস্বরূপ জগৎ বিখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন হযরত আল্লামা ফাখরুদ্দীন রাযী রাহিমাহুল্লাহ পবিত্র কুরআন করীমের সূরা তাওবার আয়াত أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ الخ আয়াতের তাফসীরে লিখেন–

৫৯. ফুতূহুল গাইব মাআ বাহজাতুল আসরার, পৃ:১০৯।

اَلْعَبْدُ إِذَا وَاظَبَ عَلَى الطَّاعَاتِ بَلَغَ إِلَى الْمَقَامِ الَّذِيْ يَقُوْلُ اللهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعاً وَبَصَراً فَإِذَا صَارَ نُوْرُ جَلَالِ اللهِ سَمَعاً لَهُ سَمِعَ الْقَرِيْبَ وَالْبَعِيْدَ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّوْرُ بَصَراً لَهُ رَأَى الْقَرِيْبَ وَالْبَعِيْدَ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّوْرُ يَداً لَهُ قَدَرَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الصَّعْبِ وَالسَّهْلِ وَالْبَعِيْدِ وَالْقَرِيْبِ.

–বান্দা যখন নেক কাজে অধ্যবসায়ী ও নিবিষ্ট থাকেন, তখন তিনি ঐ পদমর্যাদায় পৌঁছতে পারেন যে সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ "আমি তার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি হয়ে যাই"।[৬০] অতঃপর আল্লাহর মহানত্ব বা জালালিয়তের নূর যখন তার কান হয়ে যায়, তখন তিনি দূরের ও কাছের সব আওয়াজই শুনতে পান। আর যখন সেই নূর তাঁর চক্ষু হয়ে যায়, তখন তিনি নিকট ও দূরের সবকিছু দেখতে পান। আর যখন সেই নূর তার হাত হয়ে যায়, তখন তিনি সহজ ও কঠিন এবং নিকট ও কাছের সবকিছুতে ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।[৬১]

সৈয়্যদুনা ইমামে আযম আবু হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন–

أَنْتَ الَّذِيْ نَا تَوَسَّلَ بِكَ آدَمُ + مِنْ زَلَّةٍ فَازَ وَهُوَ أَبَاكَا.

–আপনি সেই মহান সত্তা, যখন হযরত আদম আলাইহিস সালাম আপনাকে ওসীলা করে দোয়া করেছিলেন, তখন সেই দোয়া কবুল হয়েছিল। অথচ তিনি আপনার পিতা।[৬২]

আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামী আল-মাক্কী আশ-শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

آلُ النَّبِيِّ ذَرِيْعَتِيْ وَهُمْ إِلَيْهِ وَسِيْلَتِيْ أَرْجُوْ بِهِمْ أُعْطَى غَدًا بِيَدِ الْيَمِيْنِ صَحِيْفَتِيْ.

[৬০]. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবুত্ তাওয়াদ্বুয়ি, ২০:১৫৮, হাদিস নং : ৫০২১।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু যিকরিল্লাহি ওয়াত্ তাকার্‌রুবু ইলাইহি, পৃ. ১০, হাদিস : ২২৬৬।
গ) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ৩:৩৪৬।
[৬১]. তাফসীরে কবীর, ৫/৪৮০।
[৬২]. ইমাম আবু হানিফা : কসীদায়ে নু'মান।

–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার আমার মুক্তির মাধ্যম এবং তাঁরা আল্লাহ তা'আলার কাছে আমার ওসীলা। আমি আশা করছি আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সম্মানে কিয়ামত দিবসে আমার আমলনামা আমার ডান হাতে দিবেন।[৬৩]

ইমাম রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর তাফসীর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, নেক কাজে অধ্যবসায় ও নিরবিচ্ছিনতা দ্বারা যখন আল্লাহ তা'আলার জালালিয়তের নূর বান্দার কান, চোখ ও হাত হয়ে যায়, তখন সে বান্দা কোন যন্ত্র ছাড়াই দূরবর্তী আওয়ায শুনেন, দূরবর্তী বস্তু দেখেন এবং সৃষ্টি জগতে হস্তক্ষেপ করার শক্তি ও ক্ষমতা রাখেন।

সৈয়দুনা হযরত ইমাম আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উভয়ের উল্লেখিত কবিতা দ্বারা ওসীলা জায়েয হওয়া প্রমাণিত। অথচ ওসীলা ঐ সকল গাইরে মুকাল্লিদ লা-মাযহাবিদের মতে শিরক। আর এ কারণেই দ্বিতীয় মূলনীতি গ্রহণ করেছে যে, পূর্ববর্তী কোন মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফুক্বাহায়ে কেরামের কোন কথা শুনা যাবেনা।

নাওয়াব ওয়াহীদুজ্জামান সাহেব তিনি নিজেও গাইরে মুকাল্লিদ, আবার তিনি তার লা-মাযহাবী গাইরে মুকাল্লিদ বেপরোয়া ভাবাপন্ন ভাইদের সতর্ক করে বলেছেন–

–গাইরে মুকাল্লিদ দল যারা নিজেদেরকে আহলে হাদিস বলে প্রচার করে থাকে, তারা এত বেপরোয়া ভাব অবলম্বন করেছে যে, যেসকল মাসআলায় উম্মাতের ইজমা (ঐক্যমত) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোও তারা কেয়ার করছে না। শুধু তাই নয়, তারা সালফে সালেহীন তথা সাহাবী ও তাবেয়ীনদেরকেও সমীহ করছে না। শুধু অভিধান দেখেই তারা মনমতো তাফসীর ও ব্যাখ্যা করে যাচ্ছে। হাদিস শরীফে যে ব্যাখ্যা এসেছে, তাও তারা শুনছে না।[৬৪]

সালফে সালেহীন তথা সাহাবা-তাবেয়ীনদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা এবং যে ব্যাখ্যাগুলো হাদিস শরীফে এসেছে, তা না শোনার ফলে তাদেরই বিখ্যাত তাফসীরকারক মৌলভী সানাউল্লাহ অমৃতসরী মনগড়া যে তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেছেন, গাইরে মুকাল্লিদরাও সেটার ঘোর বিরোধিকা করে থাকে। যেমন গাইরে মুকাল্লিদদের সর্বজন গ্রহণযোগ্য আলেম মৌলভী আব্দুল্লাহ গযনভীর শিষ্য মৌ আব্দুল হক গযনভী সেই তাফসীর গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন–

[৬৩]. ইবনে হাজর মক্কী : সাওয়ায়িকে মুহরেকাহ, পৃ. ১৮০।
[৬৪]. হায়াতে ওয়াহীদুজ্জামান-পৃ:১০২, শীষে কা ঘর, পৃ. ১২২।

–শব্দ ভুল, অর্থ ভুল, দলীল ভুল এবং যুক্তি ভুল। শুধু তাই নয়, এটা আল্লাহর কিতাব বিকৃতির ক্ষেত্রে ইহুদীদেরকেও হার মানিয়ে দিয়েছে।[৬৫]

তৃতীয় মূলনীতি

লা-মাযহাবীদের তৃতীয় মূলনীতি হল, প্রত্যেক মাসআলায় সহজটা (Easy) গ্রহণ করা। তাদের মতের বিপরীতে কোন হাদিস পেশ করলে অনায়াসে হাদিসটি যয়ীফ বা দূর্বল বলে প্রত্যাখ্যান করা। এর কারণ হলো মানুষের বৈশিষ্ট্য বা স্বভাব হল সহজটা গ্রহণ করা। তাদের উদ্দেশ্য হল সহজ ও সুবিধাবাদ অবলম্বনের মাধ্যমে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীদেরকে তাদের নতুন মাযহাবের প্রতি আকৃষ্ট করা।

লামাযহাবীদের তারাবীহর নামায

গাইরে মুকাল্লিদ লা-মাযহাবীরা বিশ রাকা'আতের তারাবীহর নামাযকে তাদের সুবিধাবাদী নীতির আলোকে আট রাকআতে নিয়ে এসেছে। যেহেতু মুসলমানরা সারাদিন রোযা রাখা ও দৈনন্দিন কাজকর্ম করে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েন। মনে চায় তাড়াতাড়ি একটু বিশ্রাম নিতে। লা-মাযহাবীরা এটাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে বিশ রাকা'আতের তারাবীহকে কমিয়ে এনে আট রাক'আত করে বার রাক'আত ছেড়ে দিয়ে সহজ সরল মুসলমানদেরকে তাদের লা-মাযহাবী দলে ভিড়ানোর চেষ্টা করে। অথচ সহীহ হাদিস শরীফে এসেছে–

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: ﴿كُنَّا نَقُومُ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ﴾.

–হযরত সায়িব ইবনে ইয়াযীদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সাহাবীগণ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সময়কালে বিশ রাক'আত তারাবীহ ও বিতির নামায পড়তাম।[৬৬]

উপরোক্ত হাদিস সম্পর্কে মিরকাত শরহে মিশকাতে বলা হয়েছে–

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

–ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ 'খুলাসা' কিতাবে বলেন, এ হাদিসের বর্ণনার ধারাবাহিকতা (সনদ) সহীহ।[৬৭]

---

৬৫. আল-আরবাঈন-পৃ:৩ (শীশে কে ঘর-পৃ:১২২ সূত্রে) ।
৬৬. বায়হাকী : সুনানুস সগীর, বাবু ক্বিয়ামি শাহরি রমযান, ১:২৯৭।
৬৭. মোল্লা আলী কারী : মিরকাতুল মাফাতীহ, ২/১৭৫।

অপর হাদিসে এসেছে–

عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً﴾.

–হযরত ইয়াযীদ ইবনে রূমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সময়কালে রমযান মাসের রাত্রে তেইশ রাকাআত (বিশ রাকাআত তারাবীহ আর তিন রাকাআত বিতর) নামায পড়তেন।[৬৮]

হযরত ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন–

وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ.وقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً.

–অধিকাংশ আহলে ইলমের মতে হযরত উমর ফারুক, হযরত মওলা আলী ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তা'আলা আলাইহিম আজমাঈন থেকে বর্ণিত যে, তারাবীহর নামায বিশ রাকা'আত। ইমাম সুফিয়ান সাওরী রাহিমাহুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহও একই মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেছেন, আমি আমাদের মক্কাবাসীদেরকে বিশ রাকা'আত তারাবীহ পড়তেই পেয়েছি।[৬৯]

উমদাতুল কারী শরহে বুখারীতে বলা হয়েছে–

وَقَالَ ابْن عبد الْبر: وَهُوَ قَول جُمْهُور الْعلمَاء، وَبِه قَالَ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيّ وَأَكْثر الْفُقَهَاء، وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.

---

৬৮. ক) ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, বাবু মা জা'আ ফী ক্বিয়ামি রমযান, ১:৩৪২, হাদিস নং : ২৩৩।
খ) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ২:৪৯৬।
গ) বায়হাকী : মা'রিফাতিস্ সুনান ওয়াল আসার, বাবু ক্বিয়ামি রমযান, ৪:২০৭, হাদিস নং : ১৪৪৩।
৬৯. তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা জা'আ ফী শাহরি ক্বিয়ামি রমযান, ৩:২৯৯, হাদিস নং : ৭৩৪।

–আল্লামা ইবনে আব্দুল বর রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, বিশ রাকা'আত তারাবীহ জমহুর ওলামার অভিমত। কূফার আলেমগণ, ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ ও অধিকাংশ ফুক্বাহায়ে কেরাম অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। আর সেটাই বিশুদ্ধ। হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, বিশ রাকাআত তারাবীহর ব্যাপারে সাহাবীগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই।[৭০]

মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী রাহিমাহুল্লাহ লিখেন–

ثَبَتَ اِهْتِمَامُ الصَّحَابَةِ عَلَى عِشْرِيْنَ فِيْ عَهْدِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ فَمَنْ بَعْدَهُمْ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَابْنُ سَعْدٍ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ.

–হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুএর খেলাফতকালে এবং তাঁদের পরেও সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন বিশ রাকআত তারাবীহর প্রতি গুরুত্ব প্রদান প্রমাণিত। এ বিষয়ের হাদিসটি ইমাম মালেক, ইবনে সা'দ ও বায়হাকী প্রমূখ মুহাদ্দিসগণ উদ্ধৃত করেছেন।[৭১]

এতদসত্ত্বেও লা-মাযহাবী গাইরে মুকাল্লিদদের মতে, বিশ রাকাআতের তারাবীহ অশুদ্ধ, এ সংক্রান্ত হাদিসসমূহ ভুল, এ বিষয়ের হাদিস বর্ণনাকারী ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ, ইবনে সা'দ রাহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখও অশুদ্ধ, সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন এর বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়াও অশুদ্ধ, মহান মহান ইমামগণ যথা হযরত সুফিয়ান সাওরী রাহিমাহুল্লাহ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহ ও হযরত ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ এর তারাবীহ বিশ রাকাআত বলা অশুদ্ধ, জমহুর ওলামার অভিমত অশুদ্ধ, মক্কাবাসীদের বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়াও অশুদ্ধ।

এমনকি শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ যাঁর মতামতকে গ্রহণ করে বলে তারা চিৎকার করে বেড়ায়, তিনিও হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ কিতাবের দ্বিতীয় খন্ডের ১৮ পৃষ্ঠায় عَدَدُهُ عِشْرُوْنَ رَكْعَةً অর্থাৎ তারাবীহর নামায বিশ রাকাআত বলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন সেটিও অশুদ্ধ। অশুদ্ধ তো হবেই,

[৭০]. কামরুদ্দীন আহমদ : উমদাতুল কারী শরহে সহীহুল বুখারী, ১১:১২৭।
[৭১]. উমদাতুর রিয়াইয়াহ, ১:১৭৫।

কারণ তাঁর কথা গ্রহণ করে বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়তে তো তাদের খুব কষ্ট হবে। এর চেয়েও বড় কথা হল, বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়া হলে মুকাল্লিদদেরকে গাইরে মুকাল্লিদ লা-মাযহাবী ওহাবী বানানোর মোক্ষম সুযোগই হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

গাইরে মুকাল্লিদদের সেই সুবিধাবাদী নীতির অনুসরণেই তারা বলে যে, ব্যবসার মাল আর স্বর্ণ রূপার অলংকারে যাকাত ওয়াজিব নয়।[৭২]

গাইরে মুকাল্লিদ ও কুরবানী

লা-মাযহাবী গাইরে মুকাল্লিদের মতে, চারদিন পর্যন্ত কুরবানী করা জায়েয। এটাও তাদের সেই তৃতীয় মূলনীতি তথা সুবিধাবাদ নীতির অনুসরণ। যাতে তারা আরো একদিন অতিরিক্ত ভুরিভোজন করতে পারে। অথচ হযরত উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে–

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا.

–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কুরবানীর সময় তিন দিন। এ তিন দিনের মধ্যে প্রথম দিনই উত্তম।[৭৩]

অপর হাদিসে এসেছে–

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: ﴿الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى﴾.

–হযরত নাফে' রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, ঈদুল আযহার পর কুরবানী দুই দিন।

মুসলমানগণ উল্লেখিত হাদিসসমূহকে গ্রহণ করে এর উপর আমল করে আসছেন। হাদিস অনুযায়ী তিনদিন পর্যন্ত কুরবানী করার রীতি তখন থেকে চলে আসছে। এমন কি পবিত্র মক্কা মুকাররামাতেও তিন দিনই কুরবানী হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে লা-মাযহাবী গাইরে মুকাল্লিদদের নিকট উল্লিখিত হাদিস অশুদ্ধ, সারা পৃথিবীর মুসলমানগণ কর্তৃক তিনদিন কুরবানী জায়েয মনে করা অশুদ্ধ, এমনকি মক্কাবাসীদের তিন দিনই কুরবানী করাও অশুদ্ধ।

[৭২]. দেখুন গাইরে মুকাল্লিদের নেতা নবাব সিদ্দীক যথা ভূপলী কৃত বোদুরুল আহিল্লাহ, পৃ. ১০১, ১০২।
[৭৩]. হেদায়, ৪:৪৩১।

আমরা বলি যে, কুরবানীর দিন যদি চার দিন হত, তাহলে আইয়ামে তাশরীকও চার দিন হত। অথচ আইয়ামে তাশরীক তিন দিনই নির্ধারিত। কেননা তাশরীক শব্দের অর্থ হল গোশত কাটা এবং রোদে শুকানো। যেহেতু আরবগণ ১০ তারিখের গোশত ১১ তারিখ, ১১ তারিখের গোশত ১২ তারিখ আর ১২ তারিখের গোশত ১৩ তারিখ রোদে শুকাতো। তাই ১১ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ তিনদিনকে আইয়ামে তাশরীক বলা হয়।

মিসবাহুল লুগাতে বলা হয়েছে, شَرْقُ اللَّحْمِ অর্থাৎ গোশত কাটা ও রোদে শুকানো।

আল-মুনজিদে বলা হয়েছে–

أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ هِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِأَنَّ لُحُوْمَ الْأَضَاحِيْ تُشَرَّقُ فِيْهَا.

–আইয়ামে তাশরীক ঈদুল আযহার পরের তিন দিনকে বলা হয়। কেননা সে দিনগুলোতে কুরবানীর গোশত রোদে শুকানো হয়।

অভিধানের গ্রন্থাবলী থেকেও স্পষ্ট হল যে, আইয়ামে তাশরীক তিন দিনই। আর আইয়ামে তাশরীক তিন দিন হলে কুরবানীর দিনও তিন দিনই। যদি কুরবানীর দিন চার দিন হত, তাহলে আইয়্যামে তাশরীকও চার দিন হত। এজন্য যে, যখন ১০ জিলহজ্ব প্রথম দিনের মাংস ১১ তারিখ শুকাতো, তাহলে কয়েকদিন লাগাতার মাংস খাওয়ার পর ১৩ জিলহজ্বের মাংস ১৪ তারিখ অবশ্যই শুকাতো। এভাবে তিন দিনের স্থলে আইয়্যামে তাশরীক চারদিন হয়ে যায়। কিন্তু তা তিন দিনই। অতএব, প্রতীয়মান হল যে, কুরবানীর দিন তিন দিনই। লা-মাযহাবীরা কেবল সুবিধা ভোগ তথা চার দিন ভুরিভোজের উদ্দেশ্যে চার দিন কুরবানী করাকে জায়েয বলেছে। আর ওই সুবিধা দেখিয়ে লোকদেরকে তাদের দলে ভিড়ানোর অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

লা-মাযহাবীদের এ সুবিধাবাদী নীতির আলোকে তারা আরেক নতুন মাসআলা উদ্ভাবন করেছে। সেটা হল, একটি ছাগল কুরবানী নাকি পুরো এক বাড়ীর লোকদের জন্য যথেষ্ট। যদিও সে বাড়ীতে শতাধিক লোক থাকুক না কেন।[৭৪]

তাদের দেখাদেখি আরেক নতুন দলের আবির্ভাব ঘটেছে। তারাও গাইরে মুকাল্লিদদের থেকে শিখে অনুসারীদেরকে আরো অধিক সুবিধা দেয়ার জন্য নতুন আরেক মাসআলা আবিস্কার করেছে। আর তা হল, মোরগ মুরগী দিয়েও নাকি

[৭৪]. দেখুন গাইরে মুকাল্লিদের নেতা নবাব সিদ্দীক যথা ভূপালী কৃত বোদুরুল আহিল্লাহ, পৃ. ৩৪১।

কুরবানী দেয়া যাবে। তারা বলে যে, গরু মহিষ দিয়ে যে রকম সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী দেয়া যায়, অনুরূপভাবে ছাগল ও মোরগ-মুরগী দ্বারাও সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী দেয়া বৈধ। আর এটা নাকি কুরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।[৭৫] নাউযু বিল্লাহি মিন যালিকা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের ব্যাপারে ভবিষ্যতবাণী করে বলেছেন–

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ، وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَا يُضِلُّونَكُمْ، وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ.

–শেষ যুগে অনেক দাজ্জাল ও মিথ্যুকদের আবির্ভাব ঘটবে। তারা এমন এমন কথা তোমাদেরকে বলবে, যা তোমরা কোন দিন শুনোনি এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরাও শুনেনি। তোমরা তাদের থেকে বেঁচে থাকবে আর তাদেরকে তোমাদের কাছে আসতে দিবেনা। যেন তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে না পারে এবং তোমাদেরকে যেন কঠিন বিপর্যয়ের সম্মুখীন করতে না পারে।[৭৬]

লা-মাযহাবী ও তালাক

গাইরে মুকাল্লিদ লা-মাযহাবীদের মতানুযায়ী তিন তালাক দিলেও এক তালাক কার্যকরী হওয়ার মাসআলাটি তাদের সেই তৃতীয় মূলনীতি তথা সুবিধাবাদের নীতির অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু সাধারণ মুসলমানরা এক সাথে তিন তালাক দিয়ে দেয়ার পর স্ত্রী হাতছাড়া না হওয়ার জন্য আবার চেষ্টা তদবীর শুরু করে দেয়। তখন হানাফী, শাফিয়ী আলেমগণ বলেন যে, স্ত্রী ছাড়া হয়ে গেছে। অপর পুরুষের সাথে বিবাহ ও সহবাস হওয়া ছাড়া তাকে আর স্ত্রী হিসেবে রাখা যাবেনা। লোকেরা এ বিষয়টিকে খুবই অপছন্দ করে থাকে। তখন লা-মাযহাবীরা এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বলে যে, এক সাথে তিন তালাক দিলেও এক তালাকই কার্যকরী হবে। ফলে সাধারণ মুসলমানরা তালাক দেয়া স্ত্রীকে রাখার সুবিধা পাওয়ার জন্য হানাফী, শাফিয়ী মাযহাব পরিত্যাগ করে লা-মাযহাবী গাইরে মুকাল্লিদদের দলভুক্ত হয়ে যায়।

[৭৫]. বিস্তারিত জানতে দেখুন, লা-মাযহাবীদের গুরু নওয়াব সিদ্দীক হাসান রচিত পুস্তক 'বুদূরুল আহিল্লাহ', পৃষ্ঠা নং ৩৪১।

[৭৬]. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবুন্ নাহি আনির রিওয়াইয়্যাহ আনিদ্ যোয়াফা, ১:২৪, হাদিস নং : ৮।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল ই'তিসাম বিল কিতাবি ওয়াস্ সুন্নাহ, পৃ. ৩৩, হাদিস : ১৫৪।

প্রকাশ থাকে যে, যদি নববিবাহিতা স্ত্রী যার সাথে এখনো সহবাস হয়নি তাকে যদি স্বামী এভাবে তিন তালাক দেয় যে, তোমাকে তালাক দিলাম, তোমাকে তালাক দিলাম, তোমাকে তালাক দিলাম। তখন সকল আলিমগণের মতে এক তালাকই পতিত হবে। এর কারণ হল, স্বামী যখন প্রথমবার 'তোমাকে তালাক দিলাম' বলেছে, তাৎক্ষনিক সে তালাক পতিত হয়ে স্ত্রী তার নিকাহের বাইরে চলে যায়। আর যেহেতু স্বামীর সাথে সহবাস হয়নি, সেহেতু সেই স্ত্রীর কোন ইদ্দত নাই। আর ইদ্দত না থাকার কারণে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার তালাক দেয়াটা অনর্থক হয়ে গেল। যেহেতু তালাক পতিত হওয়ার জন্য মহিলাকে আকদের মধ্যে অথবা ইদ্দতের মধ্যে থাকতে হয়, যা এখানে নেই। তবে যদি একবাক্যে তিন তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তিন তালাকই পতিত হবে।

আর যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়ে থাকে এবং স্ত্রীকে বলে যে, 'তোমাকে তিন তালাক', অথবা এভাবে বলে যে, তোমাকে তালাক, তোমাকে তালাক, তোমাকে তালাক, এ উভয় ক্ষেত্রে স্ত্রীর উপর তিন তালাকই পতিত হবে। কেননা সর্বসম্মতভাবে স্বামীর তিন তালাক প্রদান করার অধিকার রয়েছে। তাই তিন তালাক প্রদান করলে তা পতিত হবে। তা এক মজলিসে হোক বা ভিন্ন মজলিসে। যেমন কারো তিনটি দোকানের মালিকানা থাকলে সে ইচ্ছা করলে তার তিন দোকানই বিক্রি করে দিতে পারবে। তা এক বৈঠকে হোক বা ভিন্ন বৈঠকে। সে বিক্রি করল তিন দোকানই অথচ বিক্রি হল একটি দোকান, এটি কোন বিবেকবানই মেনে নিতে পারেনা। অনুরূপভাবে স্বামীর যেহেতু তিন তালাক প্রদানের অধিকার রয়েছে, সে যদি তিন তালাকই প্রদান করে, তাতে এক তালাক পতিত হবে, এটিও কোন বিবেকবান মানুষ মেনে নিতে পারেনা। আর এ কারণেই জমহুর সাহাবা রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন, সকল তাবেয়ীন রাহিমাহুমুল্লাহ ও চার আয়িম্মায়ে মুজাতাহেদীন তথা ইমামে আযম আবু হানীফা, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম সকলের ঐক্যমতে এক মজলিসে তিন তালাক প্রদান করা হলে তিন তালাকই পতিত হবে।

আরেফবিল্লাহ আল্লামা আহমদ সাভী মালেকী রাহিমাহুল্লাহ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–

وَالْمَعْنَى فَإِنْ ثَبَتَ طَلَاقُهَا ثَلَاثًا فِيْ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّاتٍ فَلَا تَحِلُّ إِلخ، كَمَا إِذَا قَالَ لَهَا :أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوِ الْبَتَّةَ وَهَذَا هُوَ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّ

الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ فِي مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ لَايَقَعُ إِلَّا طَلْقَةً فَلَمْ يُعْرَفْ إِلَّا لِابْنِ تَيْمِيَةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ مَذْهَبِهِ حَتَّى قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّهُ الضَّالُّ الْمُضِلُّ.

–অর্থ হল, যদি তিন তালাক প্রদান করা হয়, একসাথে হোক বা পৃথক পৃথক কয়েক বারে, সর্বক্ষেত্রে স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে। যতক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে তার সাথে সংসার করবেনা। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তিন তালাক, অথবা বলে যে, তোমাকে অকাট্য তালাক, তাহলে সকল ইমামগণের ঐক্যমতে তিন তালাকই পতিত হবে। এক সাথে তিন তালাক দিলে এক তালাক পতিত হওয়ার কথাটি কেবলমাত্র হাম্বলী মাযহাবের ইবনে তাইমিয়াই বলেছেন। আর এ কারণে তাদের মাযহাবের আলেমগণও তার কথার প্রতিবাদ করেছেন এবং বলেছেন যে, সে নিজেও পথভ্রষ্ট এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করছে।[৭৭]

হাদিস শরীফে এসেছে–

হযরত সুওয়াইদ ইবনে গাফলাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইমাম হাসান ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা স্বীয় স্ত্রী আয়েশা আল-খাস আমিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে তিন তালাক প্রদান করেন। পরবর্তীতে তিনি যখন জানতে পারেন যে, তাঁর তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী তাঁর বিচ্ছেদে খুবই ব্যতীত ও চিন্তিত হন, তখন তিনি বললেন–

لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ جَدِّي أَوْ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّي يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ الْأَقْرَاءِ أَوْ ثَلَاثًا مُبْهَمَةً لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ لَرَاجَعْتُهَا.

–আমি যদি আমার নানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে না শুনতাম অথবা আমি যদি আমার পিতা থেকে এবং তিনি আমার নানা থেকে এই হাদিস না শুনতেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, "কোন পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে পৃথক তিনবার পবিত্র অবস্থায় তিন তালাক প্রদান করে অথবা একত্রে তিন তালাক প্রদান করে, তাহলে সে স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করা পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য হালাল বা বৈধ হবেনা", তাহলে আমি আয়েশাকে আমার স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে আনতাম।[৭৮]

---

৭৭. সাভী : তাফসীর-এ সাভী, ১:৯৬।
৭৮. বায়হাকী : সুনানে কুবরা, ৭:৩৩৬।

উল্লেখিত হাদিস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অভিমত হল, স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক প্রদান করলে অথবা তিন মাসে তিন তালাক প্রদান করলে সর্বাবস্থায় তিন তালাকই পতিত হবে।

আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত অপর হাদিসে এসেছে–

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ، فَيَرْكَبُ الْحُمُوقَةَ ثُمَّ يَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَإِنَّ اللهَ قَالَ: [وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا] ﴿الطلاق: ٣﴾ ، وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللهَ فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا، عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ.

–বিখ্যাত তাবি'ঈ হযরত মুজাহিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর পাশে ছিলাম। তখন তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল যে, সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করেছে। হযরত মুজাহিদ বলেন, তখন তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। আমি মনে করলাম, তিনি তার তালাক প্রদত্ত স্ত্রীকে তার কাছে ফিরিয়ে দিবেন। এর পর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কেউ খুবই বোকামী করে পথ চলে। এরপর বললেন, হে ইবনে আব্বাস! হে ইবনে আব্বাস! অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "যে আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্য উপায় সৃষ্টি করবেন।" আর তুমি আল্লাহকে ভয় করনি, আমিও তোমার জন্য কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিনা। তুমি আল্লাহর নাফরমানী করেছ, আর তোমার স্ত্রী তোমার বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।[৯]

উল্লেখিত হাদিস সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন–

১. এ হাদিসটি হযরত হুমাইদ আ'রাজ রাহিমাহুল্লাহ ও অন্যরা হযরত মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।
২. আর হযরত ত্ব'বাও এ হাদিসটি হযরত আমর ইবনে মুর্‌রা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ এর

[৯]. আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু নসখুল মারাজি'য়ি বা'দাত্ তাত্বলিক্বাত, ৬:১১৩, হাদিস নং : ১৮৭৮।

সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩. হযরত আইয়ুব ও হযরত ইবনে জুবাইজ উভয়ে এ হাদিসটি হযরত ইকরামা ইবনে খালিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর এর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।
৪. আর হযরত ইবনে জুরাইজ এ হাদিসকে হযরত আব্দুল হামীদ ইবনে রাফে' থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি হযরত আতা এর মাধ্যমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।
৫. আর হযরত আ'মাশ এ হাদিসটি হযরত মালেক ইবনে হারেস থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি সরাসরি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।
৬. হযরত ইবনে জুরাইজ এ হাদিসটি হযরত আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি সরাসরি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।

তাঁরা সকলে তিন তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে বলেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তিন তালাকই কার্যকর বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এক তালাক নয়।

অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، وَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَاللهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً؟﴾ ، فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

–হযরত নাফে ইবনে উজাইর ইবনে আব্দু ইয়াযীদ ইবনে রুকানাহ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার দাদা রুকানা ইবনে আব্দু ইয়াযীদ তাঁর স্ত্রী সুহাইমাকে অকাট্য তালাক প্রদান করেন। অতঃপর তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করে

বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর শপথ! আমি এক তালাকই ইচ্ছা করেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, আল্লাহর শপথ! তুমি কি এক তালাকই ইচ্ছা করেছিলে? জবাবে হযরত রুকানা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি এক তালাকই ইচ্ছা করেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেন।[৮০]

এ হাদিসে নববী দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত রুকানা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যদি বলতেন যে, তিনি তিন তালাকের ইচ্ছা করেছেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন তালাকই পতিত হওয়ার হুকুম দিতেন এবং তাঁর স্ত্রীকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দিতেন না। যদি তা না হত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এক তালাক ইচ্ছা করার উপর শপথ দেয়ার অর্থ কি?

আরেক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: حَدِّثِينِي عَنْ طَلَاقِكِ، قَالَتْ: ﴿طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾.

–হযরত আমের শা'বী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত ফাতেমা বিনতে কায়স রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে তার তালাকের ঘটনা বর্ণনা করতে বললে তিনি বলেন, আমার স্বামী ইয়ামেন যাওয়ার কালে আমাকে তিন তালাক প্রদান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন তালাকই অনুমোদন করেন।[৮১]

অপর এক হাদিসে বলা হয়েছে–

أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا فَقَالَ: ﴿تَأْخُذُ ثَلَاثًا وَتَدَعُ تِسْعَمِائَةٍ وَسَبْعَةً وَتِسْعِينَ﴾.

[৮০]. ক) আবু দাউদ : আস্ সুনান, বাবু ফীল বাত্তা, ৬:১২৫, হাদিস নং : ১৮৮৬।
খ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল খুলয়ি ওয়াত্ তালাক, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ২৪৫, হাদিস নং : ৩২৮৩।
[৮১]. ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু মান তালাকা সালাসান ফী মজলিসি ওয়াহেদ, ৬:১৮৪, হাদিস : ২০১৪।

–হযরত ইকরামা ইবনে খালেদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কাছে এসে বললেন, আমি আমার স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দিয়েছি। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি তিনটাকে গ্রহণ কর আর নয়শত সাতান্নব্বইটাকে ছেড়ে দাও।[৮২]

উল্লেখিত হাদিস শরীফ দ্বারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক প্রদত্ত ফাতওয়া স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, একসাথে তিন বা ততোধিক তালাক প্রদান করলে তিন তালাক এক সাথেই পতিত হয়। আর তিনের অধিক তালাকগুলো অনর্থক হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদিসে তিনি বলেন–

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

–হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আল্লাহ তা'আলা যে বিষয়ে মানুষকে অবকাশ দিয়েছেন, মানুষ সে বিষয়ে অতি তাড়াহুড়া করেছে। তাই উত্তম হবে তাদের উপর সেই তাড়াহুড়ার বিষয়টি বাস্তবায়ন করা। তাই আমরা তাদের উপর সেটা বাস্তবায়ন করেছি।[৮৩]

এ হাদিস শরীফের সারকথা হল, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খেলাফতকালে রাষ্ট্রীয়ভাবে এ আইন বাস্তবায়ন করেছিলেন যে, কেউ একসাথে তিন তালাক প্রদান করলে তিন তালাকই কার্যকরী হবে।

সহীহ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইমাম নববী শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখিত হাদিস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন–

[৮২]. বায়হাকী : সুনানে কুবরা, ৭:৩৩৭, হাদিস নং ১৪৯৬১।
[৮৩]. ক) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু তালাকিস্ সালাসা, ৭:৪২৩, হাদিস নং : ২৬৮৯।
খ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু বিদাইয়াতি মুসনাদি আবদিল্লাহ ইবনে আব্বাস, ৬:২৫৯, হাদিস নং : ২৭২৭।
গ) বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ৭:৩৩৬।

مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ يَقَعُ الثَّلَاثُ.

–যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তোমার উপর তিন তালাক, তাহলে চার মহান ইমাম তথা ইমামে আযম আবু হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ইমাম শাফেয়ী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ইমাম মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সহ পূর্বাপর জমহুর আলেমদের মতে তিন তালাকই পতিত হবে।[৮৪]

কিন্তু লা-মাযহাবী গাইরে মুকাল্লিদদের দৃষ্টিতে কুরআন মজীদের তাফসীর অশুদ্ধ, বায়হাকী, ইবনে মাজাহ ও আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত উপরের সব হাদিস শরীফ অশুদ্ধ, চার আয়িম্মায়ে মুজতাহেদীন তথা তথা ইমামে আযম আবু হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ইমাম শাফেয়ী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ইমাম মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুসহ পূর্বের ও পরের জমহুর আলেমদের মাযহাব অশুদ্ধ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর ফাতওয়া যে, এক মজলিসে প্রদত্ত তিন তালাক সবগুলো পতিত হবে, যার সাক্ষী হিসেবে বড় বড় মুহাদ্দিসীনে কেরাম রয়েছেন সেটিও অশুদ্ধ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় নাতি জান্নাতি যুবকদের সরদার সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদিসও অশুদ্ধ, এমনকি সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তা'আলা আলাইহিম আজমাঈন এর উপস্থিতিতে হযরত উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন যে এক সাথে তিন তালাক প্রদান করা হলে তিন তালাকই পতিত হবে, তাও অশুদ্ধ।

তবে তাদের কাছে শুধু ওটাই শুদ্ধ, যেটা কয়েক শতাব্দি পরে এসে ইবনে তাইমিয়া বলেছে। তার মানে কি হল? তার মানে হল, লা-মাযহাবীদের মতে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন, তাবেয়ীন, আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন, মুফাসসিরীন, মুহাদ্দিসীন কেউ শরীয়তের ভাষ্য ও নুবুওয়াতের ভাব বুঝতে পারেননি। কেবল ইবনে তাইমিয়াই তা বুঝেছে। নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিকা।[৮৫]

[৮৪]. ইমাম নববী : শরহুন নববী আলা মুসলিম, ১০:৭০।
[৮৫]. বিস্তারিত জানতে 'জা'আল হক' অধ্যায়ন করুন।

কে সেই ইবনে তাইমিয়া

ইবনে তাইমিয়া হল, যে ব্যক্তি ৬৬১ হিজরী সনে জন্ম গ্রহণ করে ৭২৮ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেছে। ইবনে তাইমিয়া হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যাকে লা-মাযহাবী গাইরে মুকাল্লিদরা ইমাম হিসেবে মানে।

ইবনে তাইমিয়া নিজেও একজন পথভ্রষ্ট এবং অপরকেও পথভ্রষ্টকারী ব্যক্তি। ইবনে তাইমিয়া অসংখ্য মাসআলায় ওলামায়ে হকের বিরোধীতা করেছে। এমন কি সে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা মুনাওয়ারা সফর করাকে গোনাহ বলে আখ্যায়িত করেছে। তার আকীদা হল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন সম্মান ও মর্যাদা নেই। তার আরেক আকীদা হল যে, আল্লাহ তা'আলার সত্তার মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্তন হয়। নাউযু বিল্লাহ মিন যালিকা।

ইবনে তাইমিয়ার ব্যাপারে আরেফ বিল্লাহ হযরত আল্লামা সাভী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন–

اِبْنُ تَيْمِيَةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ مَذْهَبِهِ حَتَّى قَالَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ الضَّالُّ الْمُضِلُّ.

–ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বলে দাবি করে। তবে হাম্বলী মাযহাবের ইমামগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এমন কি হাম্বলী মাযহাবের কোন কোন আলেম বলেছেন যে, ইবনে তাইমিয়া নিজেও পথভ্রষ্ট আর অপরকেও পথভ্রষ্ট করে।[৮৬]

খাতিমুল ফুক্বাহা ওয়াল মুহাদ্দিসীন আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে বলেছেন–

وَاعْلَمْ أَنَّهُ خَالَفَ النَّاسَ فِي مَسَائِلَ؛ نَبَّهَ عَلَيْهَا التَّاجُ السُّبْكِيُّ، وَغَيْرُهُ. فَمِمَّا خَرَّقَ فِيهِ الْإِجْمَاعَ قَوْلُهُ: إِنَّ طَلَاقَ الْحَائِضِ لَا يَقَعُ، وَكَذَا الطَّلَاقُ فِي طُهْرٍ جَامَعَ فِيهِ، وَأَنَّ الصَّلَاةَ إِذَا تُرِكَتْ عَمَداً لَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا، وَأَنَّ الْحَائِضَ يُبَاحُ لَهَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا، وَأَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ يُرَدُّ إِلَى وَاحِدَةٍ.

[৮৬]. সাভী : তাফসীর-এ সাভী, ১:৯৬।

وَأَنَّ الْمَائِعَاتِ لَا تَنْجُسُ بِمَوْت حَيَوَانٍ فِيْهَا كَالْفَأْرَةِ، وَأَنَّ الْجُنُبَ يُصَلِّيْ تَطَوُّعَهُ بِاللَّيْلِ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ إِلَى أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَإِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ. وَإِنَّ مُخَالِفَ الْإِجْمَاعِ لَا يُكْفَرُ وَلَا يُفْسَقُ، وَأَنَّ رَبَّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَحَلُّ الْحَوَادِثِ. وَقَوْلُهُ بِالْجِسْمِيَّةِ وَالْجِهَةِ وَالْإِنْتِقَالِ، وَأَنَّهُ بِقَدْرِ الْعَرْشِ لَا أَصْغَرَ، وَلَا أَكْبَرَ. وَقَالَ: إِنَّ النَّارَ تَفْنَىْ، وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ غَيْرُ مَعْصُوْمِيْنَ، وَأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لَا جَاهَ لَهُ، وَلَا يُتَوَسَّلُ بِهِ، وَأَنَّ إِنْشَاءَ السَّفَرِ إِلَيْهِ بِسَبَبِ الزِّيَارَةِ مَعْصِيَةٌ؛ لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِيْهِ، وَسَيَحْرُمُ ذَلِكَ يَوْمَ الْحَاجَةِ مَاسَّةً إِلَىْ شَفَاعَتِهِ.

–ইবনে তাইমিয়া অসংখ্য মাসআলায় সত্যপন্থি আলেমগণের বিরোধিতা করেছে। ইজমায়ে উম্মাতের সাথে যে সকল মাসআলায় বিরোধিতা করেছে, সেগুলো হযরত আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী রাহিমাহুল্লাহ ও অন্যান্য আলেমগণ চিহ্নিত করেছেন। ইবনে তাইমিয়া যে সকল বিষয়ে ইজমার বিরোধিতা করেছে, সেগুলোর কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১. স্ত্রীদেরকে ঋতুস্রাবকালীন সময়ে কিংবা যে তুহুরে স্ত্রীর সাথে মিলন হয়েছে তাতে তালাক দিলে সেই তালাক কার্যকরী হয়না।
২. কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দিল, পরবর্তীতে ওই নামাযের কাযা আদায় করা ওয়াজিব নয়।
৩. মহিলারা ঋতুস্রাবকালীন সময়ে খানায়ে কা'বা তাওয়াফ করতে পারবে। তাতে কোন অসুবিধা নেই।
৪. স্ত্রীকে এক সাথে তিন তালাক প্রদান করলে শুধুমাত্র এক তালাকই পতিত হবে।
৫. তরল জাতীয় বস্তু যথা তেল ইত্যাদিতে ইঁদুর ইত্যাদি পড়ে মরলেও তা নাপাক হবেনা।
৬. স্ত্রী সহবাসের পর গোসল ব্যতীত রাত্রে নফল নামায পড়তে পারবে, যদিও সে নিজ শহরে অবস্থান করে।
৭. ইজমা তথা উম্মাতের ঐক্যমতের বিরোধিতাকারীকে কাফির, ফাসিক আখ্যায়িত করা যাবেনা।
৮. আল্লাহ তা'আলার সত্তায় পরিবর্ধন-পরিবর্তন হয়।

৯. আল্লাহ তা'আলারও আমাদের মত দেহ আছে।
১০. আল্লাহ তা'আলার জন্যও ডান-বাম-উঁচু-নিচু ইত্যাদি দিক রয়েছে।
১১. আল্লাহ তা'আলাও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হন।
১২. আল্লাহ তা'আলা আরশের সাইজ মত। বড়ও নয় এবং ছোটও নয়।
১৩. সে আরো বলে যে, জাহান্নাম এক সময় ধ্বংস ও বিলীন হয়ে যাবে।
১৪. সে বলে যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম মাসূম বা পাপমুক্ত নন।
১৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিশেষ কোন সম্মান ও মর্যাদা নেই।
১৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওসীলা বানানো নাজায়েয।
১৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা হারাম ও গোনাহর কাজ।
১৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফরকালীন সময়ে নামায কসর করা যাবেনা। যেহেতু এ সফর পাপকাজের সফর।
১৯. যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করবে তারা কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে।[৮৭]

আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ আরো লিখেন–

اِبْنُ تَيْمِيَةَ عَبْدٌ خَذَلَهُ اللهُ وَأَضَلَّهُ، وَأَعْمَاهُ وَأَصَمَّهُ وَأَذَلَّهُ، وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الْأَئِمَّةُ الَّذِيْنَ بَيَّنُوْا فَسَادَ أَحْوَالِهِ وَكِذْبَ أَقْوَالِهِ، وَمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ؛ فَعَلَيْهِ بِمُطَالَعَةِ كَلَامِ الْإِمَامِ الْمُجْتَهِدِ الْمُتَّفَقِ عَلَى إِمَامَتِهِ وَجَلَالَتِهِ وَبُلُوْغِهِ مَرْتَبَةَ الْاِجْتِهَادِ أَبِي الْحَسَنِ السُّبْكِيِّ، وَوَلَدِهِ التَّاجِ، وَالشَّيْخِ الْإِمَامِ الْعِزِّ بْنِ جَمَاعَةَ، وَأَهْلِ عَصْرِهِمْ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ. وَلَمْ يَقْصُرِ اعْتِرَاضُهُ عَلَى مُتَأَخِّرِي الصُّوْفِيَّةِ بَلِ اعْتَرَضَ عَلَى مِثْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِيْ

৮৭. ইবনে হাজর মক্কী : ফাতাওয়ায়ে হাদীসিয়া, পৃ: ১১৬।

طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. وَالْحَاصِلُ أَنْ لَا يُقَامَ لِكَلَامِهِ وَزْنٌ؛ بَلْ يُرْمَي فِيْ كُلِّ وَعْرٍ وَحُزْنٍ، وَيُعْتَقَدُ فِيْهِ أَنَّهُ مُبْتَدِعٌ ضَالٌّ وَمُضِلٌّ؛جَاهِلٌ غَالٍ عَامَلَهُ اللهُ بِعَدْلِهِ، وَأَجَارَنَا مِنْ مِثْلِ طَرِيْقَتِهِ وَعَقِيْدَتِهِ وَفِعْلِهِ؛آمِيْنْ.

–ইবনে তাইমিয়া এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা নৈরাশ করেছেন এবং পথভ্রষ্ট করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সত্য দেখার ও শোনার শক্তি তার থেকে কেড়ে নিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে অপমান লাঞ্ছনার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছেন। তার ভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তি সম্পর্কে অনেক শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন। যে ব্যক্তি তার অপকর্ম ও বদ-আক্বীদা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগ্রহী তার উচিত জগত বিখ্যাত আলেমগণের রচিত গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করা। যেমন ইমাম ও মুজতাহিদ আল্লামা আবুল হাসান তাকিউদ্দীন আস-সুবকী রাহিমাহুল্লাহ, তাঁর যোগ্য সন্তান আল্লামা ইমাম তাজুদ্দীন আস-সুবকী রাহিমাহুল্লাহ, আল্লামা শায়খ ইয্যুদ্দীন ইবনে জামাআহ রাহিমাহুল্লাহ। এছাড়াও তাঁদের সমসাময়িক হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণের গ্রন্থাবলীও অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

ইবনে তাইমিয়া কেবল তার সমসাময়িক আউলিয়ায়ে কেরাম ও সূফিয়ায়ে কেরামের বিরুদ্ধেই আপত্তি করেনি। বরং সে সায়্যিদুনা হযরত ফারুকে আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং সায়্যিদুনা মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর বিরুদ্ধেও চরম আপত্তিকর মন্তব্য করেছে।

সারকথা হল, ইবনে তাইমিয়া বাজে কথাবার্তার কোন মানদণ্ড ও ভিত্তি নেই। বরং তার কথাগুলো কূপ ও আস্তাকূড়ে নিক্ষেপযোগ্য। তার ব্যাপারে আমাদের এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সে একজন বিদআতী, নিজে পথভ্রষ্ট, অপরকে ভ্রষ্টকারী ও সীমালঙ্ঘনকারী।

আল্লাহ তা'আলা তাকে উপযুক্ত শাস্তি দান করুন এবং আমাদেরকে তার পথ ও মত থেকে রক্ষা করে তাঁর আশ্রয়ে রাখুক।[৮৮]

অষ্টম শতাব্দির মহান স্পেনীয় ঐতিহাসিক ইবনে বতূতা, ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন–

حِكَايَةُ الْفَقِيْهِ ذِيْ اللَّوْثَةِ

[৮৮]. ইবনে হাজর মক্কী : ফাতাওয়ায়ে হাদীসিয়া, পৃ: ১১৪।

–এক উন্মাদ আলেমের বিবরণ।[৮৯]

আরেক স্থানে লিখেছেন–

يَتَكَلَّمُ فِي الْفُنُوْنِ إِلَّا أَنَّ فِيْ عَقْلِهِ شَيْئًا

–অনেক শাস্ত্রে তার কথা বলার যোগ্যতা ছিল, কিন্তু তার মস্তিষ্কে কিছু সমস্যা ছিল।[৯০]

পাগলামী ও মস্তিষ্কে কিছু সমস্যার কারণেই ইবনে তাইমিয়া অসংখ্য মাসআলায় ইজমায়ে উম্মাতের বিরোধিতা করেছে। এমন কি সে হযরত ফারুকে আযম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মত মহান ব্যক্তিগণকে তার আপত্তি ও আক্রমনের নিশানা বানিয়েছে। আর এ কারণেই আহলে সুন্নাতের সত্যপন্থী মাযহাব চতুষ্টয় তথা হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণ ইবনে তাইমিয়ার ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে এসেছেন এবং তাকে দিকভ্রম ও ভ্রষ্টকারী হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

পক্ষান্তরে গাইরে মুকাল্লিদ লা-মাযহাবী, যাদের অন্তরে বক্রতা ও কুটচাল রয়েছে, তারা মস্তিষ্ক বিকৃত ইবনে তাইমিয়ার অনুসরণ করতে থাকে এবং তাকে তাদের ইমাম হিসেবে গ্রহণ করে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের সুমহান দরবারে প্রার্থনা, তিনি যেন মুসলমানদেরকে মস্তিষ্ক বিকৃত পাগল ইবনে তাইমিয়া ও তার অনুসারী গাইরে মুকাল্লিদ লা-মাযহাবীদের ফেতনা থেকে হেফাজত করেন।

আ-মীন বিহুরমাতিন নাবিয়্যিল কারীম আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আফদ্বালুস সালাওয়াতি ওয়াত তাসলীম।

লা-মাযহাবীদের কিছু গোপন রহস্য[৯১]

১. লা-মাযহাবীদের মতে, হিন্দুদের রামচন্দ্র, লক্ষণ ও কৃষ্ণ নবী ছিল। অনুরূপভাবে পারসিকদের ঝরথ্রুস্ত এবং চাইনিজ ও জাপানীদের নাফসিউস গ্রীকদের বৌদ্ধ, সক্রেটিস এবং পিথাগোরাসও নবী ছিল। গাইরে মুকাল্লিদ মৌলভী ওয়াহীদুজ্জামান বলেন–

[৮৯]. রেহলাতে ইবনে বতূতা (দারে বৈরুত), পৃ: ৯৫।
[৯০]. রেহলাতে ইবনে বতূতা (দারে বৈরুত), পৃ: ৯৫।
[৯১]. এ বিষয়ে সব উদ্ধৃতি ও রেফারেন্স দেওবন্দের প্রধান মুফতি মাহদী হাসান শাহজাহানপুরী রচিত 'কাওউল ওয়াজীন' থেকে অবিকলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

১. আমরা তাঁদের নুবুওয়াতের কথা অস্বীকার করতে পারিনা। তাঁরা সকলে নবী ও সৎকর্মশীল ছিলেন।"[৯২]

২. লা-মাযহাবীদের মতে, কাফির মুশরিকদের যবেহকৃত পশু হালাল এবং সেগুলোর গোশত খাওয়া বৈধ।[৯৩]

৩. লা-মাযহাবীদের মতে, একজন পুরুষ একই সময়ে যতজন ইচ্ছা মহিলাকে বিবাহ করতে পারবে। তাতে সর্বোচ্চ চারজন হতে হবে এমন কোন নির্ধারিত সীমা নেই।[৯৪]

৪. লা-মাযহাবীদের মতে, যেসব স্থলজ প্রাণীর দেহে রক্ত নেই সবগুলো হালাল।[৯৫]

৫. লা-মাযহাবীদের মতে, মৃত জন্তু বা প্রাণী অপবিত্র নয়।[৯৬]

৬. শূয়র নাপাক হওয়ার ব্যাপারে কুরআন করীমের আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করা অশুদ্ধ ও অগ্রহণযোগ্য। বরং তা পবিত্র হওয়া প্রমাণ করে।[৯৭]

৭. লা-মাযহাবীদের মতে, মহিলাদের মাসিক ও প্রসবোত্তর নির্গত রক্ত ছাড়া মানুষের অন্য রক্তসহ সকল প্রাণীর রক্ত পবিত্র।[৯৮]

৮. লা-মাযহাবীদের মতে, ব্যবসার সম্পদে যাকাত নাই।[৯৯]

৯. লা-মাযহাবীদের মতে, ছয়টি বস্তু ছাড়া অন্য সকল বস্তুতে সুদ দেয়া ও নেয়া বৈধ।[১০০]

১০. লা-মাযহাবীদের মতে, অপবিত্র ব্যক্তি গোসল করা ব্যতীত কুরআন করীম স্পর্শ করতে, উঠাতে, রাখতে ও হাত লাগাতে পারবে।[১০১]

১১. লা-মাযহাবীদের মতে, স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকারে যাকাত ওয়াজিব নয়।[১০২]

১২. লা-মাযহাবীদের মতে, মদ অপবিত্র নয় বরং পবিত্র।[১০৩]

---

৯২. হাদিয়াতুল মাহদী, পৃ: ৮৫।
৯৩. দলীলুত তালেব, পৃ: ৪১৩; উরফুল জাভী, পৃ: ২৪৭।
৯৪. যুফরুল লাযী, পৃ: ১৪১-১৪২; উরফুল জাভী, পৃ: ১১৫।
৯৫. বুদূরুল আহিল্লাহ, পৃ: ৩৪৮।
৯৬. দলীলুত তালেব, পৃ: ২২৪।
৯৭. বুদূরুল আহিল্লাহ, পৃ: ১৫-১৬।
৯৮. দলীলুত তালেব, পৃ: ২৩০; বুদূরুল আহিল্লাহ; পৃ: ১৮, উরফুল জাভী, পৃ: ১০।
৯৯. বুদূরুল আহিল্লাহ, পৃ: ১০২; মিসকুল খিতাম ও দলীলুত তালেব।
১০০. বুদূরুল আহিল্লাহ; উরফুল জাভী; বুনইয়ানুন মারসূস ও দলীলুত তালেব।
১০১. দলীলুত তালেব, পৃ: ২৫২; উরফুল জাভী ও বুনইয়ানুন মারসূস।
১০২. বুদূরুল আহিল্লাহ, পৃ: ১০১।
১০৩. দলীলুত তালেব, পৃ: ৪০৪, বুদূরুল আহিল্লাহ, পৃ: ১৫; উরফুল জাভী, পৃ: ২৪৫।

১৩. লা-মাযহাবীদের মতে, স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকারে কোন সুদ হবেনা। কম বেশ করে যেভাবে ইচ্ছা ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে।[১০৪]

১৪. লা-মাযহাবীদের মতে, বীর্য পবিত্র।[১০৫]

১৫. লা-মাযহাবীদের মতে, সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার আগে জুমআর নামায পড়া জায়েয।[১০৬]

১৬. লা-মাযহাবীদের মতে, যুবক-যুবতী সকলের জন্য রূপার অলংকার পরিধান করা বৈধ।[১০৭]

১৭. লা-মাযহাবীদের মতে, কেউ ইচ্ছা করে নামায ছেড়ে দিলে তা পরে কাযা আদায় করলে কোন লাভ হবেনা এবং সে নামায কবুলও হবেনা। আর তার উপর সেই নামায কাযা আদায় করা ওয়াজিবও নয়। বরং সে সারা জীবন গোনাহগার থাকবে।[১০৮]

১৮. লা-মাযহাবীদের মতে, সকল জন্তুর প্রস্রাব পবিত্র।[১০৯]

১৯. লা-মাযহাবীদের মতে সামুদ্রিক সকল প্রাণী জীবিত হোক বা মৃত সবগুলো হালাল।[১১০]

২০. লা-মাযহাবীদের মতে, স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করা জায়েয।[১১১]

২১. লা-মাযহাবীদের মতে, কোন ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে যেনা করলে ওই মহিলার কন্যাকে সে বিয়ে করতে পারবে যদিও কন্যা সন্তানটি তার যেনার দ্বারা জন্ম হোক না কেন।[১১২]

২২. লা-মাযহাবীদের মতে, যে ব্যক্তির স্ত্রী নেই সেই ব্যক্তি হস্তমৈথুন বা যে কোনভাবে বীর্যস্খলন করতে পারবে। আর পাপে জড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকলে হস্তমৈথুন করা ওয়াজিব ও মুস্তাহাব হয়ে যায়।[১১৩]

২৩. লা-মাযহাবীদের মতে, একটি গরুর কুরবানী একই গৃহের সকলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে যদিও ওই গৃহের অধিবাসী শতাধিক হোক না কেন।[১১৪]

---

১০৪. দলীলুত তালেব, পৃ: ৫৭৫।
১০৫. বুদূরুল আহিল্লাহ, পৃ: ১৫ ও উল্লেখিত সকল পুস্তক।
১০৬. বুদূরুল আহিল্লাহ, পৃ: ৭১।
১০৭. দলীলুত তালেব, পৃ: ৪৩৪-৪৩৫; বুদূরুল আহিল্লাহ, পৃ: ২৫৬।
১০৮. দলীলুত তালেব, পৃ: ২৫০।
১০৯. বুদূরুল আহিল্লাহ, পৃ: ১৪।
১১০. বুদূরুল আহিল্লাহ, পৃ: ৩৩৩; উরফুল জাভী, পৃ: ২৪৭।
১১১. বুদূরুল আহিল্লাহ, পৃ: ২৫৪।
১১২. উরফুল জাভী, পৃ: ১১৩।
১১৩. উরফুল জাভী, পৃ: ২১৪।
১১৪. বুদূরুল আহিল্লাহ, পৃ: ৩৪১।

২৪. লা-মাযহাবীদের মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মুবারক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা নাজায়েয বা অবৈধ।[১১৫]

২৫. লা-মাযহাবীদের মতে, নাপাক পড়ার কারণে কোন পানি অপবিত্র হয়না। চাই পানি কম হোক বা বেশী। নাপাক বস্তু প্রস্রাব পায়খানা হোক বা অন্য কিছু। তবে পানির রং, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তন হলে অপবিত্র হবে।[১১৬]

২৬. লা-মাযহাবীদের মতে, নামাযী ব্যক্তি যদি অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়ে, তাহলে তার নামায বাতিল হবেনা। তবে সে গোনাহগার হবে।[১১৭]

২৭. লা-মাযহাবীদের মতে, শরীর থেকে যত বেশিই রক্ত বের হোক না কেন এর দ্বারা ওযু ভঙ্গ হবেনা।[১১৮]

২৮. লা-মাযহাবীদের মতে, মাথা মুণ্ডানো সুন্নাতের পরিপন্থি এবং তা খারেজীদের নিদর্শন।[১১৯]

২৯. লা-মাযহাবীদের মতে, 'আল্লাহু' শব্দ দ্বারা যিকর করা বিদআত।[১২০]

৩০. লা-মাযহাবীদের মতে, মহিলারা সম্পূর্ণ সতর আবৃত করা ছাড়া নামায পড়লে তা শুদ্ধ হবে। একা হোক বা অন্যান্য মহিলাদের সাথে হোক, অথবা স্বামীর সাথে হোক কিংবা অন্য মুহরিমের সাথে হোক। অন্তত মাথা ঢেকে নিবে।[১২১]

৩১. লা-মাযহাবীদের মতে, নামাযীর জন্য কাপড় পবিত্র হওয়া শর্ত নয়। যদি কেউ কোন কারণ ছাড়াও নাপাক কাপড়ে নামায পড়ে, তার নামায শুদ্ধ হবে।[১২২]

৩২. লা-মাযহাবীদের মতে, টাখনুর নীচে পায়জামা, প্যান্ট বা লুঙ্গি পরলে ওযু ভেঙ্গে যাবে।[১২৩]

৩৩. লা-মাযহাবীদের মতে, রমযান মাসে রোযা অবস্থায় কেউ ইচ্ছা করে কিছু খেলে বা পান করলে তার উপর কোন কাফ্ফারা নেই।

৩৪. লা-মাযহাবীদের মতে, পর্দার আয়াত কেবলমাত্র আজওয়াযে মুতাহ্হারাত তথা নবী পত্নীদের জন্য নির্দিষ্ট। উম্মাতের মহিলাদের জন্য নয়।[১২৪]

---

১১৫. উরফুল জাভী, পৃ: ২১৪।
১১৬. উরফুল জাভী, পৃ: ৯।
১১৭. বুদূরুল আহিল্লাহ, পৃ: ৩৮।
১১৮. দস্তুরুল মুত্তাকী।
১১৯. আল-বুনিয়ানুল মারসূস, পৃ: ১৬৯।
১২০. আল-বুনিয়ানুল মারসূস, পৃ: ১৬৯।
১২১. বুদূরুল আহিল্লাহ, পৃ: ৩৯।
১২২. দলীলুত তালেব, পৃ: ২৪৬; বুদূরুল আহিল্লাহ, পৃ: ৩৯; উরফুল জাভী, পৃ: ৩২।
১২৩. দস্তুরুল মুত্তাকী-২৯।
১২৪. আল-বুনিয়ানুল মারসূস, পৃ: ১৬৮।

৩৫. লা-মাযহাবীদের মতে, সজারু খাওয়া জায়েয। যেহেতু নিষেধের ব্যাপারে কোন হাদিস নেই।[১২৫]

৩৬. লা-মাযহাবীদের মতে প্রাণী জবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ বলা না হলেও খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ পড়লে খাওয়া জায়েয হবে।[১২৬]

৩৭. লা-মাযহাবীদের মতে, না-বালেগ তথা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে প্রাপ্ত বয়স্ক লোকদের ইমামতি করতে পারবে।[১২৭]

৩৮. লা-মাযহাবী আলেম মৌলভী ওয়াহীদুজ্জামান লিখেছেন, বিবাহ বা আনন্দ উৎসবের সময় বাদ্য-যন্ত্র বাজালে ফাসেক বলাটা জুলুম, কঠোরতা ও গোড়ামী।[১২৮]

৩৯. লা-মাযহাবীদের মতে, ঋতুস্রাবকালীন সময়ে স্ত্রীলোকের উপর তালাক পতিত হয়না।[১২৯]

৪০. ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তিন শতাধিক মাসআলায় ভুল করেছেন।[১৩০]

৪১. লা-মাযহাবীদের মতে, ফজরের নামাযের জন্য ইকামত ছাড়া দু'বার আযান দেয়া প্রয়োজন।[১৩১]

৪২. লা-মাযহাবীদের মতে, বেশ্যা নারী যদি যেনার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের পরে তাওবা করে নেয়, তাহলে তার অর্জিত সম্পদ মুসলমানদের জন্য হালাল ও পবিত্র হয়ে যায়।[১৩২]

৪৩. লা-মাযহাবীদের মতে, জুমুআর খুতবায় চার খুলাফায়ে রাশেদীনের নাম উল্লেখ করা বিদ'আত।[১৩৩]

৪৪. লা-মাযহাবীদের মতে, মুত'আ বিয়ে বা সাময়িক বিবাহ জায়েয।[১৩৪]

৪৫. লা-মাযহাবীদের মতে, কোন ব্যক্তি স্ত্রী বা দাসীর সাথে লাওয়াতাত তথা পায়ুপথ দিয়ে মিলন করলে তাকে নিষেধ করা যাবেনা। কেননা বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ।[১৩৫]

---

১২৫. বুদূরুল আহিল্লাহ-পৃ:৩৫১; উরফুল জাভী-পৃ:২৪৩।
১২৬. উরফুল জাভী-পৃ:২৪৯।
১২৭. উরফুল জাভী-পৃ:৩৮।
১২৮. আসরারুল লুগাহ-৬১।
১২৯. রওযায়ে নদীয়া-২১১।
১৩০. ফাতাওয়ায়ে হাদীসিয়া-৮৭।
১৩১. আসরারুল লুগাহ-১১৯।
১৩২. ফাতওয়ায়ে মওলভী আব্দুল্লাহ গাজিপুরী।
১৩৩. হাদিয়াতুল মাহদী-১১০।
১৩৪. হাদিয়াতুল মাহদী-১১৮।

৪৬. লা-মাযহাবীদের মতে, গান ও বাদ্যবাজনা থেকে মানুষকে নিষেধ করা যাবেনা।[১৩৬]

৪৭. লা-মাযহাবীদের মতে, সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন এর কথা হুজ্জত বা দলীল নয়।[১৩৭]

লা-মাযহাবীদের চল্লিশ প্রতারণা

লা-মাযহাবী মৌলভী ইউসুফ জয়পুরী রচিত 'হাকীকাতুল ফিক্বহ' নামক পুস্তক যা অপর লা-মাযহাবী মৌলভী দাউদ সাহেবের সংশোধন ও সংযোজনীর পর 'ইদারায়ে দাওয়াতে ইসলাম, মোমেনপুর, মুম্বাই, ভারত থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে হানাফী মতাবলম্বীদেরকে তাদের মাযহাবের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি ও তাদেরকে লা-মাযহাবী ওহাবী বানানোর প্রচেষ্টায় পুস্তকটিতে অসংখ্য ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। আমি এখানে ওই পুস্তকে উল্লেখিত চল্লিশটি প্রতারণা সম্মানিত পাঠক সমীপে উপস্থাপন করছি।

১. 'হাকীকাতুল ফিক্বহ' পুস্তকের ৩৯ পৃষ্ঠায় গাউছে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর রচিত 'গুনিয়াতুত তালেবীন' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে হানাফী মাযহাবকে পথভ্রষ্ট দলসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ওইসব লা-মাযহাবীদের প্রতারণার মুখোশ উন্মোচন করে লিখেন–

> –এটা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি ও ধোঁকাপূর্ণ জঘন্য অপবাদ যে, সকল হানাফীদের ব্যাপারে গাউছে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এরূপ বলেছেন। গুনিয়াতুত তালেবীন গ্রন্থের ভাষ্য হল, هُمْ بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ অর্থাৎ "তাদের কেউ কেউ ইমাম আবু হানীফার অনুসারী।" এ বাক্য দ্বারা না হানাফীদের উপর অভিযোগ আরোপিত হয়, আর না হানাফী মাযহাবের উপর। তবে এ কথা তো নিশ্চিত সবাই জানেন যে, কিছু কিছু মু'তাযেলীও নিজেদেরকে হানাফী মাযহাবের অনুসারী বলে দাবি করে থাকে। যেমন কাশ্‌শাফ প্রণেতা যামাখশারী, মুগরাব প্রণেতা আব্দুল জব্বার মুতাররাযী, কুনিয়াহ রচয়িতা যাহেদী, হাবী ও মুজতবা প্রমুখ। এর দ্বারা হানাফী মাযহাবের উপর অভিযোগ আসবে কেন? কতেক শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী শিয়া যাইদিয়া ও রাফেযীও রয়েছে। এর

[১৩৫]. হাদিয়াতুল মাহদী, পৃ: ১১৮।
[১৩৬]. হাদিয়াতুল মাহদী, পৃ: ১১৮।
[১৩৭]. হাদিয়াতুল মাহদী, পৃ: ২১১।

> কারণে তো শাফেয়ী মতাবলম্বী ও শাফেয়ী মাযহাবের উপর কি অভিযোগ আরোপিত হয়েছে? নজদের সকল ওহাবী হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। এ কারণে তো হাম্বলী মতাবলম্বী ও মাযহাবের উপর কোন অভিযোগ আসেনি? রাফেযী, খারেজী, মু'তাযেলী ও ওহাবী ইত্যাদি দল তো ইসলামের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা সকলে নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করেছে। অতঃপর এর দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি কোন অভিযোগ এসেছে?[১৩৮]

সারকথা হল, সৈয়দুনা গাউছে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কতেক হানাফী মতাবলম্বীকে ভ্রষ্ট বলেছেন, যারা শাখা মাসআলায় হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর তাকলীদ করেছিল। কিন্তু ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করত। যেমন বর্তমান কালের দেওবন্দী মওদুদী ইত্যাদি দলগুলোও ইমাম আযম এর অনুসারী হিসেবে নিজেদেরকে হানাফী দাবি করে থাকে, কিন্তু ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করার কারণে তারাও গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।

২. উক্ত পুস্তকের ১৯০ পৃষ্ঠায় ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীর বরাতে বলা হয়েছে, জীবিত বা মৃত কোন জন্তু অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ের সাথে যৌনসঙ্গম করলে ওযু ভঙ্গ হবেনা।

এটাও লা-মাযহাবীদের স্পষ্ট প্রতারণা। কেননা এরকম কোন মাসআলা ফাতওয়ায়ে আলমগীরীর কোথাও নেই।

৩. উক্ত পুস্তকের ৯৩ পৃষ্ঠায় 'হেদায়া' এর সূত্রে বলা হয়েছে, মিলন ছাড়া বীর্য যদি মহিলার লজ্জাস্থান দিয়ে প্রবেশ করে মহিলা গর্ভবতী হয় তখন তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে।

এটিও লা-মাযহাবীদের স্পষ্ট প্রতারণা। কারণ, 'হেদায়াত'-এ এমন কোন মাসআলাই নেই। মিথ্যুকদের উপর আল্লাহর লা'নত।

৪. উক্ত পুস্তকের ১৯৭ পৃষ্ঠায় দুররে মুখতার এর উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে, হালাল প্রাণীর প্রস্রাব নাপাকি দূর করে। অর্থাৎ এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায়।

এটিও লা-মাযহাবীদের মিথ্যা প্রতারণা। কেননা দুররে মুখতারে এরূপ মাসআলা নেই। বরং তাতে আছে, হালাল প্রাণীর পেশাব নাপাক বা অপবিত্র। দেখুন দুররে মুখতার প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-১৪০। যে বস্তু নিজেই নাপাক সেটি কখনো নাপাকি দূর করতে পারেনা।

[১৩৮]. ইমাম আহমদ রেযা : ফাতাওয়া রযভীয়্যাহ, ৯:২৮।

৫. উক্ত পুস্তকের ১৯৮ পৃষ্ঠায় ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীর সূত্রে বলা হয়েছে, পায়খানা বা গোবর লেগে শুকিয়ে গেলে ঘসে ফেলে দিলে পবিত্র হয়ে যায়।

আলমগীরীতে এ মাসআলা কেবলমাত্র চামড়ার মোজার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। এর মূল উদ্ধৃতি হল–

الْخُفُّ إِذَا أَصَابَهُ النَّجَاسَةُ إِنْ كَانَتْ مُتَجَسِّدَةً كَالْعَذِرَةِ وَالرَّوْثِ وَالْمَنِيِّ يَطْهُرُ بِالْحَتِّ إِذَا يَبِسَتْ.

–মোজায় যদি নাপাকি লাগে, সেই নাপাকি যদি দেহধারী হয় যেমন পায়খানা, গোবর ও বীর্য ইত্যাদি, তাহলে সেটি শুকিয়ে গেলে ঘষে ফেলে দিলে পবিত্র হয়ে যায়।[১৩৯]

৬. উক্ত পুস্তকের ২০২ পৃষ্ঠায় দুররে মুখতারের সূত্রে বলা হয়েছে, শুয়র প্রকৃত নাপাক নয়।

এটি তাদের মিথ্যা প্রতারণার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এবং হানাফী মতাবলম্বীদেরকে তাদের মাযহাব সম্পর্কে বিভ্রান্ত করার এক অপচেষ্টা। যেহেতু এরকম মাসআলা দুররে মুখতারের কোন স্থানে নেই। বরং হানাফী মাযহাবের সকল গ্রন্থে রয়েছে যে, শুয়র প্রকৃতিগতভাবেই নাপাক।

৭. উক্ত পুস্তকের ২০৩ পৃষ্ঠায় মুনিয়াতুল মুসাল্লী গ্রন্থের সূত্রে বলা হয়েছে, শুয়রের চামড়াও দাবাগত তথা ট্যানিং করলে পবিত্র হয়ে যায়।

এটিও লা-মাযহাবীদের এক মিথ্যা প্রতারণা। যেহেতু মুনিয়াতুল মুসাল্লীর কোথাও এরকম মাসআলা নাই। বরং উক্ত কিতাবের ৬৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, শুয়র ও মানুষের চামড়া ব্যতীত অন্য সকল প্রাণীর চামড়া দাবাগত করলে পবিত্র হয়ে যায়। কিতাবের মূল উদ্ধৃতি হল–

كُلُّ إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ وَجَازَتْ الصَّلَاةُ مَعَهُ إِلَّا جِلْدُ الْآدَمِيِّ وَالْخِنْزِيرِ.

–প্রত্যেক প্রাণীর চামড়া দাবাগত করলে তা পবিত্র হয়ে যায় এবং তাতে নামায আদায় করা জায়েয, তবে মানুষ ও শুয়রের চামড়া ব্যতীত।

৮. উক্ত পুস্তকের ২৫০ পৃষ্ঠায় হেদায়ার সূত্র দিয়ে বলা হয়েছে, শুয়র আর কুকুরের পিঠে যদি ধুলো বালি থাকে, তাহলে তাতে তায়াম্মুম করা জায়েয।

[১৩৯]. আলমগীর : ফাতওয়া-এ আলমগীরী, ১:৪৪।

গাইরে মুকাল্লিদ লা-মাযহাবীদের এটাও একটি জঘন্য মিথ্যাচার ছাড়া কিছুই নয়। কেননা হেদায়াতে এ ধরণের কোন মাসআলার অস্তিত্বই নেই। প্রতারকরা তাদের প্রতারণার মাযহাব প্রচারের জন্য হেদায়া প্রণেতার উপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে।

৯. উক্ত পুস্তকের ২৪৭ পৃষ্ঠায় হেদায়ার সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাগড়ীর উপর মাসেহ করা জায়েয।

এটাও গাইরে মুকাল্লিদদের স্পষ্ট মিথ্যাচার। কেননা হেদায়াতে এরকম কোন মাসআলা নেই। বরং তাতে রয়েছে–

لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ.

–পাগড়ীর উপর মাসেহ করা জায়েয নয়।

১০. উক্ত পুস্তকের ২০৫ পৃষ্ঠায় দুররে মুখতারের সূত্রে বলা হয়েছে, জানাযা ও ঈদের নামাযের জন্য পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করা জায়িয।

এটিও লা-মাযহাবীদের প্রকাশ্য প্রতারণা। কেননা তাদের ওই কথার উদ্দেশ্য হল পানি থাকা সত্ত্বেও সর্বাবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েয। অথচ পানি থাকা অবস্থায় তায়াম্মুম করা কেবল মাত্র তখনই বৈধ হবে, যদি ওযু করতে করতে জানাযা ও ঈদের নামায শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। দুররে মুখতারে বলা হয়েছে–

جَازَ لِخَوْفِ فَوْتِ صَلَاةِ جِنَازَةٍ أَوْ فَوْتِ عِيدٍ بِفَرَاغِ إِمَامٍ أَوْ زَوَالِ شَمْسٍ.

–শুধু তখনই তায়াম্মুম করা বৈধ হবে, যখন জানাযার নামায শেষ হয়ে যাওয়ার অথবা ইমাম কর্তৃক ঈদের নামায পড়ে ফেলার অথবা সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার আশংকা হয়।[১৪০]

১১. উক্ত পুস্তকের ২০৫ পৃষ্ঠায় দুররে মুখতার, হেদায়া, কুদূরী ও মুনিয়াতুল মুসাল্লীর সূত্রে বলা হয়েছে, اَللهُ أَكْبَرُ এর স্থলে اَللهُ أَكْبَارُ ও اَلْأَكْبَارُ اَللهُ বলা জায়েয।

মিথ্যুকদের উপর আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ পড়ুক। কেননা উল্লেখিত চার কিতাবের কোনটিতেই এমন মাসআলা উল্লেখ করা হয়নি। اَللهُ أَكْبَرُ এর স্থলে اَللهُ أَكْبَارُ ও اَلْأَكْبَارُ اَللهُ বলা কিভাবে জায়েয হতে পারে? যেহেতু أَكْبَارُ শব্দটি كِبْرٌ এর বহুবচন, যার অর্থ ঢোল, অথবা ঋতুস্রাবের নাম অথবা শয়তানের নাম। অথচ ফাতাওয়ায়ে শামীর প্রথম খণ্ডের ৩০৪ পৃষ্ঠায় এবং মুনিয়াতুল মুসাল্লীর ১১২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে–

[১৪০]. ইবনে আবেদীন শামী : দুররুল মুখতার, ১:২৪১।

إِنْ قَالَ: اَللهُ أَكْبَارُ لَا يَصِيْرُ شَارِعًا وَإِنْ قَالَ فِيْ خِلَالِ الصَّلَاةِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ اِسْمُ الشَّيْطَانِ.

–যদি اَللهُ أَكْبَرُ বলে নামায শুরু করা হয়, তাহলে তার নামাযই আরম্ভ হবেনা। আর যদি নামাযের মধ্যখানে বলে, তাহলে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা, তা শয়তানের নাম।

এর দ্বারা স্পষ্ট হল যে, লা-মাযহাবীরা কত বড় প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে।

১২. উক্ত পুস্তকের ২০৬ পৃষ্ঠায় আলমগীরীর সূত্রে বলা হয়েছে, ইমাম কিরাআত শুরু করলে মুক্তাদী ছানা পড়বে।

অথচ ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে বলা হয়েছে, ইমাম যদি নিম্নস্বরে কিরাআত পড়ে তাহলে মুক্তাদি সানা পড়ে নিতে পারবে আর ইমাম যদি উঁচু স্বরে কিরাআত পড়ে তাহলে মুক্তাদি সানা পড়বেনা। দেখুন ফাতাওয়া আলমগীরী প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৮৫। অতএব, এটিও লা-মাযহাবীদের ডাহা মিথ্যা কথা।

১৩. উক্ত পুস্তকের ২১১ পৃষ্ঠায় দুররে মুখতার ও হেদায়ার সূত্র উল্লেখ করে বলা হয়েছে, কুকুর, বিড়াল অথবা গাধাকে ডাকলে নামায ভঙ্গ হবেনা।

হানাফী সাধারণ লোকদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এটিও লা-মাযহাবীদের মিথ্যাচার ও প্রতারণা। কেননা উল্লেখিত উভয় কিতাবে এ ধরণের কোন মাসআলা নেই।

১৪. উক্ত পুস্তকের ২১২ পৃষ্ঠায় মা-লাবুদ্দা মিনহু এর সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন লিখিত বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করার পর এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে নামায ভঙ্গ হবে না।

অথচ ফার্সী ভাষায় 'দরইয়াফত'শব্দের অর্থ হল বুঝা আর উর্দ্দুতে এর অর্থ হল, জিজ্ঞেস করা। মা-লাবুদ্দা মিনহু কিতাবটি ফার্সী ভাষার কিতাব। সেখানে 'দরইয়াফত' শব্দের অর্থ 'বুঝা'হবে, জিজ্ঞেস করা নয়। মাসআলাটি হল, কেউ কোন লিখিত বস্তু দেখার পর সেটা বুঝলে তার নামায ভঙ্গ হবেনা। আল্লাহ তা'আলা গাইরে মুকাল্লিদ নামক এ ধরণের ধোঁকাবাজদের খপ্পর থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করুন। আমীন।

১৫. উক্ত পুস্তকের ২১৩ পৃষ্ঠায় হেদায়ার সূত্রে বলা হয়েছে, ফজরের নামাযে কুনূত পড়া চার খুলাফায়ে রাশেদীন ও অধিকাংশ সাহাবা কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন থেকে প্রমাণিত।

এটিও লা-মাযহাবীদের একটি প্রতারণা। যেহেতু হেদায়ায় এমন কোন কথার উল্লেখ নাই।

১৬. উক্ত পুস্তকের ২১৩ পৃষ্ঠায় দুররে মুখতার ও আলমগীরী ইত্যাদি কিতাবের সূত্র উল্লেখ করে বলা হয়েছে, জুমআর নামায আদায়ের জন্য অন্যতম শর্ত হল, শহর হতে হবে এবং সেখানে শরীয়তের হুদূদ তথা দণ্ডাদেশ কার্যকরী থাকতে হবে।

এটিও লা-মাযহাবীদের মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ। কেননা হানাফী মাযহাবের কোন কিতাবে এমন কোন কথার উল্লেখ নেই যে, এমন শহর হতে হবে যাতে শরীয়তের দণ্ডবিধি কার্যকরী রয়েছে। বরং তাতে বলা হয়েছে যে, শহরে এমন একজন শাসক থাকবেন যিনি শরীয়তের দণ্ডবিধি কার্যকর করতে সক্ষম। যেমন দুররে মুখতারে বলা হয়েছে–

اَلْمِصْرُ وهُوَ كُلُّ مَوْضِعٍ لَهُ أَمِيرٌ وَقَاضٍ يَقْدِرُ عَلَى إِقَامَةِ الْحُدُوْدِ

–মিসির তথা শহর হচ্ছে এমন প্রত্যেক স্থান, যেখানে একজন আমীর থাকবেন এবং এমন একজন বিচারক থাকবেন, যিনি শরীয়তের দণ্ডাবলী কার্যকর করতে সক্ষম।[১৪১]

অনুরূপভাবে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে বলা হয়েছে–

وَمَعْنَى إِقَامَةِ الْحُدُوْدِ الْقُدْرَةُ عَلَيْهَا

–দণ্ডাবলী কার্যকর করার অর্থ হল, কার্যকর করার সামর্থ রাখা।[১৪২]

১৭. উক্ত পুস্তকের ২১৪ পৃষ্ঠায় শরহে বেকায়ার নাম উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, জুমআর খুতবা এক তাসবীহ তথা সুবহানাল্লাহ পরিমাণ হতে হবে।

এটিও লা-মাযহাবীদের ধোঁকাবাজী। কেননা আমাদের কোন গ্রন্থে এ কথা উল্লেখ নেই যে, খুতবা এ তাসবীহ পরিমাণ হতে হবে। বরং প্রত্যেক কিতাবে রয়েছে যে, দু'টি খুতবা দিতে হবে এবং তাতে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেসালাতের সাক্ষ্য, এবং তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করতে হবে। এছাড়াও তাতে অন্ততপক্ষে একটি কুরআনের আয়াত থাকতে হবে। প্রথম খুতবায় ওয়াজ ও নসীহত থাকবে এবং দ্বিতীয় খুতবায় মুসলমানদের জন্য দোয়া করা হবে, বিশেষ করে চার খুলাফায়ে রাশেদীনের উল্লেখ করা হবে। তবে শরহে বেকায়ায় রয়েছে যে, অন্তত এক তাসবীহ পরিমাণ হওয়া শর্ত। অর্থাৎ এতটুকুও যদি কেউ বাদ দেয়, তাহলে জুমআর নামায সহীহ হবেনা।

---

১৪১. ইবনে আবেদীন শামী : দুররুল মুখতার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৬।
১৪২. আলমগীর : ফাতওয়া-এ আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫।

১৮. উক্ত পুস্তকের ১৪৮ পৃষ্ঠায় হেদায়া ও শরহে বেকায়ার নাম উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, তায়াম্মুমের মধ্যে মাটিতে একবার হাত মারার হাদিস বুখারী মুসলিমে অসংখ্য রয়েছে এবং তা সহীহ।

এটিও লা-মাযহাবীদের প্রতারণা। কেননা হেদায়া আর শরহে বেকায়ায় এরকম কোথাও উল্লেখ নেই।

১৯. উক্ত পুস্তকের একই পৃষ্ঠায় হেদায়া ও শরহে বেকায়ার সূত্রে আরো বলা হয়েছে যে, তায়াম্মুমের মধ্যে মাটিতে দু'বার হাত মারার হাদিস সমূহ দূর্বল ও মওকূফ।

এটিও লা-মাযহাবীদের মিথ্যা অপবাদ। কেননা উক্ত কিতাবদ্বয়ে এমন বক্তব্য কোথাও উল্লেখ নাই।

২০. উক্ত পুস্তকের ২৪৯ পৃষ্ঠায় হেদায়ার রেফারেন্সে বলা হয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহি আলাইহির মতামতে ছায়ার ব্যাপারে এক মিসিল এর বর্ণনা সঠিক নয়।

এটিও তাদের আরেক প্রতারণা। কেননা তাতে এমন বক্তব্য কোথাও নেই।

২১. উক্ত পুস্তকের ২৪৯ পৃষ্ঠায় শরহে বেকায়ার সূত্রে বলা হয়েছে, সহীহ হাদিসে আযানের শব্দাবলী দু'দু'বার আর ইকামতের শব্দাবলী একেকবার এসেছে।

এটিও লা-মাযহাবীদের নির্লজ্জ মিথ্যাচার। কেননা শরহে বেকায়ার কোথাও এ রকম কথার অস্তিত্ব নেই।

২২. উক্ত পুস্তকের ৫০ পৃষ্ঠায় মুনিয়াতুল মুসাল্লীর সূত্রে উল্লেখ করেছে যে, মুসাল্লীর মুখ যখন কা'বামুখী হবে তখন কা'বার নিয়ত করা জায়েয হবেনা।

মুনিয়াতুল মুসল্লীতে এমন কথা কোথাও নেই। বরং তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে হামেদ বলেছেন যে, মুসাল্লীর মুখ যখন কা'বামুখী হবে তখন কা'বার নিয়ত করা শর্ত নয়। আর শাইখ ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ফযল বলেছেন, তখনও কাবার নিয়ত করা শর্ত। দেখুন মুনিয়াতুল মুসল্লী পৃষ্ঠা নং-৯৯। অর্থাৎ নিয়ত করা নাজায়েয হওয়ার কথা কেউ বলেননি। এটিও লা-মাযহাবীদের নির্লজ্জ মিথ্যাচার।

২৩. উক্ত পুস্তকের ২৫০ পৃষ্ঠায় হেদায়ার রেফারেন্সে বলা হয়েছে, নাভির নীচে হাত বাঁধার হাদিস সকল মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে দূর্বল।

হেদায়াতে এ ধরণের কোন কথার উল্লেখ নেই। তাই এটিও লা-মাযহাবীদের আরেকটি প্রতারণা।

২৪. উক্ত পুস্তকের ২৫০ পৃষ্ঠায় শরহে বেকায়ার উদ্ধৃতিতে লেখা হয়েছে যে, বুকের উপর হাত বাঁধার হাদিস সকল মুহাদ্দিসীনের ঐক্যমতে সহীহ।

এটিও লা-মাযহাবীদের আরেক প্রতারণা। যেহেতু উক্ত কিতাবে কথাটি কোথাও উল্লেখ নাই। অতএব মিথ্যুকদের উপর আল্লাহর লা'নত পড়বে।

২৫. উক্ত পুস্তকের ২৫১ পৃষ্ঠায় শরহে বেকায়ার সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা না পড়ার সকল হাদিস দূর্বল।

এটিও লা-মাযহাবীদের আরেক নির্লজ্জ মিথ্যাচার। যেহেতু শরহে বেকায়ার কোথাও কথাটি উল্লেখ করা হয়নি।

২৬. উক্ত পুস্তকের ২৫১ পৃষ্ঠায় শরহে বেকায়ার সূত্রে বলা হয়েছে যে, সূরা ফাতেহা না পড়ার ব্যাপারে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বাণীটি দূর্বল ও বাতিল।

এটিও লা-মাযহাবীদের আরেক ধোঁকাবাজী। কেননা শরহে বেকায়ায় একথাটিও নেই।

২৭. উক্ত পুস্তকের ২৫২ পৃষ্ঠায় হেদায়ার রেফারেন্স দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নামাযে রফয়ে ইয়াদাইন এর পক্ষের হাদিসসমূহ এর বিপক্ষের হাদিস সমূহের তুলনায় অধিক শক্তিশালী।

হেদায়াতে এ ধরণের কোন কথা উল্লেখ করা হয়নি। ফলে এটিও লা-মাযহাবীদের একটি প্রতারণা।

২৮. উক্ত পুস্তকের ২৫২ পৃষ্ঠায় শরহে বেকায়ার উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে যে, রাফউল ইয়াদাইন না করার হাদিস দূর্বল।

এটিও লা-মাযহাবীদের প্রতারণা ও মিথ্যাচার। কেননা শরহে বেকায়ায় এ ধরণের কোন কথা উল্লেখ করা হয়নি।

২৯. উক্ত পুস্তকের ২৫৫ পৃষ্ঠায় শরহে বেকায়ার সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিন মাইল দূরত্বের সফরেও নামাযে কসর করা জায়েয।[১৪৩]

---

১৪৩. উল্লেখ্য যে, নামাযে কসর করার অর্থ হল, সফরকালে কেবলমাত্র চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরয নামায দু'রাআত হিসেবে আদায় করা। (অনুবাদক)

এটিও লা-মাযহাবীদের স্পষ্ট মিথ্যাচার। কেননা শরহে বেকায়ায় এ ধরণের কোন কথা বলা হয়নি।

৩০. উক্ত পুস্তকের ২৫৭ পৃষ্ঠায় হেদায়া, শরহে বেকায়া ও মুনিয়াতুল মুসাল্লীর নাম উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, বিতির নামায কেবল এক রাকা'আত বিশিষ্ট।

ইহাও গাইরে মুকাল্লিদদের একটি নির্জলা মিথ্যাচার। যেহেতু উল্লেখিত কিতাব সমূহে এর কোন উল্লেখ নেই।

৩১. উক্ত পুস্তকের ২৫৭ পৃষ্ঠায় হেদায়ার সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক রাকাআত বিশিষ্ট বিতির নামাযের ব্যাপারে সকল মুসলমানের ইজমা বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এটাও গাইরে মুকাল্লিদদের একটি নির্লজ্জ মিথ্যাচার। যেহেতু উল্লেখিত কিতাবসমূহে এর কোন উল্লেখ নেই।

৩২. উক্ত পুস্তকের ২৫৭ পৃষ্ঠায় শরহে বেকায়ার নাম উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, বিতির নামায তিন রাকাআত হওয়ার বর্ণনা দূর্বল।

ইহাও গাইরে মুকাল্লিদদের একটি নির্লজ্জ মিথ্যাচার। যেহেতু উল্লেখিত কিতাবে এর কোন উল্লেখ নেই।

৩৩. উক্ত পুস্তকের ২৫৮ পৃষ্ঠায় শরহে বেকায়ার রেফারেন্সে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রুকুর পরে দোয়া কুনূত পড়ার বর্ণনা চার খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে বর্ণিত হয়েছে।

এটাও গাইরে মুকাল্লিদদের একটি মিথ্যাচার। যেহেতু হেদায়াতে এমন বক্তব্য নেই।

৩৪. উক্ত কিতাবের ২৫৮ পৃষ্ঠায় হেদায়ার সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফজরের নামাযে দোয়ায়ে কুনূত পড়া চার সম্মানিত খুলাফায়ে রাশেদীন, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির, হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত আবু মূসা আশ'আরী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আবু হুরাইরা, হযরত বারা ইবনে আযেব, হযরত আনাস ইবনে মালিক, হযরত সাহল ইবনে সাআদ, হযরত আমীরে মুআবিয়া ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম আজমাঈন থেকে প্রমাণিত এবং অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী সে মতই গ্রহণ করেছেন।
অথচ হেদায়াতে এ ধরণের কোন কথার অস্তিত্বই নেই। ফলে এটাও গাইরে মুকাল্লিদদের আরেক মিথ্যাচার ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ।

৩৫. উক্ত পুস্তকের ২৫৯ পৃষ্ঠায় দুররে মুখতার, হেদায়া ও শরহে বেকায়ার রেফারেন্সে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ রাকাআত বিশিষ্ট তারাবীহর হাদিস দূর্বল।

উল্লেখিত কিতাব সমূহে এর কোন অস্তিত্বই নেই। অতএব এটাও তাদের একটি ঘৃণ্য মিথ্যাচার। নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদকে প্রচার করার জন্য প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে।

৩৬. উক্ত কিতাবের একই পৃষ্ঠায় শরহে বেকায়ার সূত্র উল্লেখ করে লেখা হয়েছে যে, আট রাকাআত বিশিষ্ট তারাবীহ নামাযের হাদিস সহীহ।

এটাও তাদের আরেক প্রতারণা। যেহেতু কথাটি শরহে বেকায়ার কোথাও উল্লেখ নেই।

৩৭. উক্ত পুস্তকের ২৬০ পৃষ্ঠায় শরহে বেকায়ার সূত্র দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারাবীহর নামায ৮ রাকাআত সুন্নাত আর বিশ রাকাআত পড়া মুস্তাহাব।

এটাও গাইরে মুকাল্লিদদের সুস্পষ্ট মিথ্যাচার। যেহেতু শরহে বেকায়ায় কোথাও এ রকম বলা হয়নি।

৩৮. উক্ত পুস্তকের ২৬২ পৃষ্ঠায় হেদায়া আর শরহে বেকায়ার রেফারেন্সে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উভয় ঈদের নামাযে বার তাকবীরের বর্ণনা বিশুদ্ধ।

এটাও তাদের আরেক প্রতারণামূলক কথা। যেহেতু উল্লেখিত কিতাবদ্বয়ে এর কোন উল্লেখ নেই।

৩৯. একই পৃষ্ঠায় কুদূরীর উদ্বৃতি দিয়ে লেখা হয়েছে যে, ঈদের নামাযে উভয় রাকআতে কিরাআতের পূর্বে তাকবীর বলতে হবে।

এটাও তাদের প্রতারণার অংশ বিশেষ। যেহেতু কুদূরীতে কোথাও এমনটি উল্লেখ নেই।

৪০. গাইরে মুকাল্লিদদের ওই 'হাকীকাতুল ফিক্হ' নামক পুস্তকের ২৭২ নং পৃষ্ঠায় শরহে বেকায়ার রেফারেন্স উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে–

> –মৌলভী মুহাম্মদ ইসমাঈল দেহলভী এমন সময়ে, যখন মূর্খতা ও অজ্ঞতা বিশ্বব্যাপী ছেয়ে যাচ্ছিল, তখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতকে পূনরুজ্জীবিত করেছেন এবং সুন্নতকে জীবিত করণে তিনি কারো তিরস্কারকে পরওয়া করেননি। তার দুনিয়া বিমূখতা স্বতসিদ্ধ এবং তিনি জাহেরী বাতেনী ইলমে একজন পরিপূর্ণ দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন।

হানাফী সুন্নী মতাবলম্বীদেরকে গাইরে মুকাল্লিদ লা-মাযহাবী ওহাবী বানানোর জন্য এটা তাদের এক চরম নির্লজ্জ মিথ্যাচার ও প্রতারণার চূড়ান্ত পর্যায়। কেননা শরহে বেকায়ার মত একটি বিশ্বজনীন নির্ভরযোগ্য কিতাবের রেফারেন্স উল্লেখ করে মৌলভী ইসমাঈল দেহলভীর মত একজন নিজে ভ্রষ্ট ও অপরকে ভ্রষ্টকারী ব্যক্তির প্রশংসা করে দিল। আর এটা ভাবলোনা যে, শরহে বেকায়া নামক গ্রন্থটি মৌলভী ইসমাঈল দেহলভীর জন্মেরও প্রায় পাঁচ শত বছর পূর্বে রচিত হয়েছে। পাঁচ শত বছর পূর্বে লিখিত কিতাবে তার নামই বা আসে কি করে? পুরো দুনিয়া এত জঘন্য মিথ্যাচারের কারণে আমাদের কতইনা অভিসম্পাত ও তিরস্কার করবে?

ফরিয়াদ করি আল্লাহ তা'আলা যেন তাদেরকে সরল পথের দিশা দান করেন এবং তাদেরকে সত্যপন্থি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এর অনুসারী হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন॥

ইমাম আযম আবু হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সংক্ষিপ্ত জীবনী

তাঁর নাম নু'মান, উপনাম আবু হানিফা, আর উপাধি হল ইমামে আযম ও ইমামুল মুসলিমীন। তিনি পারস্য সম্রাট নওশিরওয়ানের বংশধর। তাঁর বংশ পরম্পরা হল, নু'মান ইবনে সাবেত ইবনে নু'মান ইবনে মারযুবান ইবনে সাবেত ইবনে কাইস ইবনে ইয়াযদিগারদ ইবনে শাহরিয়ার ইবনে পারভেজ ইবনে নওশিরওয়ান।

তাঁর দাদা ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে ইরাকের কূফা নগরীতেই বসবাস শুরু করেন এবং সেখানেই ৮০ হিজরী সনে তিনি জন্ম লাভ করেন। তাঁর পিতা সাবিতকে তাঁর শৈশবকালে চতুর্থ খলীফা হযরত মওলা আলী ইবনে আবি ত্বালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে আনা হলে, তিনি তার জন্য এবং তার সন্তানদের জন্য কল্যাণ ও বরকতের দোয়া করেন।

ইমাম আযম আবু হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জীবদ্দশায় প্রায় ত্রিশজন সাহাবী জীবিত ছিলেন। যাঁদের মধ্যে সাত জনের সাথে তাঁর সাক্ষাতের প্রমাণ রয়েছে। বিশেষ করে হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আউফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত মা'কিল ইবনে ইয়াসার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে তিনি হাদিসও বর্ণনা করেন।

হাদিস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আগমনের ব্যাপারে সুসংবাদ দান করেছেন। যেমন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফিয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর রচিত 'তাবয়ীদুস সাহীফা ফী মানাক্বিবে আবি হানীফা' গ্রন্থে লিখেন–

> –আমি বলি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সায়্যিদুনা ইমাম আবু হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে সেই হাদিসে সুসংবাদ দিয়েছেন, যা বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবু নু'আইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সংকলিত 'হিলইয়াতুল আউলিয়া' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–
>
> لَوْ كَانَ الْعِلْمُ مَنُوطًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسٍ.
>
> –যদি ইলম (জ্ঞান-প্রজ্ঞা) সুরাইয়া তারাকায়ও গচ্ছিত থাকে, পারস্যের যুবকদের মধ্যে একজন যুবক অবশ্যই সেখানে পৌঁছে যাবে।[১৪৪]

---

১৪৪. আবু নঈম ইস্পাহানী। হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৬:৬৪।

হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত সহীহ বুখারী শরীফ ও সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত অপর হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا، لَنَالَهُ رِجَالٌ – أَوْ رَجُلٌ – مِنْ هَؤُلاَءِ.

–ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রে পৌঁছে যায়, তাদের পারস্যের সন্তানরা অথবা তাদের একজন যুবক সেখানে পৌছে যাবে।[১৪৫]

আল্লামা সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো উল্লেখ করেন–

মু'জামে ত্বাবরানীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَوْ كَانَ الدِّينُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ.

–যদি দ্বীন সুরাইয়া নক্ষত্রে ঝুলন্ত থাকে, পারস্যের কিছু লোক সেখান থেকে তা অর্জন করে নেবে।[১৪৬]

উল্লেখিত হাদিসে নববীসমূহে 'আবনায়ে ফারেস' আর 'রিজালে ফারেস' দ্বারা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও তাঁর শিষ্যগণই উদ্দেশ্য।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রায় চার হাজার প্রবীণ তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীন থেকে ইলমে হাদিস ও ইলমে ফিক্হ অর্জন করেন। যাঁদের কয়েকজনের নাম নিম্নরূপঃ

১. হযরত ইমাম জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি।
২. হযরত নাফে মওলা ইবনে উমর রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি।

---

১৪৫. ক) বুখারী : আস্ সহীহ, বাবু কাওলিহি ওয়া আখিরিনা মিনহুম, ১৫:১৭৬, হাদিস নং : ৪৫১৮।
খ) মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ফযলুল ফারেস, ১২:৩৮৩, হাদিস নং : ৪৬১৯।
গ) তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু মানাক্বিবি কুরাইশ ওয়া যিকরিল কাবায়িল, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩৫৪, হাদিস নং : ৬২০৩।
ঘ) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবী হুরাইরা, ১৯:৮১, হাদিস নং : ৯০৩৮।
ঙ) সাগানী : সুনানুল কুবরা, ৫:৭৬।
চ) বায়হাকী : দালায়িলুন্ নবুয়্যাত, বাবু জিমায়ি আবওয়াবিল আখবার, ৭:১১৭, হাদিস নং : ২৬০৩।

১৪৬. ক) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, বাবু মুসনাদি আবী হুরাইরা, ১৯:১৩৮, হাদিস নং : ৯০৯৫।
খ) ইবনে আবী শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৭:৫৬৩।
গ) তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ৯:৫৩।
ঘ) ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, বাবু যিকরিল খবরি সানা..., ৩০:১৪৯, হাদিস নং : ৭৪৩৩।

৩. হযরত মূসা ইবনে আবি আয়েশা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি।
৪. হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
৫. হযরত সাঈদ ইবনে মাসরূক রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি।
৬. হযরত সালামাহ ইবনে কুহাইল রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি।
৭. সুলাইমান ইবনে মিহরান আ'মশ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি।
৮. হযরত ত্বাউস ইবনে কাইসান রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি।
৯. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি।
১০. হযরত আব্দুর রহমান ইবনে হুরমুয আল-আরাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
১১. হযরত আতা ইবনে আবি রিবাহ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি।
১২. হযরত আত্বা ইবনে ইয়াসার রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি।
১৩. হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি।
১৪. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনুল হাসান ইবনে আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
১৫. হযরত ওয়ালীদ মওলা উমর ইবনুল খাত্তাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।
১৬. হযরত হিশাম ইবনে 'উরওয়াহ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি।

সায়্যিদুনা হযরত ইমাম আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সকল বিষয়ে পরিপূর্ণতা লাভের পর একাকিত্বে জীবন যাপনের ইচ্ছা করলে তিনি এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য লাভ করেন। স্বপ্নে তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে আবু হানীফা! তোমাকে আল্লাহ তা'আলা আমার সুন্নাতকে জীবিত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। একাকী জীবন যাপনের কখনো খেয়াল করবেনা। এ সুসংবাদ শুনার পর তিনি শিক্ষা দান তথা জ্ঞান বিতরণে আত্মনিয়োগ করেন এবং শরয়ী মাসায়েলের গবেষণা ও (ইজতেহাদ) উদ্ভাবনে (ইস্তেম্বাত) মনোনিবেশ করেন। পরিশেষে তাঁর মাযহাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

সায়্যিদুনা হযরত ইমাম আযম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর অসংখ্য শিষ্য রয়েছেন। যাঁদের মধ্য থেকে বিখ্যাত ষাট জনের কথা মুহাদ্দিসীনে কেরাম সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন ঃ

১. ইমাম কাযী আবু ইউসুফ ইয়াকূব রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি।
২. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শাইবানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি।
৩. ইমাম যুফর রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি।
৪. হযরত হাসান ইবনে যিয়াদ লু'লুয়ী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি।
৫. হযরত আবু মুতী' বালখী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি।
৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি।

৭. হযরত ওয়াকী ইবনে জার্‌রাহ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি।
৮. হযরত যাকারিয়া ইবনে আবি যায়েদা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি।
৯. হযরত হাফস ইবনে গিয়াস নাখয়ী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি।
১০. শীর্ষস্থানীয় সূফী হযরত দাউদ ত্বায়ী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি।
১১. হযরত ইউসুফ ইবনে খালেদ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি।
১২. হযরত আসাদ ইবনে আমর রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি।
১৩. হযরত নূহ ইবনে মারইয়াম রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি প্রমুখ।

সায়্যিদুনা হযরত ইমাম আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শরীয়তের মাসআলা উদ্ভাবন ও বিধি-বিধান গবেষণায় ব্যস্ত থাকায় হাদিস বর্ণনার সুযোগ খুব কমই পেয়েছেন। যেমন হযরত সিদ্দীকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত ফারূকে আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ দু'জন মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও খেলাফতের দায়িত্বে ব্যস্ত থাকার কারণে হাদিস বর্ণনার খুব কমই সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সায়্যিদুনা হযরত ইমাম আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর বর্ণিত হাদিসে নববীর পনেরটি মাসনাদ সংকলন করা হয়েছে। আর তাঁর শিষ্যগণ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের শায়খ বা গুরু হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। যেমন হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন, হযরত ওয়াকী' ইবনে জার্‌রাহ, হযরত মিসআর ইবনে কিদাম, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, হযরত ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ আর বর্ণনা পরম্পরায় সিহাহ সিত্তার সংকলকগণ তথা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ মহান ব্যক্তিগণও ইমাম আযমের শিষ্যত্বের বাইরে নন।

মুয়াত্তা ইমাম মালেক এর ব্যাখ্যাকার আল্লামা যুরকানী সায়্যিদুনা হযরত ইমাম আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর বর্ণনা করা হাদিসের সংখ্যার ব্যাপারে কয়েকটি উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন। প্রথম মতে পাঁচশতটি, দ্বিতীয় মতে সাতশতটি, তৃতীয় মতে এক হাজারের অধিক, চতুর্থ মতে একহাজার সাতশত আর পঞ্চম মতে ছয়শত ছিষট্টিটি হাদিস তিনি বর্ণনা করেছেন।

লা-মাযহাবীরা যে বলে থাকে, সায়্যিদুনা হযরত ইমাম আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কেবলমাত্র সতেরটি হাদিস পেয়েছেন এবং এর প্রমাণ হিসেবে তারা ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের রেফারেন্স উল্লেখ করে থাকেন, যা সরাসরি মিথ্যাচার ও প্রতারণার নামান্তর। কেননা তা ইবনে খালদুনের বিশ্বাসও ছিলনা আর সেটি তার কথাও না। বরং তিনি অন্যের কথা বর্ণনা করেছেন। আর খুব সম্ভব এটাও

হতে পারে যে, সেখানে তিনি সাতশ লিখেছেন, আর হস্তলিপিকার ভুলক্রমে অথবা হিংসার বশবর্তী হয়ে সেটাকে সতের লিখেছেন।

আর মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে সায়্যিদুনা হযরত ইমাম আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রায় তিরাশি হাজার মাসআলার সমাধান দিয়েছেন। তন্মধ্যে শুধুমাত্র ইবাদত সম্পর্কে আটত্রিশ হাজার মাসআলা রয়েছে। অবশিষ্ট মাসআলাসমূহ মুআমালাত তথা লেনদেন সম্পর্কিত।

এখন কথা হল সায়্যিদুনা হযরত ইমাম আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যদি শুধুমাত্র সতেরটি হাদিস পেয়ে থাকেন, তাহলে তিনি এত অধিক মাসআলার সমাধান দিয়েছেন কিভাবে? আর আল্লামা যাহাবীর মত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তি শাফিয়ী মতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও হুফ্‌ফাজুল হাদিস হিসেবে সায়্যিদুনা হযরত ইমাম আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে উল্লেখ করেছেন কেন? হাদিসের আলেমদের পুরোধাগণও সায়্যিদুনা হযরত ইমাম আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে তাঁকে শাইখ বানাতে যাবেন কেন? সায়্যিদুনা হযরত ইমাম আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে 'ইমামে আযম' উপাধিতে ভূষিত করবেন কেন? আর যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী সহ পূর্ববর্তী যুগের মহান আলেমগণ তাঁর গুণাবলী সমৃদ্ধ বিরাট বিরাট গ্রন্থরাজি রচনা করেছেন কেন?

মোটকথা হল, ভ্রান্তবাদী গাইরে মুকাল্লিদ লা-মাযহাবীগণ কর্তৃক সায়্যিদুনা হযরত ইমাম আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শুধু সতেরটি হাদিস জানতেন বলে যে অভিযোগ করে তা চরম মিথ্যাচার ও অবাস্তব। সেটি কেবলমাত্র তাঁর ইলমের ব্যাপারে হিংসুক লোকেরাই বিশ্বাস করতে পারে। অথবা তাঁর ইলমের ব্যাপারে অজ্ঞ ব্যক্তিরাই তা বিশ্বাস করতে পারে।

যারা সায়্যিদুনা হযরত ইমাম আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাদিস বর্ণনা সম্পর্কে ধারণা পেতে আগ্রহী, তারা মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, কিতাবুল আসার, কিতাবুল হজ্ব, সিয়রে কবীর, হযরত ইমাম আবু ইউসুফ কিতাবুল খারাজ, কিতাবুল আমালী ও মুজার্‌রাদে ইবনে যিয়াদ ইত্যাদি গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করুন। তাতে সৈয়্যিদুনা হযরত ইমাম আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত কয়েকশ হাদিসে নববী সহীহ ও হাসান হিসেবে পাবেন।

সায়্যিদুনা হযরত ইমাম আযম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ফিকহে আকবর, কিতাবুল ওয়াসিয়্যত, কিতাবুল আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম এবং কিতাবুল মাফকূদ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সায়্যিদুনা হযরত ইমাম আযম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ওফাত ১৫০ হিজরীতে হয়েছে এবং তাঁর মুবারক মাযার বাগদাদ শরীফের বিখ্যাত খাইযারান কবরস্থানে অবস্থিত, যা সাধারণ ও বিশেষ সকলের যিয়ারতের স্থান হিসেবে সুখ্যাত। তাঁর মাযার মুবারকে সর্বপ্রথম সুলতান মালিক শাহ সালজুকী ৪৫৯ হিজরী সনে সুরম্য গম্বুজ নির্মাণ করেন এবং তাঁর আস্তানা শরীফে হানাফী মতাবলম্বীদের জন্য মাদরাসায়ে হানাফিয়া প্রতিষ্ঠা করেন।[১৪৭]

সমাপ্ত

SahihAqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

---

১৪৭ . তাবরীযুস সাহীফা, খায়রাতুল হিসান, হাদায়েকে হানাফিয়া, মুফীদুল মুফতি ও সাওয়ানেহে ইমামে আযম থেকে সংগৃহীত।

সনজরী পাবলিকেশন